পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 348 Wednesday, 12 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪৮ সংখ্যা ❋ ২৫ কার্তিক ১৪৩২, বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ভাইদের বলব বোনেদের দেখে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বরঃ রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পাহাড়ি দুর্গম এলাকা-সব জায়গায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে চালু হল একসঙ্গে ১১০টি সম্পূর্ণ সজ্জিত মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। স্বাস্থ্য ভবন থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই নতুন অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী, রোগ নির্ণয়ের যন্ত্র, ওষুধ-সবই থাকবে এই বিশেষ ভ্যানে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসকের নাগাল না পাওয়া মানুষদের কাছে পৌঁছে যাবে এই চলমান হাসপাতাল। আগে মহিলারা সন্তানের জন্ম দিতেন নিজের বাড়িতেই। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। হাসপাতালে গিয়ে মহিলারা সন্তান প্রসব করেন। আর এই 'ইন্সস্টিটিউশন ডেলিভারি' বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। এসআইআর আবহে এমনই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বর্তমানে রাজ্যে এসআইআর চলছে। ফলে, সেখানে কারও-কারও ক্ষেত্রে কিছু নথিপত্র প্রয়োজন হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে জন্মের সার্টিফিকেটও। কিন্তু অনেক পুরনো দিনের মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কাছে এই সার্টিফিকেট নেই। তাঁরা কীভাবে দেবেন? আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সেই নিয়েই মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কথা বলার পাশাপাশি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর উদাহরণ দেন। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা ছিলাম হোমডেলিভারি।'' এখন খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কেউ যদি জন্মের শংসাপত্র চান তাহলে কীভাবে পাবেন? আজ নিজেই এ কথা বলে মমতা বলেন, ''আজ যদি আমায় কেউ বলে তুমি গ্রামের সার্টিফিকেট নিয়ে এসো মা

বাবার। আমি পারব না। মিথ্যা কথা কেন বলব...আমরা জন্মেছিলাম মাটির ঘরে। তারপর এখানে বাবার কাজের জন্য চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু ক'জনের ইন্সস্টিটিউশন ডেলিভারি হত? ক'জন কলকাতায় থাকতেন? ক'টা মেডিক্যাল কলেজ ছিল? ক'টা হাসপাতাল ছিল? গ্রামে বলা হল ধাত্রী মা। তাঁরা বাচ্চাদের জন্ম দেওয়াতো। সেই কারণে এডুকেশন সার্টিফিকেট আমাদের জন্মের শংসাপত্র। ৯৯ শতাংশ লোকের তাই। সেই কারণ, জন্মের শংসাপত্র এদিক ওদিক হয়ে যায়। কিছু করার নেই।'' এরপর তিনি নিজে এও বলেন, ''আমি আমার আত্মজীবনী বইয়ে লিখেছি, আমার দাদা আমায় বলল জানিস আমার সঙ্গে তোর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের) ছ'মাসের মাত্র বয়সের ফারাক রয়েছে। আমি বললাম এগুলো বাবা-মা করেছে। এটা করেছে বলেই তাড়াতাড়ি যাদবপুরে দাঁড়াতে পেরেছি।'' এরপর তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথা বলেন। তিনি লিখেছেন, ''অটলজি আজ বেঁচে নেই। আমায় স্নেহ করতেন। আমি একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যীশুর জন্মের দিনই আপনার জন্ম হয়েছিল তো? উনি বললেন না না এটা আসল না। যেটা মা-বাবা দিয়েছিল সেইটাই চলছে। আর উনি তো আমায় ৫ জানুয়ারি শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করতেন। আমি তখন এটাই বললাম, অটলজি আমারও তাই।''

এরপর একটু হেসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আপনি আমায় ফোন করবেন না...।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''এই চোদ্দ বছরে স্বাস্থ্যে বিপ্লব হয়েছে। এখন ইন্সস্টিটিউশন ডেলিভারি হয় ৯.৫ শতাংশ। এর জন্য কৃতিত্ব হওয়া উচিত।'' এদিন হাসপাতালে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে এসএসকেএম হাসপাতালে এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার পর বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বারেবারে জোর দেওয়া হয় হাসপাতালের অন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার আবারও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''রাতের বেলা মেয়েরা যখন একটা ভবন থেকে অন্য ভবনে যান সেই সময় অনেকটা সময় লাগে। যদি লোডশেডিং হয়ে যায় অসুবিধা হয়। ধীরে ধীরে দেখতে হবে যাতে একটা ভবন থেকে অন্য ভবনে ডাইরেক্ট যাওয়া যায়।'' মুখ্যমন্ত্রী এ দিন কার্যত উদ্বেগ প্রকাশ করেই জানান যে, ভাইরাই বোনদের দেখে রাখবেন। যাতে হাসপাতালের ভিতরে খারাপ কোনও ঘটনা না ঘটে। মমতা বলেন, ''হাসপাতালে তো কাউকে বারণ করা যায় না যাবেন না। অন্ধকারে অনেক বদমাইশ লোক বসে থাকেন। অনেকে আসেন কেউ বদ উদ্দেশ্য কেউ আবার ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি ভাইয়েদের বলব বোনের দেখে রাখতে যাতে খারাপ ঘটনা না ঘটে।''

রাজ্যগুলিকে সুপ্রিম নোটিস

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বরঃ বিহারের পর ১২ রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। ইতিমধ্যে রাজ্য পুরোদমে চলছে এসআইআরের কাজ। কিন্তু তার মধ্যেই শীর্ষ আদালতে মামলা হয়েছিল। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই নোটিস ইস্যু করল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি সহ সমস্ত মামলায় নোটিস ইস্যু করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এসআইআরের সময়সীমা বৃদ্ধির আর্জির প্রেক্ষিতে যে মামলা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। আইনজীবী কপিল সিব্বলের সওয়াল-এই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়, চাষাবাদ থাকে, বছর শেষে বড়দিনের উৎসবও রয়েছে। তাই এসআইআরের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানান তিনি। এই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট ১২টি রাজ্যকে নোটিস পাঠিয়ে তাদের অবস্থান জানতে চেয়েছে। কারণ কপিল সিব্বলের দাবি অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই রাজ্যগুলিতে এসআইআরের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই শীর্ষ আদালত নোটিস ইস্যু করে জানতে চায় রাজ্যগুলির বর্তমান অবস্থান। সোমবারই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, যেভাবে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর-এর কাজ করতে চাইছে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন তাতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। ওই বক্তব্যের কিছু পরেই এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের তরফে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয় মামলা। সেই

মামলাতে নির্বাচন কমিশনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আদালতে তৃণমূলের আবেদন ছিল, এসআইআরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এত তাড়াহুড়ো করে করা উচিত নয়। তাতে অনেক ভুল থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গে থেকে এই ইস্যুতে বড় দাবিও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নোটবন্দি প্রসঙ্গ টেনে তীব্র কটাক্ষের সুরে বলেন, ''নোটবন্দির মতো এসআইআরও গায়ের জোরে পগার পার করবে ভাবছে। কিন্তু পগার পার ওদের হতে হবে। বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না।'' তারপরই নাটকীয় ভঙ্গিতে সোজাসুজি নির্বাচন কমিশনের সিইও-র উদ্দেশে মন্তব্য- ''হ্যালো স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? কিছুক্ষণ বিরতির পর যোগ করলেন, আমার মনে হয় এসআইআর স্টে করা উচিত। কোটি কোটি মানুষ এখনও ফর্মই পায়নি।'' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণার সম্ভাবনা। তার আগে এত কম সময়ের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি, ফর্ম ফিলআপ - বাস্তবে অসম্ভব। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা করেছেন তৃণমূলের দুই সাংসদ মালা রায় ও দোলা সেন। সেই মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে কপিল সিব্বল এদিন বলেন, ''বিভিন্ন জায়গায় এই সময় বৃষ্টি হয়, চাষ আবাদের বিষয় থাকে, ক্রিসমাস থাকে। তাই এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক। পশ্চিমবঙ্গের কথা উল্লেখ করে আইনজীবী আরও বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো আরও খারাপ। গ্রামাঞ্চলে কোনও ৪জি নেই, ৫জি নেই, ইন্টারনেট ভাল নয়।'' এ কথা শুনে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ''আপনারা এমন করে বলছেন যেন এদেশে কোনওদিন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হয়নি।'' সুপ্রিম কোর্ট আরও বলে, ''নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। তাদের কাজ করতে দিন। ভুল ত্রুটি থাকলে জানান, কমিশন নিশ্চই সংশোধন করে নেবে।'' সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালত বলে দিয়েছে, এসআইআর নিয়ে কোনও রাজ্যের হাইকোর্টে কোনও মামলা হলে সেই মামলায় যেন স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয় বা সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আগামী ২৬ নভেম্বর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। বিগত এক সপ্তাহ ধরে এসআইআর চলছে বাংলায়। বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করছেন বিএলও-রা। তৃণমূল বারবার বলেছে, এসআইআর নিয়ে কোনও অসন্তোষ নেই, তবে পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি আছে। আর তা নিয়েই মামলা। তৃণমূলের মতে, বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এসআইআরে ভুল হচ্ছে।

'দোষীদের কাউকে রেয়াত নয়' ভুটান থেকে বড় হুঁশিয়ারি মোদির

সংবাদ সংস্থা, থিম্পু, ১১ নভেম্বরঃ ভুটানের রাজধানী থিম্পু থেকে সরাসরি লালকেল্লা বিস্ফোরণ নিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণে ১২ জনের প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার জানান, ''দিল্লিতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, তা গোটা দেশকে নাড়া দিয়েছে। যাঁরা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের যন্ত্রণা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। এই কঠিন সময়ে দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে।'' ভুটান সফরে থাকা অবস্থায় এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ এখানে এসেছি। গত রাত থেকেই আমি সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। সত্য উন্মোচন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অনুসন্ধান চলবে। দায়ীদের কেউই রেহাই পাবে না-ন্যায়বিচার নিশ্চিত করব।''

সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকায় পার্ক করা একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অন্তত ১২ জনের, আহত একাধিক। মুহূর্তে গোটা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। বিস্ফোরণের পরেই এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ ও সেনা-বাহিনী। মোতায়েন করা হয় ফরেনসিক টিম, বোম ডিসপোজাল ইউনিট ও বিশেষ সেল। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ইউএপিএ-এর এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট-এর আওতায় তদন্ত শুরু করেছে। একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থা দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটি ফারিদাবাদের সেক্টর ৩৭-এর এক সেকেন্ড-হ্যান্ড কার ডিলার-এর কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। এখন সেই লেনদেন ও যোগাযোগ সূত্রের দিকেই নজর তদন্তকারীদের। তদন্তে উঠে এসেছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বিস্ফোরণের ঠিক আগে ও পরে লালকেল্লা চত্বরের আশপাশে সক্রিয় থাকা সব মোবাইল ফোনের ডাম্প ডেটা ও আইপি ডিটেইল রেকর্ড পরীক্ষা করা হচ্ছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট আগেই গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেছিল। তদন্তকারীরা এই ডেটা থেকে সম্ভাব্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ট্রেস করার চেষ্টা করছেন। ফারিদাবাদ মডিউলের সঙ্গেও এই বিস্ফোরণের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই এলাকার একাধিক মোবাইল টাওয়ারের ডেটাও বিশ্লেষণ করছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে সন্দেহজনক কার্যকলাপ ধরা পড়ে। এদিকে, দিল্লিজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করা হয়েছে। ঐতিহাসিক স্থাপনা, মেট্রো স্টেশন, বাজার ও পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে টহলদারি জোরদার করা হয়েছে। স্নিফার ডগ ও বোম স্কোয়াড মোতায়েন করে চলছে বারংবার তল্লাশি। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর ভুটান সফরে মঙ্গলবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও আস্থার বন্ধন আরও দৃঢ় করার বার্তা দেন দুই নেতা। সফরের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী 'গ্লোবাল পিস প্রেয়ার ফেস্টিভাল'-এ যোগ দেবেন এবং তাশিচ্ছো দজং মঠে ভারতের পক্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া পিপরহাওয়া বুদ্ধধাতু-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

'প্রতিটি কালপ্রিটকে খুঁজে বের করতে হবে', বৈঠকে বার্তা শাহের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বরঃ জোড়া গাড়িতে বিস্ফোরণ। মৃত্যু একাধিক নিরীহ মানুষের। দিল্লির লালকেল্লার ঘটনায় কাউকে যে রেয়াত করা হবে না সেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ শাস্তি দিতে হবে।'' একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকেও সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গতকালের ঘটনার পর গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে দুষেছে বিরোধী দলগুলি। আজ ডায়মন্ড হারবারের সিকিউরিটি গার্ড, ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং দিল্লি পুলিশকে একসঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আজ আবার ভূটান থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমি প্রতি মুহূর্তে ঘটনার আপডেট নিচ্ছি। তদন্তকারীরা এই ষড়যন্ত্রের

সেই এক কথা বললেন। এই ঘটনার সঙ্গে যে যে জড়িত রয়েছে প্রত্যেককে বের করতে হবে খুঁজে-খুঁজে। মঙ্গলবার ১১ নভেম্বর গতকালের ঘটনা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন অমিত শাহ। সেখান থেকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, ''দিল্লি বিস্ফোরণের প্রতিটি কালপ্রিটকে খুঁজে বের করতে হবে।'' জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, ''যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, খুঁজে বার করে চূড়ান্ত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অমিত শাহের ইস্তফার দাবি তুলেছেন। প্রয়োজনে সিট গঠন করে আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবিও করেছেন তিনি। তবে, গতকালের ঘটনার পরই সাংবাদিক বৈঠকে বসেন অমিত শাহ। প্রথমে হাসপাতালে যান আহতের সঙ্গে দেখা করার জন্য। পরে বৈঠক করে এনআইএ, ন্যাশনাল নেপথ্যে থাকা মাথাদের ঠিক খুঁজে বের করবে। পাশাপাশি, যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারাও যথাযথ শাস্তি পাবে।'' প্রসঙ্গত, সোমবার দিল্লির লালকেল্লা মেট্রোর গেটের সামনে জোড়া গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে আশপাশের দোকান কেঁপে ওঠে। মৃত্যু হয় একাধিকের। হাত কেটে পড়ে যায়, ছিন্নভিন্ন দেহাংশ ছড়িয়ে পড়ে লালকেল্লা চত্বরে।

১৫ বছর পরে তৃণমূল কর্মী খুনে সাজা ঘোষণা

আট সিপিএম কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১১ নভেম্বরঃ গুড়াপের তৃণমূল কর্মী খুনে আটজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল চুঁচুড়া আদালত। দোষীরা প্রত্যেকেই সিপিএম কর্মী। গত ৬ নভেম্বর অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। ২০১০ সালের ১৮ মার্চ হুগলির গুড়াপে তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রম খুন হন। এই ঘটনাতেই মঙ্গলবার চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয়কুমার শর্মা অভিযুক্ত আট সিপিএম কর্মীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনান। সাজাপ্রাপ্ত সিপিআইএম কর্মীরা হলেন তকালীন গুড়বাড়ি-১ পঞ্চায়েতের প্রধান লালু হাঁসদা, রবি বাস্কে, লক্ষ্মীরাম বাস্কে, সিদ্ধেশ্বর মালিক, সনাতন মালিক, গণেশ মালিক, লক্ষ্মীনারায়ণ সোরেন ও নাড়ু টুডু। ঘটনায় অমর রুইদাস ও নেপাল মালিক নামে আরও দুই বামকর্মী অভিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন মারা যান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১০ সালের ১৮ ই মার্চ গুড়াপে যে দিন তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রম খুন হন, সেদিন তাঁর ছেলে সুনীল হেমব্রমের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল। মাঠে কাজ করে বন্ধু তপন রুইদাসের মেয়ের দেখাশোনার জন্য তার বাড়ি গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন ১৯ তারিখ ডিভিসির ক্যানেল থেকে ক্ষুদিরামের বস্তা বন্দি রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রাজনৈতিক কারণে ক্ষুদিরামকে কুপিয়ে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। ১৯শে মার্চ রাতে গুরাপ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তপন রুইদাস। গুড়াপ থানার পুলিশ তদন্তে নেমে দশজন সিপিএম কর্মীকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন, তথ্য প্রমাণ লোপাট, অস্ত্র হাতে অপরাধ সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। চুঁচুড়া আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। ২৭ শে জুন ২০১৭ সালে চার্জ গঠন হয়। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১২ জন সাক্ষী দেন এই মামলায়। ঘটনায় ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বিচারপর্ব চলার সময় দুই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। আটজন জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। গত ৬ নভেম্বর তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা। এদিন সাজা ঘোষণা হল। রায় ঘোষণার আগে বাদী-বিবাদী দু পক্ষের আইনজীবীর কাছে থেকে তাঁদের মতামত জানতে চায় আদালত। গত ৭ নভেম্বর সাজা ঘোষণার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। আদালত ৮ জন অভিযুক্তকে পৃথক সেলে রাখার নির্দেশ দেয়। মঙ্গলবার হয় চূড়ান্ত রায় দান। মামলার সরকারী আইনজীবী চণ্ডীচরণ ব্যানার্জি বলেন, ''আমরা দোষীদের সর্বোচ্চ সাজার আবেদন জানিয়েছিলাম। আদালত তাঁদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে। দশ হাজার টাকা করে জরিমানাও করেছেন। অনাদায়ে এক বছর কারাবাসের সাজা শুনিয়েছেন।'' হুগলি জেলা আদালতের মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''প্রায় ১৫ বছর সময় লেগে গেল এই মামলার রায়দান হতে। তবে এর জন্য সরকারি আইনজীবী বা আদালত কেউই দায়ী নয়। মামলা চলাকালীন আসামি পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে ধরে এবং তথ্য প্রমাণ জোগাড় করে পুলিশ চার্জশিট দিয়েছিল। তারপর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।'' ক্ষুদিরামের স্ত্রী মালতি হেমব্রম বলেন, ''ওদের ফাঁসি হলে ভালো হত। আমার স্বামী চিরজীবনের মত চলে গেল। ছেলেমেয়েরা ছোটো ছিল। তাদের অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছি।'' ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র বলেন, ''ধনেখালিতে সিপিএম অনেক তৃণমূল কর্মীকে খুন করেছে। তাদের হার্মাদ বাহিনী অত্যাচার চালাতো। ২০১১ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর সেই পরিবারগুলোকে বিচার দেওয়ার চেষ্টা করছি। ক্ষুদিরামকে তার পরিবারের সামনে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়। মৃতদেহ লোপাট করতে টেনে নিয়ে গিয়ে ডিভিসির খালে ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়। আদালত তাদের সঠিক বিচার করেছে।'' অন্যদিকে আদালত থেকে বেরোনোর সময় দোষীরা দাবি করেন, সিপিএম করেন বলে তাদের ফাঁসানো হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণে সতর্ক লালবাজার, বৈঠকে উঠে এল একাধিক নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বরঃ দিল্লির ঘটনার পরে বৈঠকে লালবাজারের কর্তারা। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ কোন অচেনা ব্যাক্তি কোন এলাকায় অযথা ঘুরলে বা সন্দেহ হলে নজর রাখতে হবে। নাকা চেকিং পয়েন্ট জোরদার করতে হবে, একই জায়গায় না করে বিভিন্ন জায়গায় নাকা করার নির্দেশ। প্রতিটি হোটেলে নজরদারি আরও বেশ করে চালাতে হবে। কোন তথ্য পেলে তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি বাইরে থেকে লোক এলে কারা কেন এবং কতদিনের জন্য এল, তা জানতে হবে। পুলিশকে তথ্য ভান্ডার বাড়াতে হবে। ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে দিল্লি। ঘটনায় নাশকতার সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হতে শুরু করেছে। দিল্লি জুড়ে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। আপাতত তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে লালকেল্লাও। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। দিল্লির ঘটনার জেরে সতর্ক লালবাজারও। তৎপর কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, দিল্লির ঘটনার জেরে কলকাতা পুলিশ প্রতিটি থানাকে সর্তক করল লালবাজার। পেট্রোলিং ও নাকা চেকিং করে নজরদারির নির্দেশ লালবাজারের। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, মেট্রো স্টেশনগুলির কাছে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে লালবাজারের তরফে। একইসঙ্গে নজরদারিও বাড়ানো হচ্ছে। গোটা শহরজুড়েই জোরকদমেই চলবে নাকা তল্লাশি। শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

৩ বছর পর জেলমুক্তি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কেঁদে ফেললেন পার্থ, বললেন 'দায়বদ্ধতার' কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বরঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ কারাবাসের পর অবশেষে মঙ্গলবার মুক্তি পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বিগত কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। সেখান থেকেই আজ ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, সিবিআইয়ের জমা দেওয়া আট জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরই পার্থর মুক্তির পথ খুলে গেছিল। সোমবার অষ্টম সাক্ষী-এসএসসির এক আধিকারিকের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়। এর পরই আদালত জানায়, পার্থর আর জেলবন্দি থাকার প্রয়োজন নেই। এদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আগেবতাড়িত হয়ে পড়েন পার্থ। তাঁর চোখ-মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল কতটা স্বস্তি পেয়েছেন তিনি। হাসপাতাল থেকে বেরনোর সময়ে তাঁর চোখ ছলছল করছিল, কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। গাড়ি ঘিরে থাকা সংবাদমাধ্যম এবং অনুগামীদের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করেন পার্থ যদিও কিছু বলেননি। ২০২২ সালের জুলাই মাসে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে ইডি। ওই সময় তাঁর দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। দীর্ঘ জেরা শেষে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। একই সঙ্গে পার্থর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকেও উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনার গয়না। এই ঘটনাই পরবর্তীতে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে। এর আগে একাধিকবার জামিনের আবেদন করেছিলেন পার্থ, কিন্তু প্রতিবারই আদালত তা খারিজ করে। পরে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে শীর্ষ আদালত জানায়- শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া যেতে পারে, তবে চার্জ গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জবানবন্দি শেষ হলে তবেই মুক্তি মিলবে। সেই শর্ত পূরণ হওয়াতেই অবশেষে প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘরে ফেরার অনুমতি মিলল।

পার্থ গ্রেফতার হওয়ার ৫ দিন পর সাংবাদিক বৈঠক করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁকে সাসপেন্ড করছে দল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে তবেই দল ফেরত নেবে। ঘটনা হল, পার্থ জামিনে মুক্তি পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু এখনও নির্দোষ প্রমাণিত হননি। বরং তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে ইডি ও সিবিআই। সেই সব মামলার শুনানি চলছে। তাই সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হল, পার্থর উপর থেকে কি সাসপেনশন তুলে নেবে তৃণমূল? বেহালা পশ্চিমেরই বা ভবিষ্যৎ কী? পার্থর জেলমুক্তির খবরে অনেক আগে থেকেই উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন তাঁর অনুগামীরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই পার্থর বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে দেখা যায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ঢল। তাঁদের সঙ্গে ছিল পোস্টার যাতে লেখা ছিল- আবার পার্থ চ্যাটার্জিকেই চাই। অনুগামীদের বক্তব্য ছিল, বেহালার রূপকার পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্যই উন্নয়ন হয়েছে বেহালার। জেলমুক্তির পর প্রথমবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে সেই বেহালার প্রসঙ্গই টেনেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, তিনি বলেছেন - আইনের প্রতি তিনি সব সময় আস্থাশীল ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সত্যের জয় হয়েছে, আগামী দিনেও হবে। তাঁর সংযোজন, তিনি বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। যাঁরা তাঁকে স মানুষ মনে করে পরপর পাঁচ বার নির্বাচনে জয়ী করেছেন, তিনি তাঁদের কাছেই বিচার চাইতে যাবেন। এদিন বাড়ি ঢোকার মুহূর্তে 'পার্থদা জিন্দাবাদ' স্লোগান শোনেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এরপর গাড়ি থেকে নামেন পার্থ। চোখে জল ছিল তাঁর। বাড়ির দরজার চৌকাঠে আসতেই আগুন ছুঁয়ে ঘরে ঢোকেন তিনি। বরণ করে নেন পার্থর ভাইয়ের স্ত্রী। হাত ধরে তাঁকে ঘরে নিয়ে যান ভাই ও ভাইয়ের মেয়ে। পাশে ছিলেন তাঁর আইনজীবী ও এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ২০২২ সালের জুলাই মাসে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে ইডি। ওই সময় তাঁর দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। দীর্ঘ জেরা শেষে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। একই সঙ্গে পার্থর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকেও উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনার গয়না। এই ঘটনাই পরবর্তীতে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে। ঘনিষ্ঠ মহলে পার্থ বলেন, ''আইনের জয় হয়েছে। একদিন সত্যের জয় হবে।'' আইনের প্রতি আস্থার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ''আইনের প্রতি আস্থা ছিল আমার। সেই আস্থা অটুট আছে। এবার ট্রায়াল হলে সত্যের জয় হবে।'' এদিন বেহালার মানুষের কাছে নিজের 'দায়বদ্ধতার' কথাও জানান পার্থ। বলেন, ''আমি বেহালার মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। যাঁরা আমার সততা নিয়ে কখনও প্রশ্ন তোলেননি। আমি তাঁদের কাছেই বিচার চাইব।''

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী

কলকাতাঃভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী এস আই এর এর আবহে সামাজিক সুরক্ষা সহ হাতে নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি যেন কোনভাবে ব্যাহত না হয় তা দেখার জন্যে রাজ্য সরকার সব দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ লক্ষ্যমাত্রা মেনে যেন নিদৃষ্ট সময়ে শেষ হয় তার জন্যে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ কৃষি, সেচ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরী সহ বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। কাজের অগ্রগতি নিয়ে দপ্তরগুলির কাছে নিয়মিত রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। দপ্তরগুলির কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামী মাসে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে বসতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

বিহারের দানাপুরে বাড়ির ছাদ ধসে মৃত ৫, শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার

দানাপুর, ১১ নভেম্বর ঃ ইন্দিরা আবাস যোজনায় তৈরি হওয়া বাড়ির ছাদ ধসে ঘুমন্ত অবস্থায় বেঘোরে মৃত্যু হল একই পরিবারের পাঁচজনের। গত রবিবার রাতে বিহারের দানাপুরের মানস গ্রামে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।আকিলপুর থানার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত রবিবার রাতে যখন দুর্ঘটনা ঘটে, সেই সময় বাড়ির সকলে রাতে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মৃতেরা হলেন বাবলু খান, তাঁর স্ত্রী রোশন খাতুন, বাবলুর ছেলে মহম্মদ চাঁদ, মেয়ে রুকসার ও ছোট মেয়ে চাঁদনি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অনেক বছর আগে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ওই বাড়ি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। ছাদে বড় বড় ফাটল ছিল। আর্থিক সঙ্কটের কারণেই বাবলু খান বাড়ি মেরামত করতে পারেননি।একই পরিবারের ৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লির বিস্ফোরণকাণ্ডে বিরোধীদের ভূমিকাকে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ বিরোধী দলনেতারা নাকি দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে মোদীজি ও অমিতজির নাম কটাক্ষ করেছেন। এই মন্তব্য করে ওই বিস্ফোরণের ব্যাপারে বিরোধীদের ভূমিকাকে কটাক্ষ করলেন তথাগত রায়।মঙ্গলবার তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, কিন্তু ফরিদাবাদে তিন ডাক্তার মিঞার বাড়িতে যে প্রায় তিন টন বিস্ফোরক ধরা পড়ল, আমেদাবাদে যে আর এক ডাক্তার মিঞা রেড়ির তেলের বীজ থেকে মারাত্মক বিষ নিষ্কাশনের চেষ্টা

এসআইআর হবে, বাংলাদেশী মুসলমান ঘুসপেটিরা বাদ যাবে, সরব তথাগত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ তৃণমূলের এসআইআর-বিরোধিতাকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, এবারও ডেরেক আর সাগরিকার হাউ হাউ চিৎকারে কিছু হবে না। এসআইআর হবে, বাংলাদেশী মুসলমান ঘুসপেটরা বাদ যাবে।তিনি লিখেছেন, মনে পড়ে, যখন নোটবন্দী হয়েছিল তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে রাহুলবাবা পর্যন্ত সবাই হাউ হাউ করে কেঁদেছিল ! তাতে কি হল? যথারীতি নতুন নোট চালু হয়ে গেল!

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাজধানীর আকাশে দমবন্ধ অবস্থা, দিল্লিতে কার্যকর গ্র্যাপের তৃতীয় ধাপ

নয়াদিল্লি,১১নভেম্বরঃরাজধানী দিল্লির বাতাস যেন আবারও অদৃশ্য বিষে ভরে উঠেছে। শহরের প্রতিটি চত্বরে, প্রতিটি মোড়ে, ভোরের আলো ফুটতেই যেন ধুলোর ঘনচাদর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষের নিশ্বাসে মিশে যাচ্ছে এমন এক ভারী দূষণ, যা কয়েক বছর ধরে দিল্লিকে ন্যুব্জ করে ফেলেছে। আর সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মঙ্গলবার আরও তীব্র রূপ নিয়ে হাজির হলো। রাষ্ট্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির সতর্কবার্তা হাতে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মঙ্গলবার দিল্লি এবং এনসিআর জুড়ে কার্যকর করল গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা গ্র্যাপের তৃতীয় ধাপ। এই ধাপ কার্যকর মানেই বাতাসে বিপদের ঘনঘটা সবচেয়ে বেশি, মানুষের স্বাস্থ্যে তার প্রভাব সবচেয়ে গভীর।এদিন সকালেই শহরের একিউআই ছুঁয়েছে ৪২৫। বায়ুদূষণের মান নির্ণয়ের পরিসরে এই মাত্রাকে ধরা হয় ' বিপজ্জনক' পর্যায়ে। ৪০০-এর ওপরে উঠলেই সাধারণত শহরের পরিবেশে বিষাক্ত কণার ঘনত্ব এমন এক জায়গায় পৌঁছয়, যেখানে সুস্থ মানুষেরও শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা, মাথাব্যথা বা ফুসফুসে চাপ অনুভূত হতে পারে। আর যাঁদের আগে থেকেই শ্বাসপ্রশ্বাস বা হৃদ্রোগজনিত সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই দূষণের মাত্রা আরও ভয়াবহ।সোমবার দিল্লির গড় একিউআই ছিল ৩৬২। মাত্র একদিনের ব্যবধানে দূষণের মাত্রা ৪০০-এর ঘর ছুঁয়ে ফেলা শহরের পরিবেশ যে কতটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, শান্ত বাতাস, স্থিতিশীল বায়ুমণ্ডল এবং চারদিক জুড়ে দূষিত কণার জমে থাকা-এই সব মিলিয়েই তৈরি হয়েছে ভয়ানক পরিস্থিতি। আবহাওয়ার স্থিরতার ফলে বাতাসে ছা।য়ে থাকা ক্ষুদ্র কণাগুলি মাটির কাছেই ঘনীভূত হয়ে থাকে, ফলে শহরজুড়ে দূষণ বাড়ে বহু গুণ।এই পরিস্থিতিতেই মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হলো গ্র্যাপের তৃতীয় ধাপ। এর অর্থ হলো দূষণ ঠেকাতে কঠোরতম নির্দেশিকা প্রয়োগ করা। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে যে দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে এখন থেকে অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ ও ভাঙাচোরার কাজ পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে। যেসব কাজ থেকে ধুলোর সৃষ্টি হয়, যেমন পাথর ভাঙা বা খনন কার্য, সেগুলিও আপাতত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নির্মাণপ্রকল্প, ফ্লাইওভার নির্মাণ, ব। মাপের জমির কাজ-এসবই কঠোর বিধিনিষেধের আওতায় পা।ছে।শুধু তাই নয়, যাতায়াতেও যুক্ত হয়েছে নতুন নিষেধাজ্ঞা। ঘোষণা করা হয়েছে, বি এস-৩ পেট্রোল ও বি এস-৪ ডিজেলচালিত গাড়িগুলি আপাতত রাস্তায় নামানো যাবে না। পুরনো শ্রেণির এই যানবাহনগুলি দূষণ বাড়ানোর অন্যতম ব। কারণ বলে বহুবার অভিযোগ উঠেছে। তাই তৃতীয় ধাপ কার্যকর হওয়া মাত্রই এগুলির ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে। ট্যাক্সি, ব্যক্তিগত গাড়ি, বাণিজ্যিক যান-সব ক্ষেত্রেই এই নিয়ম চালু করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, রাস্তার যান চলাচলে খানিকটা চাপ পড়লেও দূষণ নিয়ন্ত্রণে এটি যে জরুরি পদক্ষেপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।এনসিআরের মতে, দূষণ নিয়ন্ত্রণে তৃতীয় ধাপ চালু হওয়াই প্রমাণ করছে যে দিল্লির পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক। গ্র্যাপ মোট চারটি ধাপে কার্যকর হয়, যার প্রতিটি ধাপ বায়ুর মান অনুযায়ী ক্রমশ কড়াকড়ি বাড়ায়। তৃতীয় ধাপে পৌঁছনো মানেই বায়ুদূষণ এমন পর্যায়ে আছে, যেখানে মানুষের জীবনযাত্রা ও স্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব পা।ছে। পরবর্তী ধাপ অর্থা চতুর্থ ধাপ কার্যকর হলে কলকারখানা-সহ আরও ব।স। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। যদিও কর্তৃপক্ষের আশা, পরিস্থিতি আর সেই পর্যায়ে পৌঁছবে না।রাজধানীবাসীর দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব ইতিমধ্যেই পা।তে শুরু করেছে। সকালবেলায় স্কুলগামী শিশুদের মুখে দেখা যাচ্ছে মাস্ক, প্রবীণদের হাঁটায় কষ্ট, গলা শুকিয়ে যাওয়া আর চোখের জ্বালা। শহরের অনেক হাসপাতাল থেকে খবর মিলছে যে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে রোগীর সংখ্যা গত কয়েক দিনে অনেক বেড়েছে। শহরের ডাক্তাররা সতর্ক করে বলছেন, এই অবস্থায় দীর্ঘ সময় বাইরে থাকা বিপজ্জনক। বিশেষত যারা বয়স্ক বা শিশু, তাদের বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে।দিল্লির বাসিন্দারা অভ্যস্ত হলেও এবার বিষয়টি আরও জটিল। শীতের আগমনের সঙ্গে দূষণের মাত্রা সাধারণত বেড়ে যায়। ধোঁয়াশা, কুয়াশা, শিল্প দূষণ, যানবাহনের ধোঁয়া, বর্জ্য পোড়ানো-সব মিলিয়ে দূষণ যেন শহরকে এক অদৃশ্য কারাগারে আটকে দেয়। এ বছর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে স্টাবল বার্নিং ও আবহাওয়ার স্থিরতার কারণে। ফলে গ্র্যাপের তৃতীয় ধাপ কার্যকর হওয়াকে পরিবেশবিদরা প্রয়োজনীয় ও সময়োচিত পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন।এদিকে সরকারের তরফেও জানানো হয়েছে যে নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। নির্মাণ সংস্থা, গাড়িমালিক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-সবাইকে এই নিয়ম মানতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ দলে নিয়ম ভাঙা নির্মাণকাজের বিরুদ্ধে জরিমানা ও কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছে। সঙ্গে চলছে যানবাহনের নিরীক্ষা।রাজধানীর এই ভয়াবহ পরিস্থিতি আরেকবার মনে করিয়ে দিল, দিল্লির বায়ুদূষণের সমস্যা শুধু প্রশাসনিক নির্দেশ দিয়ে সারানো যায় না। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বিকল্প জ্বালানির প্রসার, সবুজায়ন, শিল্প ও যানবাহনের আধুনিকীকরণ, এবং সবচেয়ে বড় কথা নাগরিক সচেতনতা। শহর আজ যা ভুগছে, তা দীর্ঘ বছরের অব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ-বিরূপ কার্যকলাপের ফল।তবে এখনকার বাস্তব পরিস্থিতি শুধু একটাই কথা বলছে-নিয়ন্ত্রণ এখনই জরুরি, কারণ দিল্লির মানুষের ফুসফুস আর দীর্ঘ টান নিতে পারছে না। সরকারের নির্দেশ কার্যকর হয়েছে, আর জনগণ অপেক্ষায় রয়েছে দূষণ কমার। শীতের কুয়াশা নামার আগে যদি দূষণের ঘনীভবন আরও বাড়ে, পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঁঠতে পারে। রাজধানীর এইদমবন্ধ অবস্থায় এখন প্রত্যাশা কেবল একটাই-স্বস্তির বাতাস ফিরুক শিগগির।

ডিপিএসইউগুলির সক্ষমতা বাড়াতে নওরোজি নগরে অত্যাধুনিক ভবনের উদ্বোধন, প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার নতুন লক্ষ্য স্থির করলেন রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি,১১নভেম্বরঃনওরোজি নগরের বাতাসে যেন অন্য রকম উচ্ছ্বাস ছিল ১০ নভেম্বর। নতুন দিল্লির ব্যস্ত এই অঞ্চলে সেদিন একসঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হলো। উদ্বোধন হলো অত্যাধুনিক ডিপিএসইউ ভবন, আর তার ঠিক পরেই অনুষ্ঠিত হলো দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনামূলক বৈঠক। এই দুই ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, যিনি প্রতিটি বক্তব্যে ফের একবার তুলে ধরলেন ভারতের আত্মনির্ভরতার স্বপ্ন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বদেশি সক্ষমতার বিকাশ আর দেশীয় প্রযুক্তির গৌরব।ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-সংলগ্ন নতুন ডিপিএসইউ ভবনটি উদ্বোধনের পর তিনি সোজা চলে যান বৈঠকে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন চারটি নব-সম্মানিত ডিপিএসইউ-মিউনিশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড (এমআইএল), আরমার্ড ভেহিকেলস নিগম লিমিটেড (এভিএমএল), ইন্ডিয়া অপটেল লিমিটেড (আইওএল) এবং হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেড (এইচএসএল)। এই চারটি সংস্থাকে এদিন মিনি রত্ন মর্যাদা দেওয়া হয়, যা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ক্রমোন্নতির এক অনন্য স্বীকৃতি। রাজনাথ সিং এই সংস্থাগুলির নিষ্ঠা, ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের অভিনন্দন জানান। তাঁর কথায়, দেশের ১৬টি ডিপিএসইউ যে আজ আত্মনির্ভর ভারতের মূল স্তম্ভ, তা সাম্প্রতিক সাফল্যই বারবার প্রমাণ করছে। অপারেশন সিঁদুরের মতো অভিযানে দেশীয় প্রযুক্তির যে নির্ভরযোগ্যতা দেখা গেছে, তা ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের প্রসঙ্গ-২০২১ সালে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের পুনর্গঠন। সাতটি নতুন ডিপিএসইউতে বিভক্ত হওয়ার পর এই সংস্থাগুলিকে আরও বেশি স্বাধীনতা, উদ্ভাবনের শক্তি এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তার ফল যেন চোখের সামনে। রাজনাথ সিংয়ের মতে, মিনি রত্নের মর্যাদা ডিপিএসইউগুলিকে আরও আধুনিকীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের বিস্তৃত রাস্তা তৈরি করতে সাহায্য করবে।সম্প্রতি প্রতিরক্ষা উপাদন ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যও এদিন বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী উপাদন করেছে, যার মধ্যে ৭১ শতাংশেরও বেশি অবদান ডিপিএসইউগুলির। শুধু দেশীয় প্রয়োজন মেটানো নয়, প্রতিরক্ষা রপ্তানিতেও ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে-এবার রপ্তানি পৌঁছেছে ৬ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকায়। এই সংখ্যাগুলি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতীয় উপাদনের প্রতি আস্থা দ্রুত বাড়ছে। রাজনাথ সিংও বলেন, ' ইন ইন্ডিয়া' প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এখন বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে, এবং প্রতিটি রপ্তানিই সেই আস্থার মূর্ত প্রতীক।এদিনের বৈঠকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল) এবং ভারত ডায়নামিকস লিমিটেড (বিডিএল) মিলে একটি মৌ স্বাক্ষর করে যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডের (ওয়াইআইএল) আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে। এইচএএল ওয়াইআইএল-কে দেবে ৪৩৫ কোটি টাকার সুদবিহীন অগ্রিম আর বিডিএল আগামী দশ বছরে ওয়াইআইএল-কে স্থায়ী কাজের যোগান দেবে প্রায় ৩ হাজার মেট্রিকটন পর্যন্ত। এটি শুধু উপাদন শক্তিই নয়, ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে ভারতকে আরও স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামুখী করে তুলবে।এছা।া ১০ হাজার টনের বিশাল ফোর্জিং প্লেস সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে, যা প্রতিরক্ষা ও বিমান চলাচল ক্ষেত্রে মিশ্র অ্যালুমিনিয়ামের আমদানি নির্ভরতা কমাবে। আরেকটি মৌ স্বাক্ষরিত হয় মিধানির সঙ্গে, যেখানে একটি মেটাল ব্যাঙ্ক গা।ে তোলা হবে বিরল ধাতুর যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করতে, যাতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রকল্পগুলিতে উপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।দিনের অন্যতম বিশেষ সূচনা ছিল গবেষণা ও উদ্ভাবনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত নতুন কয়েকটি প্রকল্প। এইচএএলের আরঅ্যান্ডডি ম্যানুয়াল ডিজিটাইজেশন, গবেষণার বিস্তার, মেধাস্বত্ব রক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যৌথকাজের উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করবে। রাজনাথ সিং স্পষ্ট জানিয়ে দেন, লাইসেন্স নিয়ে উপাদন করা সংস্থাগুলিকে এখন দেশীয় নকশা ও নিজস্ব প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অপরিহার্য।সতেজ উদ্দীপনায় আরেকটি প্রকল্পের সূচনা করা হয়-স্বয়ম নামের এই উদ্যোগটি মূলত ডিপিএসইউগুলির এনার্জি এফিসিয়েন্সি যাচাইয়ের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে স্যুইফট ড্যাশবোর্ড ও এনার্জি এফিসিয়েন্সি ইনডেক্স ব্যবহার করে প্রতিটি সংস্থার কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করা হবে। পুরো উদ্যোগটি টেকসই প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং স্বনির্ভরতার সমান্তরাল নীতিকে শক্তিশালী করে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এদিন বিশেষভাবে সম্মান জানান ইন্ডিয়া অপটেল লিমিটেড ও ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডকে। এই দুই সংস্থা ১০০ শতাংশ গ্রিন এনার্জি ব্যবহারের লক্ষ্য অর্জন করেছে। আইওএল সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ওপর নির্ভর করে ২০২৫-২৬-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে ৮৬৬৯ টন কার্বন নিঃসরণ কমিয়েছে এবং ২৬ লাখ টাকারও বেশি সাশ্রয় করেছে। বিইএল ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকেই আরই১০০ মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে, যা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব উৎপাদনকে নতুন মাত্রা দিচ্ছে।রাজনাথ সিংয়ের কথায় প্রতিটি ডিপিএসইউ এখন ভারতের প্রতিরক্ষা উপাদন মানচিত্রে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে তাদের উদ্ভাবনশক্তি এবং দায়বদ্ধতা দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুটোই নির্ধারণ করে। তাঁর আহ্বান ছিল অনুপ্রেরণায় ভরা। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে ভারতকে শুধু প্রতিরক্ষা উপাদনে স্বনির্ভর করা নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম প্রতিরক্ষা ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করা।দিনের শেষে নওরোজি নগরে নির্মিত নতুন ভবনটির দিকে তাকালে বোঝা যায়, এটি শুধু একটি স্থাপনা নয়। এটি ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের নতুন আত্মবিশ্বাস, আধুনিক প্রযুক্তির প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যতের পথচলার প্রতীক। ১৬টি ডিপিএসইউ যে ভবনটি ব্যবহার করবে, সেটি কেবল ব্রিকস এবং মর্টারের কাঠামো নয়, দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

উত্তরপূর্বের দুই রাজ্য অসম এবং অরুণাচলে মৃদু ভূমিকম্প, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

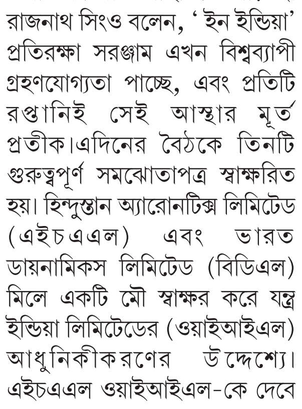

গুয়াহাটি, ১১ নভেম্বর ঃ মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ এবং অসম। মঙ্গলবার ভোররাত ১২-টা ০৭ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে ২.৫ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে অসমের নলবাড়ি জেলায়। দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয়েছে আজ (মঙ্গলবার) বেলা ০২-টা ৩৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলায়। অরুণাচল প্রদেশে ২.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে। দুটি ভূমিকম্পের তীব্রতা কম থাকায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি বলে সংশ্লিষ্ট দুই রাজ্যের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি-র রিপোর্ট বলেছে, আজ মঙ্গলবার ভারতীয় সময় ০০ঃ০৭ঃ১৪টায় অসমের নলবাড়ি জেলায় সংঘটিত ২.৫ মাত্রার ভূমিকম্পের অভিকেন্দ্র ছিল নলবাড়ি জেলা সদরে ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৩২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৪৭ পূর্বে।এছাড়া আজ ভারতীয় সময় ০২ঃ৩৩ঃ৪২টায় অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলায় সংঘটিত ২.৯ তীব্রতার দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল জেলার ভূপৃষ্ঠের ৫ কিমি গভীরে ৯২.৫১ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৫১ও পূর্বে।

ইতিহাস লিখছে বিহার, দ্বিতীয় দফাতেও বাম্পার ভোটিং কোন ঝড়ের ইঙ্গিতে

পাটনা, ১১ নভেম্বরঃ বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটদানের ইতিমধ্যে রেকর্ড ছুঁয়েছে। তার পর মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় ভোট গ্রহণে দেখা গেল তা প্রথম দফাকেও ছাপিয়ে গেছে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৭.১৪ শতাংশ। যা বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে কস্মিনকালে হয়নি। এদিন ভোট গ্রহণ হয়েছে ১২২টি আসনে। মূলত বিহারের সীমাঞ্চলে ভোট হয়েছে দ্বিতীয় দফায়, যেখানে সংখ্যালঘু জনবসতি তুলনায় বেশি। যেমন, কিষাণগঞ্জ, পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারণ, সোপল, সীতামারি, আরারিয়া ও মধুবনী। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ১৮টি জেলায় ১২১টি বিধানসভা আসনে ভোট হয়েছে। প্রথম দফায় পোলিংয়ের হার ছিল ৬৪.৬৬। স্বাধীনতার পর এত হারে ভোট বিহারের কোনও নির্বাচনে পড়েনি। কিন্তু মঙ্গলবার যে হারে ভোট পড়ছে তাতে ভোটদান প্রায় ৭০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, বিকেল ৫টা পর্যন্ত যখন নির্বাচন কমিশন পরিসংখ্যান জানিয়েছে তখনও বহু বুথের বাইরে ভোটারদের লাইন রয়েছে। বিহারে গত বিধানসভা ভোটে পোলিং পারসেন্টেজ তথা ভোট দানের হার ছিল মাত্র ৫৭ শতাংশ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এ যাত্রায় ভোট দানের হার প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে যেতে চলেছে। ভারতের অতীত সব নির্বাচনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ভোট দানের হার হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া শাসক দলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। পর্যবেক্ষকদের অধিকাংশের মতে, সরকার তথা প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঝড় উঠলে তবেই ভোটদানের হার রাতারাতি অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ না থাকলে বা সরকার বদলের তাড়না না থাকলে বেশি হারে ভোট পড়ে না।

রিচা ঘোষের নামে উত্তরবঙ্গে হবে স্টেডিয়াম, উত্তরকন্যা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর ঃ বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার তথা বাংলার ভূমিকন্যা রিচা ঘোষের নামে তৈরি হবে স্টেডিয়াম।সোমবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁদমনি চা বাগানের ২৭ একর জমিতে ওই স্টেডিয়াম তৈরি করবে রাজ্য সরকার।মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় স্বভাবতই আনন্দের জোয়ার উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া মহলে। রিচা ও তাঁর পরিবার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বিস্ফোরণের তদন্তে আদালতের নজরদারিতে এসআইটি গঠনের দাবি অভিষেকের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ দিল্লির লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর স্বাভাবিকভাবেই বড়সড় প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আদালতের নজরদারিতে সিট গঠন করে তদন্তের দাবিতে সরব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। বিস্ফোরণ বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। অনেকেই জখম। স্বজনহারা পরিবারের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। জখমদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। দিল্লির প্রাণকেন্দ্রের এই ঘটনায় আমি সত্যিই বিস্মিত। দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন, তাদের উচিত ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার। কীভাবে নিরাপত্তায় এত বড় গাফিলতি হল?তিনি আরও লেখেন, সোমবার সকালে ফরিদাবাদে সাড়ে তিনশো কেজির কাছাকাছি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং নজরদারি নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেওয়ার মতো। সত্য উদঘাটনে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে প্রয়োজনে আদালতের নজরদারিতে সিট গঠন করা হোক।

দিল্লি বিস্ফোরণে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বরঃ দিল্লির লালকেল্লা মেট্রোর কাছে সেই রক্তাক্ত সন্ধ্যার ২১ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটা বড় সিদ্ধান্ত নিল-১০ নভেম্বরের গাড়ি বিস্ফোরণের মামলা হস্তান্তর করা হলো জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে। মঙ্গলবার দুপুর ২টা নাগাদ অফিসিয়াল নোটিফিকেশন জারি হয়েছে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, ফরেনসিক টিম আর এনএসজি যা শুরু করেছিল, এখন সেটা পুরোপুরি এনআইএ-র নিয়ন্ত্রণে। কারণ? এই হামলা শুধু দিল্লির নয়, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ডেটোনেটর, ফরিদাবাদের ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক, শিক্ষিত চিকিৎসকদের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক-এসবের পিছনে যে আন্তর্জাতিক সূত্র থাকতে পারে, সেটা খতিয়ে দেখার জন্য এনআইএ-ই সবচেয়ে যোগ্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে এনআইএ-র ডিজি সদাশিবম্ স্বয়ং দিল্লি পৌঁছে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ৫০ সদস্যের একটা স্পেশাল টিম গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কোটওয়ালি থানার এফআইআর (ইউএপিএ ১৬, ১৮ বিস্ফোরক আইন ৩, ৪ বিএনএস-এর খুন-ষড়যন্ত্র ধারা) রি-রেজিস্টার করা হয়েছে এনআইএ-র নামে। প্রথম কাজ? ফরেনসিক স্যাম্পলের ডিএনএ ম্যাচিং। বিস্ফোরণস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া একটা হাতের অংশ-সন্দেহ করা হচ্ছে, এটা সুইসাইড বোমার ডা. উমর মহম্মদের। উমরের মা শাহীমা বানো, ভাই আশিক ও জহুর-তিনজনকে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের ডিএনএ স্যাম্পল নেওয়া হচ্ছে। এনআইএ চায়, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কনফার্ম করতে হবে-গাড়ির চালক কে ছিলেন।

রাজ্য সরকার ২১০ টি নতুন মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করছে

কলকাতা,১১নভেম্বরঃরাজ্যের প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার ২১০ টি নতুন মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করছে। আগামীকাল, স্বাস্থ্য ভবন থেকে এই ইউনিটগুলির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও কয়েকটি নতুন প্রকল্পের সূচনাও করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে থাকবে চিকিৎসক, প্লার্স এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে এই ইউনিটগুলি সাধারণ মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। ১২ আগষ্ট রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যজুড়ে ২১০ টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । অনেক ইউনিটে উন্নত পরিষেবা যেমন এক্স-রে এবং আলট্রাসাউন্ডের মতো সুবিধা থাকবে। ডাক্তার ও নার্সের পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিটে বিশেষ অ্যাটেনডেন্ট থাকবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে ।

সুন্দরবনের দুই তরুণী একে অপরকে বিবাহ করেছে,আর তাদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কুলতলিঃ সু ন্দরবনের দুই তরুণীসমাজের সব ধরনের বেড়াজাল ভেঙে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হযেছেন কয়েকদিন আগে।আর এবার সেই দুই তরুণীকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।সাংসদ তার শুভেচছায় জানান,সামাজিক সমস্ত বে।াজাল ছিন্ন করে সু ন্দরবনের দুই তরুণী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, যা বাংলা তথা দেশের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদাহরণ - স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানসিকতার, মানবিকতার, মুক্ত চিন্তা ভাবনার ও সাহসিকতার। সারাজীবন একসাথে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা বাংলার কাছে ও বাঙালির কাছে খুবই গর্বের।সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক মতভেদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক বাধা এসব অতিক্রম করে লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন প্রকৃত ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েই। তাঁদের এই পবিত্র ভালোবাসা চিরঅক্ষয় থাকুক। দঃ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের বাসিন্দা রিয়া সরদার ও বকুলতলার বাসিন্দা রাখি নস্কর এই নবদম্পতিকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরমেশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক ওদের জীবনে। রঙিন হয়ে উঠুক আগামীর পথ।বাংলাই আগামীকে পথ দেখায়। এই সাহসিকতার জোরেই আমাদের সমাজ অচলায়তন ভেঙে ও সংকীর্ণতাকে পিছনে ফেলে মুক্ত চিন্তাভাবনার অঙ্গন হয়ে উঠবে।বার্তায় বলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।গত সোমবার সুন্দরবনের কুলতলি গ্রামে এই উপলক্ষে এক সংবর্ধনা সভার আযোজন করা হয়।যেখানে উপস্থিত ছিলেন দঃ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রী, কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার সহ আরো অনেকে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার মনে নতুন চিন্তাভাবনা এবং উৎসাহ বজায় থাকবে, যা আপনাকে আপনার কাজে দ্রুত অগ্রগতি করতে সক্ষম করবে। একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে মনোনিবেশ করুন, কারণ এটি আপনার জন্য সাফল্যের দ্বার খুলে দিতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মিষ্টত্ব দেখা যাবে।

বৃষঃ বৃষ রাশির জাতকদের স্বাস্থ্য দুর্বল হবে আজ। আগে থেকে অসুস্থ থাকলে কষ্ট বাড়তে পারে। চাকরিজীবীরা স্থানান্তরের ফলে এক স্থান থেকে ভিন্ন স্থানে যেতে পারেন।

মিথুনঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিন- এতে আপনার মন ভালো থাকবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে।

কর্কট রাশি ঃ আজ আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন, আপনি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতকরা আজ ফলাফল পাবেন। আটকে থাকা টাকা ফিরে পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত হবে। বিরোধী আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার প্রতিভা দেখে তাঁরা নিজেরাই ঝগড়া করে শেষ হবে। যাত্রার পরিকল্পনা করতে পারেন। মা-বাবার পরামর্শ গ্রহণ করুন। ভালো করে চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা তৈরি করুন।।

কন্যা ঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব। শুভদিন।

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি সম্প্রীতি এবং সহযোগিতার প্রতীক। আপনার সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার

বৃশ্চিকঃ শিচক রাশির জাতকদের আজকের দিনটি উন্নতিতে পরিপূর্ণ থাকবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। কোনও নতুন সম্পত্তি পেতে পারেন।।

ধনুঃ কথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে। আপনার সৃজনশীল প্রতিভা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। শুভ রং হবে

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে এই দিন অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আপনার কেরিয়ারে কিছু নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হতে পারে, যা আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। আপনার লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং কঠোর পরিশ্রম করুন, এতে আপনি সাফল্য অর্জন করবেন।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতকরা ধর্মীয় আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন। মা-বাবার সঙ্গে ধর্মীয় স্থানের যাত্রা করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে। প্রেম জীবনে কারও সঙ্গে বিবাদে জড়াবেন না, তা না-হলে অবসাদ উপন্ন হতে পারে। সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। শুভ বিবাহ হবে

মীনঃ বিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে। কারো কারোর জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর প্রমাণিত হতে পারে- কিন্তু আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হবে। একটি পারিবারিক জমায়েতে আপনি মধ্যমণি হয়ে উঠবেন। আজ

আবহাওয়া

অবশেষে শীতের আমেজ মালুম হচ্ছে মহানগরী কলকাতায়। ভোরে ও রাতে শীতের আমেজ বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। একটু একটু করে নামছে তাপমাত্রার পারদও। উত্তর থেকে দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই শীতের পরশে আরামদায়ক হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি কম।ভোরে আকাশ মুখ ঢাকছে কুয়াশায়। রোদ উঠলেও গরমের অস্বস্তি আর নেই। বরং হালকা রোদে বেশ আরামই পাচ্ছেন বঙ্গবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। শীতের আমেজ থাকবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

এস আই আর-র আতঙ্ক কাটাতে সচেতনতার বার্তা স্বপন দত্ত বাউলের

উত্তরপাড়া,১১ নভেম্বর ঃ সংবাদদাতা হুগলী, বাংলার জেলায়.জেলায়. মানুষের মুখে মুখে এখন একটাই কথা এস আই আর , কি হবে ? গত কালই হুগলী জেলার গৃহ বধূ এস আই আর আতঙ্কে বিস খেয়ে আত্ম হত্যা করেছে। খবর শুনেই রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল ছুটে আসেন হুগলী জেলায় উত্তরপাড়া রেল স্টেশনে। তিনি সারা রাজ্যের উদ্দ্যেশ্যে ও সমগ্র হুগলী জেলার মানুষকে বলেন বাউল গানে এস আই আর নিয়ে কেউ গুজবে কান দেবেন না । আতঙ্কিত হবেন না কেউ আর আত্ম হত্যা করবেন না। মানুষেরা অনেকেই বলেন এস আই আর কথাটি পুরো ফরম কি বা বাংলা মানে কি জানেন না ? এই শুনে স্বপন বাউল বলেন এস আই আর হলো স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন এর বাংলা মানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন । স্বপন বাউল বলেন আমি কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত বাউল শিল্পী হয়ে বলছি এস আই আর শুনে কেউ ভয় খাবেন না। এর আগে সি এ , এন আর সি নিয়ে মানুষ ভয় খেলেও মানুষের কোনো ক্ষতি হয় নাই। বাউল গানে বলেন ঠিক তেমনি বৈধ ভোটার কার্ড থাকলে বৈধ ভোটার হলে একজনও ভোটার বাদ যাবে না। যাদের ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম আছে বা যাদের বাবা মায়ের নাম আছে তাদের কাউকে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হবে না। বক্তব্যে বলেন যাদের ২০২৫ ও ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম আছে তাদের কোনো চিন্তা নেই। এছারাও যাদের ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম নেই ,যাদের জন্ম ১৯৮৭ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে ,আবার যাদের জন্ম ২০০৪ সালের পরে তাদের ও কোনো চিন্তা নেই। যদি ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে তাদের বাবা মায়ের নাম থাকে। গানে গানে বলছেন গৃহবধূর ক্ষেত্রে ব্যাপার বাড়ির পিতা মাতার ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম থাকলে তাতেই হবে কোনো চিন্তা নেই কেউ ভোটার থেকে তাদের বাদ দিতে পারবে না এটা কেন্দ্র নির্বাচন কমিশন বলেছে। বার বার বাউল গানে বলছেন জনগণের মুখোমুখি হয়ে বি এল ওর কাছ থেকে এস আই ফর্ম নিয়ে পূরণ করে জমা দিন , সঙ্গে রাখুন বৈধ ভোটার কার্ড আধার কার্ড, জন্ম তারিখ , দলিল পর্চা , দুকপি পাস পোর্ট ফটো , মাধমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ , বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম সার্টিফিকেট আছে এমন প্রমাণপত্র আছে। তবে স্বপন বাউল আবার বলছেন যাদের বৈধ্য ভোটার কার্ড আধার কার্ড নাই অথচ যারা অন্য দেশ থেকে ভারতে এসে বসবাস করছে অবৈধ ভাবে । তারা এস আই আর তদন্তে ধরা পড়লে তারা ভোটার থেকে বাদ যাবে । তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতেই হবে কেনো তারা ? অবৈধ প্রমাণপত্র নিয়ে ভারতে , বাংলায় থাকবে এটা হতে পারে না । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাংলায় এই সমস্ত অবৈধ ভাবে বসবাস কারি লোকজন বাংলায় অনেক ক্ষতি করতে পারে । তারা অন্য দেশের গুপ্ত চর হতে পারে , বাংলার ক্ষতি করতে পারে, ওরা তো জঙ্গীদের লোক হতে পারে বাংলায় বসে বাংলা ধ্বংসের চক কসছে কিনা কে বলতে পারে?

ভেহিকল লোনের প্রত্যাশার শীর্ষ পাঁচটি পরিবর্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের কাছে, গাড়ির মালিকানা কেবল পরিবহনের মাধ্যম নয়। এটি গতিশীলতা, স্বাধীনতা এবং অগ্রগতির প্রতীক। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে, গাড়ি ঋণ প্রদানকারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশাও একই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋণগ্রহীতারা আশা করেন যে তাদের ভেহিকল লোন দ্রুত, নিরবচ্ছিন্ন এবং পার্সোনালাইসড হবে। মহিলা চালকরা ইলেকট্রিক ভেহিকলের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছেন, মূলত লো মেইনটেনেন্স কস্ট এবং কিছু রাজ্যে ইলেকট্রিক সাবসিডির মতো সরকারি প্রণোদনার জন্য। গ্রামীণ এলাকায় এখন ইভি গ্রহণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যেখানে গ্রাহকরা এটিকে একটি স্মার্ট, টেকসই এবং সাশ্রয়ী পছন্দ হিসেবে দেখেন-বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সহায়তা এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে।ভেহিকল লোনের প্রত্যাশার শীর্ষ পরিবর্তনগুলি এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্মল ফিনান্স ব্যাংকগুলি কীভাবে সাড়া দিচ্ছে তা হল।১. কম আমানত, নমনীয় ইএমআই এবং রিস্ক-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণঋণগ্রহীতারা জানেন যে তাদের ক্রেডিট প্রোফাইল তাদের পেমেন্টের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে। ফ্ল্যাট প্রাইসিং অতীত। আজকের গ্রাহকরা কম ডাউন পেমেন্ট এবং নমনীয় ইএমআই বিকল্প এবং তাদের রিস্ক প্রোফাইলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুদের হার আশা করেন।ঋণ উপত্তি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত আজকের ঝুঁকি-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের মডেলগুলি দায়িত্বশীল ঋণগ্রহীতাদের (ভালো পরিশোধের রেকর্ড এবং ক্রেডিট স্কোর থাকা) আরও আকর্ষণীয় শর্তাবলী প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে কম সুদের হার এবং উচ্চতর ঋণ-মূল্য (এলটিভি) অনুপাত। এই পরিবর্তন খরচের সাথে ঋণযোগ্যতার সামঞ্জস্য আনে, যার ফলে আরও বেশি লোক মাসিক কিস্তিতে পরিচালনাযোগ্যভাবে আরও ভালো যানবাহন কিনতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, খুব ভালো বিইউরো স্কোর সহ একজন ঋণগ্রহীতা আকর্ষণীয় এবং প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার উপভোগ করতে পারেন এবং সর্বাধিক তহবিল LTV পেতে পারেন, যা গাড়ির মালিকানা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে তোলে। ২. কম প্রি-ক্লোজার চার্জ সহ নমনীয় পরিশোধঋণগ্রহীতারা তাদের আর্থিক পরিস্থিতির সাথে মানানসই বিকল্প চান তারা কঠোর স্ট্রাকচারের পরিবর্তে নমনীয়তা চান। অনেকেই তাদের নগদ প্রবাহের সাথে মানানসই মেয়াদ এবং জরিমানা ছাড়াই ঋণ প্রি ক্লোজ করার স্বাধীনতা খোঁজেন। সৌভাগ্যক্রমে, প্রগতিশীল ঋণদাতারা নমনীয় ঋণ পরিশোধের সময়সূচী এবং কম বা নগণ্য প্রি -ক্লোজার চার্জ প্রদান করছে। এই পদ্ধতি আস্থা তৈরি করে এবং ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা সম্পর্ক গড়ে তোলার সময় পুনরাবৃত্তি ঋণ গ্রহণকে উসাহিত করে। ৩. তাৎক্ষণিক ঋণের সিদ্ধান্ত আমরা তাৎক্ষণিক তৃপ্তির যুগে বাস করছি। ডিজিটাল পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ থেকে শুরু করে অনলাইন কেনাকাটা পর্যন্ত সবকিছুই দ্রুত ঘটে। তাই, আজকের ডিজিটালি সচেতন গ্রাহকরা দ্রুত ঋণ অনুমোদন আশা করেন। নির্ভরযোগ্য ক্রেডিট ইঞ্জিন এবং স্বয়ংক্রিয় স্কোরিংয়ের মাধ্যমে, অনেক স্মল ফিনান্স ব্যাংক এখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঋণের যোগ্যতার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। কোনও গ্রাহক ডিলারশিপে যান বা অনলাইনে আবেদন করুন, তাদের আর অন্ধকারে রাখা হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত দ্রুত কেনাকাটার দিকে পরিচালিত করে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উপকারী। ৪. এন্ড-টু-এন্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশনের জন্য ধন্যবাদ, ঋণগ্রহীতারা বায়োমেট্রিক কেওয়াইসি, ই-সিগনেচার এবং ডিজিটাল স্ট্যাম্পিং সহ একটি কাগজবিহীন অনবোর্ডিং যাত্রা আশা করেন। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই ডিজিটাল হয়ে গেছে, বাকি কাগজপত্র মূলত আরটিও সম্মতির মতো আইনগত নিয়মের সাথে জড়িত।স্মল ফিনান্স ব্যাংকগুলির আধার-সক্ষম পরিষেবাগুলি গ্রাহকদের শারীরিক স্বাক্ষর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। ফলে, সময় সাশ্রয় হচ্ছে, নির্ভুলতা, সুবিধা এবং সম্মতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক অঞ্চলে বায়োমেট্রিক কেওয়াইসি গ্রহণ প্রায় ১০০ হওয়ার সাথে সাথে, ইন্ডাস্ট্রিতে কাগজবিহীন অনবোর্ডিংয়ের যুগ বেশ এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও, কিছু অর্থায়নকারী গ্রাহকের ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য ভিডিও-ভিত্তিক কন্টাক্ট পয়েন্ট ভেরিফিকেশন ও গ্রহণ করেছেন যা সাশ্রয়ী এবং সময় সাশ্রয়ী। ৫. একই দিনে ডিসবার্সাল এবং ডেলিভারি অন্যান্য যেকোনো ক্রয়ের মতো, গ্রাহকরা গাড়ি কেনার সময়ও একটি নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা চান, যার অর্থ অনুমোদন থেকে শুরু করে একই দিনের মধ্যে ডেলিভারি পর্যন্ত সবকিছু। ঋণদাতারা এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করছে সরাসরি ডিলারশিপে দ্রুত ঋণ বিতরণের মাধ্যমে, কখনও কখনও অনুমোদনের কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কিছু কিছু আরটিও-র দ্রুত নম্বর প্লেট ইস্যুর ফলে, কিছু গ্রাহক এখন একই দিনে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে যান, এমনকি প্রক্রিয়া শুরু করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। পরিশেষে, যানবাহনের অর্থায়ন এখন আর কেবল ঋণের পরিমাণ এবং সুদের হার সম্পর্কে নয়। এটি সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা, স্বচ্ছতা, নমনীয়তা এবং গতি সম্পর্কে। অতএব, ঋণদাতারা ব্যক্তিগতকৃত মূল্য নির্ধারণ, ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং একই দিনে ডেলিভারি অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করছে। গ্রাহকদের প্রত্যাশা বৃদ্ধির সাথে সাথে, সহানুভূতি, তৎপরতা এবং উদ্ভাবনের সাথে সাড়া দেওয়া ঋণদাতারা প্রাসঙ্গিক থাকবে এবং পথ নির্ধারিত করবে ।

এসআইআর আবহে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ৫৫ বছরের এক মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ নাম রয়েছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়, তবু এনুমারেশন ফর্ম মিলল না। ফর্ম নেওয়ার সময় জানা গেল, ভোটার কার্ডটি ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে নদিয়ার রানাঘাটে। এসআইআর প্রক্রিয়ার এই জটিলতায় বসিরহাটের বাসিন্দা স্বপ্না সরকার এক আজব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে কার্ডটি অন্য জায়গায় কীভাবে স্থানান্তরিত হলো, তা নিয়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। পরিবারের দাবি, সংশ্লিষ্ট বিএলও-রা এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বিভ্রান্তি, মাঠে নেমে ভোগান্তির শিকার বুথকর্মীরা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের মৌখিক

নানা ' নির্দেশে বিপাকে বুথ পর্যায়ের কর্মীরা। কোটি কোটি ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি ও সংশোধন নিয়ে একের পর এক জটিলতা, তার সঙ্গে বিজেপি ও বামেদের কমিশনে করা অভিযোগে আরও চাপে পড়েছেন বিএলও-রা। এর উপর প্রযুক্তিগত সফটওয়্যার ও অ্যাপের নানান ত্রুটি-নেটওয়ার্ক ও পোর্টাল বিভ্রাটের জেরে গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্রই কার্যত দিশেহারা তারা। বিশেষ করে যাঁরা প্রথমবার বিএলও-র দায়িত্বে, সেই প্রবীণ কর্মীদের স্মার্টফোনে কাজ করা আরও দুরূহ হয়ে উঠছে। এদিকে সম্প্রতি ঠিকানা পরিবর্তন করা ভোটারদের ফর্ম না নেওয়ার মৌখিক নির্দেশে বৈধ ভোটারদের ক্ষোভও সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। বস্তুত এই কারণেই রাজ্যের ৮০ হাজার বিএলও-র একটা বড় অংশই শারীরিক ও মানসিক উভয়মুখী চাপে নাভিশ্বাস উঠছে। মাত্র দু'মাসে দু'বছরের কাজ সম্পূর্ণ করার যে টার্গেট কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বিএলওদের উপর চাপানো হয়েছে, তাতে গত সাতদিনে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি অনেক বিএলও-ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিএলওদের এমন ' ও সমস্যা' উপলব্ধি করে আগেই তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর দু'বছর সময় ধার্য করার দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৮০ হাজার বুথে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কর্মরত বিএলওদের তরফে যে গভীর সমস্যাগুলি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনার চেষ্টা হচ্ছে, সেগুলি হল- ১) বিএলওদের অভিযোগ, প্রায় দিনই নির্বাচন কমিশন ঘনঘন এসআইআরের কাজ করার জন্য তৈরি অ্যাপ পরিবর্তন করছে। তাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের কাছে পৌঁছে কিউআর কোড স্ক্যান করে ফর্ম বিলির তথ্য আপলোড করতে গিয়ে দিনভর ভোগান্তি হচ্ছে বিএলওদেরই। ২) নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অধিকাংশ সময় কাজ করছে না। ভোটার সার্ভিস পোর্টালও দিনের অধিকাংশ সময় বিকল থাকছে। অনলাইনে ফর্ম তুলতে গেলে ' শব্দটি স্ক্রিনে ফুটে উঠছে। তাই এপিক কার্ড দিয়ে বিধানসভা-বুথের নম্বর মেলাতে গিয়ে ভোটারদের পাশাপাশি চরম সমস্যায় প৷ছেন বিএলও-রাও। ৩) কলকাতার আরবানা বা সাউথ সিটির বহুতল থেকে শুরু করে তিনজলা-তপসিয়া-গোবিন্দপুরের ঘিঞ্জি বস্তিতে মোবাইল নেটওয়ার্কে প্রবল সমস্যা দেখা দেওয়ায় ফর্ম বিলি করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে প৷ছেন এই ভোটকর্মীরা। ৪) অধিকাংশ বিএলওই অপরিচিত বুথে কাজ করতে গিয়ে বাড়ির ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। ঘিঞ্জি বস্তিতে একটি ঠিকানায় কয়েকশো পরিবার থাকায় নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে ফর্ম বিলি করলে বিজেপি বা বামেরা ওই বিএলও-র বিরুদ্ধে ' বাড়ি না যাওয়ার' মিথ্যা অভিযোগ করছে কমিশনে। তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল, ঘিঞ্জি বস্তিতে দিনভর মহিলারা অনেকেই ঘরোয়া পোশাকে থাকেন, সেখানে বিএলও ঢুকে ফর্ম বিলি করতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছেন। ৫) এসআইআর ফর্মের উপরে বিএলও-র নাম ও ফোন নম্বর লিখে দেওয়ায় দিনভর ভোটাররা অজস্রবার ফোন করছেন। নানা কৌতূহল ও আজগুবি প্রশ্ন করে বিএলও-কে নাস্তানাবুদ করছেন। ৬) কোথাও আবার ফর্ম বিলি করতে গেলে প্রবীণ থেকে লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিরা টিভির খবরের ভিত্তিতে বিএলও-দের আটকে রাখছেন।

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২-২০ _২০২৫/কে/৮৪৮
তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেণ্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেণ্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২-২০_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের সমগ্রে ষ্টেশন মাষ্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা	টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN: L65999WB1992PLCO55224

নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ২বি, গ্রান্ট লেন, ২য় তলা, কলকাতা, ডব্লুবি-৭০০০১২

ইমেলঃ **secretarial@rfsl.co.in** I ওয়েবসাইটঃ **www.rfsl.co.in.**

ইজিএমের পাবলিক নোটিশ - ইজিএমে ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **'রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড' ('কোম্পানি')** এর একটি অসাধারণ সাধারণ সভা (EGM) বুধবার, অথবা ০৩ **ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩,০০ টা** (1ST) ভিডিও কনফারেন্স অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('MCA') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('SEBI') কর্তৃক জারি করা সকল প্রযোজ্য আইন এবং সাধারণ সার্কুলার অনুসারে সভার নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রযোজ্য হবে। EGM-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। সদস্যদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত নথিগুলির প্রকৃত কপি কোম্পানি তাদের কাছে উপলব্ধ করবে না। **নোটিশ প্রেরণের কাজ ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে** সম্পন্ন হয়েছে। সেবি(তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং রেগুলেশন এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১০৮ ধারা, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর ২০ নং নিয়মের সাথে পঠিত, মেনে চলে, কোম্পানি তার সদস্যদের EGM এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা EGM এর স্থান (দূরবর্তী ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে EGM এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়গুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন এবং EGM এর নোটিশে বিস্তারিত পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে।ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাস্তবে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (এখানে 'আরটিএ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই** EGM এর উদ্দেশ্যে **বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫ থেকে বুধবার, অথবা ডিসেম্বর ২০২৫** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সকল সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে

I. EGM-এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে। II. রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা) থেকে শুরু হবে।

III. রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২রা ডিসেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা) পর্যন্ত শেষ হবে।

IV. ই-ভোটিংয়ের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল **বুধবার, ২৬ নভেম্বর,** ২০২৫। নোটিশ প্রেরণের পরে যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি nichetechDl@nichetechDl.com ইমেল ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

V. যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যারা কোম্পানি ডিপোজিটরিতে তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ ইন এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেঃ

i) প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) কোম্পানির ইমেল ঠিকানা rfsl.nbfc@gmail.com অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট nichetechpl.com ঠিকানায় জমা দিন।

ii) ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ (ক্ত্বক্ষ্ম-১৬-সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি অথবা NSDL-১৬-সংখ্যার DPID CLID), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার অথবা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, PAN (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), AADHAR (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) কোম্পানির rfsl.nbfc@gmail.com ঠিকানায় ইমেল করে অথবা আপনার সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) এর কাছে প্রদান করুন। NSDL ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে EGM এবং ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি evotingansdl.com ঠিকানায় একটি ইমেল লিখতে পারেন।

VI. ভোটার হিসেবে যোগ্য সদস্যরা মনে রাখবেন যেঃ

ক) রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি মঙ্গলবার, ২রা ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার পর নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না

খ) EGM-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরাও EGM-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না এবং

গ) কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে যার নাম লিপিবদ্ধ আছে কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

ঘ) যদি কোনও সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে করা ভোটদান প্রাধান্য পাবে এবং EGM চলাকালীন ই-ভোটিং অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

VII. কোম্পানিটি ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং EGM-এ ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য মুরুগেসা নাইকার কমপ্লেক্স, নং ৮১, গ্রীমস রোড, চেন্নাই-৬০০০০৬-এ অবস্থিত মেসার্স লক্ষ্মী সুব্রহ্মণ্যম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজকে নিযুক্ত করেছে।

VIII. ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানি তার ওয়েবসাইট www.rfslco.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.in-এ ঘোষণা করবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-

স্থানঃ কোচি
তারিখঃ১১.১১.২০২৫

মিঃ ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই সস্ত্রীক সব্যসাচী-র,ক্ষোভে ফুঁসছেন তৃণমূল নেতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ ১৯৯৫ সালে বিধাননগর পুরসভা গঠনের পর থেকেই টানা কাউন্সিলর পদে ছিলেন সব্যসাচী দত্ত। ২০১৫ সালে নির্বাচিত হন বিধাননগরের মেয়র হিসেবে, এরপর ২০১৬-তে নিউটাউনের বিধায়ক পদও দখল করেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যাঁর ভোটার ছিলেন, সেই বিধাননগর কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত এখন নিজেই ভোটার তালিকা থেকে ' নির্বাচন কমিশনের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই তাঁর নাম, এমনকি স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের নামও উধাও। বিষয়টি সামনে আসতেই একদিকে হতবাক, অন্যদিকে ক্ষুব্ধ সব্যসাচী। এসআইআর প্রক্রিয়ার এই অবস্থায় এনুমারেশন ফর্ম কীভাবে পূরণ করবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। জেলাশাসক এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও মেলেনি কোনও সুরাহা। সব্যসাচীর বাসভবন সল্টলেকের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডিএল-২৩৯ নম্বরে,

বিধাননগর পূর্ব থানার অন্তর্গত। জানা যাচ্ছে, সেক্টর ২-এর ওই পাড়ায় ডিএল ২৩২ থেকে ২৪০ পর্যন্ত ৮টি বাড়িরই হদিশ উধাও ২০০২-এর ভোটার তালিকা থেকে। এই এলাকা একসময় রাজ্যের সব থেকে বড় বিধানসভা বেলগাছিয়া পূর্বের অন্তর্গত ছিল। ডিলিমিটেশিন হওয়ার পর এখন যা বিধাননগর বিধানসভা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই পাড়ার যে কটি বাড়ির হদিশ মিলছে না, সেগুলি অন্য কোনও বিধানসভার সাপ্লিমেন্টারি পার্টে ভুল করে জ৷ড়ে গিয়ে থাকতে পারে। সব্যসাচী নিজের ২০০০ সালের কাউন্সিলর পদে জেতার সার্টিফিকেট সামনে রেখে জানাচ্ছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর পরিবার, প্রাক্তন সাংসদ সরলা মাহেশ্বরী, রমেন পোদ্দার, আভা মাইতি, অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত এঁরা আমার ভোটার ছিলেন। আমার নাম ২০০২-এর তালিকায় যদি না থেকে থাকে, তা হলে তারও আগে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমার ভোটার হলেন কী করে? বিরক্ত হয়ে নিজের ফর্ম ফাঁকা রেখেই জমা দেবেন বলে ভেবেছেন তিনি।

নামখানায় নাকা চেকিং চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,নামখানা, ১১ নভেম্বর ঃ দিল্লির বিস্ফোরণের পর এবার নড়েচড়ে বসলো সু ন্দরবন পুলিশ জেলার নামখানা থানা, সোমবার বিস্ফোরণের পর রাত থেকেই শুরু করে মঙ্গলবার দিন নামখানা থানার টোল ট্যাক্সের কাছে ও ওভার ব্রিজের কাছে সহ বিভিন্ন জল সীমানায় নাকা চেকিং শুরু করেছে নামখানা থানার পুলিশ।

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/আরটি২৫_২০২৫/কে/৮৫৩,
তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।** বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২৫_২০২৫	কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/012/026/2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of underground sewer line at 15, Bipin Mitra Lane to 37 Bipin Mitra Lane in W-12, under A.C.-167, Part-04, Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,50,381.59.** Earnest Money : **Rs.5,010.00.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/012/031/2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of sanitary latrine at 1/H/2, 1/H/3, Nandakishore Street, 2, Dakshina Sen Lane in Ward-12, under A.C.-167, Part-06, Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,80,065.08.** Earnest Money : **Rs.5,610.00.** Period of Completion **: 25 Days (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/012/032/2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of IP surface at 2 to 18, shyamlal Street, 1 Dakshina Sen Lane and Nandakishore Street, in Ward No.12 under A.C.-167, Part-06, Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,99,002.98.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

4. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/012/036/2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of sanitary latrine at 2/1, Nilamber Mukherjee Street in Ward-12 under A.C.-167 Part-09, Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,48,011.71.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.**

5. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/012/037/2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of IP and paver block surface at 12E, Radhakanta Jew Street in Ward-12 under A.C.-167, Part-09, Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,69,961.06.** Earnest Money : **Rs.3,400.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last date and time of submission of Bid : **02.12.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 5).** Bid will be opened on : **04.12.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 5).**

6. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/017/49/2025-2026/APAS
Name of work **: Repairing of paver block and laying of paver block at Balackquire Square in Ward No.17.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,04,449.07.** Earnest Money : **Rs.4,100.00.** Period of Completion : **21 Days.**

7. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/018/08/2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of concrete surface at 21A to 19 Fakir Chakraborty Lane in Ward No.18.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,57,334.67.** Earnest Money : **Rs.5,200.00.** Period of Completion **: 20 Days.**

8. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/018/07/2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of IP passage at Ramjoysil Lane in Ward No.18.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,58,282.05.** Earnest Money : **Rs.3,200.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **03.12.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No. 6 to 8).** Bid will be opened on **: 05.12.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.6 to 8).**

9. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/019/13/2025-2026
Name of work **: Repairing of ICDS Centre at 5, Nather Bagan Lane and repairing of toilet at 9, Sen Lane, 168, 170 Ahiritola Street, 10, 12, 109 BT Street etc. in Ward No.19.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,498.56.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 29.11.2025 upto 11 a.m.** Bid will be opened on **: 01.12.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.11.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 9)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 9).**

The **Executive Engineer (C), Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/078/2025-2026
Name of work **: Repairing of sewer Line at 26/43, 26/48, etc in Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,98,251.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/085/2025-2026
Name of work **: Repairing of Asphaltum Road at 60/67, etc. B.T. Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,06,114.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

3. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/093/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 16/1B, 15/1A/15, etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,40,752.00.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

4. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/098/2025-2026
Name of work **: Repairing of Asphaltum Road at 1H/95, 1H/91, etc. Sarbakhan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,50,057.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

5. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/102/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 20A/H/1, etc. Beerpara Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,68,981.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

6. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/104/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. and paver block passage at 8B, 10/3, etc. Umakanta Sen Lane in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,92,144.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

7. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/107/2025-2026
Name of work **: Renovation of Bathroom at 1H/128, Sarba Khan Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,49,977.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

8. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/108/2025-2026
Name of work **: Improvement of sewer line at 3, 3/7, etc Rani Debendra Bala Road in Ward No-004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,98,194.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

9. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/109/2025-2026
Name of work **: Repairing of privy at 3, 3/7, RTC, Rani Debendra Bala Road in Ward No-004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,98,411.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

10. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/110/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. footpath and passage at 3,3B/1, 3/7, etc. Rani Debendrra Bala Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,99,509.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

11. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/113/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 10/2, etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,99,308.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

12. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/114/2025-2026
Name of work **: Repairing of Sewer Line at 13/39, 13/54, etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No-004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,49,751.00.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

13. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/115/2025-2026
Name of work **: Improvement of privy at 13/49, 13/55 etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,370.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

14. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/116/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 13/H/55, 13/49, etc. Paikpara Raja Manindra Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,97,095.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

15. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/117/2025-2026
Name of work **: Improvement of drainage system at 1/1H/1B, etc. Rani Harshamukhi Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,97,674.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

16. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/118/2025-2026
Name of work **: Improvement of Privy at 31/B, 42, Rani Harshamukhi Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,98,958.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

17. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/119/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 31B, 11/1C, etc. Rani Harshamukhi Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,49,887.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

18. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/120/2025-2026
Name of work **: Improvement of privy at 21/C/H/8, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,99,074.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

19. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/121/2025-2026
Name of work **: Repairing of sewer line at 21/C/H/7, 21/C/H/8, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,99,911.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

20. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/122/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 21/C/H/9, 21/C/H/8, etc. Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,47,491.00.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

21. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/126/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 26/59, Dum Dum Road in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,97,031.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

22. NIT NO. : KMC/EEC/I/004/134/2025-2026
Name of work **: Repairing of I.P.S. passage at 27/2B, 27/2C, etc. Northern Avenue in Ward No.004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.1,98,540.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

23. NIT NO. : KMC/EEC/I/006/147/2025-2026
Name of work **: Repairing of Asphaltum Road at Karim Bux Row in Ward No.006 under Br-I, KMC.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,72,496.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

24. NIT NO. : KMC/EEC/I/006/151/2025-2026
Name of work **: Renovation of Roadside Gardens at 15, 23, B.T. Road in Ward No.006 under Br-I, KMC.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,44,497.00.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 01.12.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 24).** Tender will be opened on **03.12.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 24).** The bid forms and other details are available on and from **14.11.2025 - 6 p.m. (for Sl.No.1 to 24).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 24).**

1371/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৪৮, সংখ্যা, বুধবার ২৬ কার্তিক ১৪৩২

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১৮২৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি উত্তর কলকাতার হরিতকি বাগানে জন্মেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ১৮৪১ সালে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং পরের বছর সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাতেও সফল হন তিনি। হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেখানে তিনি সহপাঠী হিসাবে পেয়েছেন রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গৌরদাস বসাকের মতো একঝাঁক জ্যোতিষ্কদের। তবে ওই বয়সেই স্বকীয় মেধায়, মননশীলতায় মাইকেল ছাপিয়ে গিয়েছিলেন বাকিদের। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'হেক্টর বধ' কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু ভূদেবকে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকা অনুরূপা দেবীর পিতামহ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে ভূদেব কিন্তু ইংরেজি শিখতে চেয়ে পিতার কাছে বেশ চড়চাপড় খেয়েছেন। সেদিন পিতৃদেব তর্কভূষণ মনের ক্ষোভ প্রকাশ না করে ছোট্ট ভূদেবের কাছে জানতে চাইলেন ঠিক আছে, তুমি কি তাহলে শুধু ইংরেজি শিখতে চাও? ভূদেব আবার বলল - হ্যাঁ। কিন্তু আগের দিনটা কেমন কেটেছিল ছোট্ট ভূদেবের! আগের দিন রাগের মাথায় তর্কভূষণ ছেলের পিঠে দিয়েছিলেন দুমদাম চড়- চাপড়। তিনি ভীষণ চিন্তায় এই ছেলে যে ব্যাকরণের কিছুই শেখে নি! তর্কভূষণের ছেলে অথচ কি আশ্চর্য এই ছেলে ভাল করে সংস্কৃত পড়তেই চায় না। ভোর হতেই বিশ্বনাথ ছেলেকে বিছানা থেকে তুলে অনাদিনের মত চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে এলেন। গলায় সেই ঝাঁঝ নেই আছে স্নেহের সুর। আহা পড়াশোনায় এমন অবহেলা করে,সবই তো দেখছি ভুলে গেছো। কিন্তু বাবা ও কাকাকে সে বলে দিয়েছে ইংরেজি পড়বে। ভূদেবের সেজকাকা সেকালে কিছু ইংরেজি জানতেন। তক্ষুণি মরের স্কেলিং বুক এনে তার থেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন ভূদেবকে। কি আশ্চর্য! প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর। বাধ্য হয়ে সেজকাকা বললেন হ্যাঁ ও সব ইংরেজি শিখেছে। বাড়ির লোক, প্রতিবেশীরা হাজির। সবাই তর্কভূষণকে বলেন ছেলেমানুষ দুটো বিষয় একসাথে শিখবে কি ভাবে। আর আপনি পীড়ন করবেন না। তর্কভূষণ ক্ষুব্ধ, তাঁর আশা পূরণ হয় নি। শেষ পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত একটা বিদ্যালয়ে ভূদেব ভর্তি হলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে চাকরি জীবন শুরু। পরে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন তেমন সাহিত্য কর্ম করেছেন। ১৮৫০ সালে চুঁচুড়ার বড়বাজারে গঙ্গাপাড়ে একটি বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। হিন্দি ভাষার উন্নতির জন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। স্কুল পরিদর্শক থাকাকালীন বিহারে বহু হিন্দি স্কুল স্থাপন, বাংলা বইয়ের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ ও মূল হিন্দি বই লেখায় তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তারই প্রস্তাবে বিহারের আদালতে ফারসির পরিবর্তে হিন্দি ব্যবহার শুরু হয়। সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্য তিনি তার পিতার নামে বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছিলেন এবং চতুষ্পাঠীর শিক্ষকদের বৃত্তিদান করতেন। বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী এবং মায়ের নামে ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় স্থাপন করেছিলেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

'ইন্ডিয়ান লিবারেশন ফেডারেশন' দলের প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতার আগে এই রাজনৈতিক নির্বাচনে রাষ্ট্রগুরুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হলেন এক স্বনামধন্য ডাক্তার ব্যক্তি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিনে মন মালিন্যে কংগ্রেস ছেড়েছেন, বয়স বেড়েছে। আবার তাঁর জনপ্রিয়তাও খানিক কমেছে, কারণ রাষ্ট্রগুরু ১৯১৯ সালের আইনে প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ সমর্থন করেন ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে তাঁর তৈরি হয়েছে মানসিক দূরত্ব। এই অবস্থায় নির্বাচন। তবু এই কেন্দ্রে নির্বাচনে রাষ্ট্রগুরুর জয়লাভ ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। এবং সেই কারণেই জাতীয় কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দল কোনও পক্ষই তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রগুরুর বিপরীতে প্রার্থী হলেন সেই ডাক্তার ব্যক্তি। তবে সেই ডাক্তার ব্যক্তি কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দল নয়, দাঁড়িয়ে ছিলেন 'ন্যাশনালিস্ট দলে'র পক্ষ থেকে। এবং স্বরাজ্য দল সেই ডাক্তার ব্যক্তিকে সমর্থন জানায়। স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ সেই ডাক্তার ব্যক্তির সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দেন..। নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে। এতকিছু করেও ডাক্তার ব্যক্তি বুঝে গেলেন যে পরাজয় হচ্ছেই। এই অবস্থায় সেই ডাক্তার ব্যক্তি চিত্তরঞ্জন দাশকে না জানিয়ে এক নিখুঁত নোংরা পরিকল্পনা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচন যুদ্ধে হেয় করার জন্য, নীচ দেখানোর জন্য একটি স্ত্রীলোককে যোগাড় করে সভায়, সভায় রাষ্ট্রগুরুর তথাকথিত যৌন বিকৃতির সাক্ষী হিসাবে খাড়া করে দিলেন। এই জঘন্য উপায়ে জনতার চিত্ত জয় করে সেই ডাক্তার ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে হারিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেয় করতে গিয়ে নেতারা কতটা নীচে নামতে পারে এটা তারই একটা উদাহরণ মাত্র, তাও স্বাধীনতার অনেক আগে। আর যিনি এই নোংরা কাজটি করেছিলেন সেই স্বনামধন্য ডাক্তার ব্যক্তিটির নাম রাজনীতিবিদ ডা বিধানচন্দ্র রায়। বিধ্বস্ত বীতশ্রদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর রাজনীতি থেকেই সরে দাঁড়ান। কংগ্রেস তৈরির আগে থেকেই তাঁর বাকপটুতা ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ভারতীয় সংঘ' বা 'দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কংগ্রেসে যোগদানের পরে তিনি দুবার (১৮৯৫, ১৯০২) সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি ও স্বদেশী আন্দোলন - যা তাঁকে বাংলার মুকুটহীন রাজায় পরিণত করেছিল। ঐ সময় তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অগ্রগতি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচেছ প্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন কর।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন,মা সারদা হচ্ছেন সর্ব শক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি প্রদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু. সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন অভয়দান কারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি জগত চেনান।

সত্যজিৎ রায়ের অধিকাংশ ছবিতে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দর্শন প্রকাশিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা গড়পার রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই পেয়েছেন। কেউই বাদ যাননি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর যুগ থেকে শুরু হয়েছিল শিশুদের প্রতি ভালোবাসা। এখনও পর্যন্ত তিন পুরুষ পার করে সন্দীপ রায়ের ধমনীর মধ্যে দিযে বয়ে চলেছে সেই একই ফল্গুধারা। থামবে না কোনও দিনও। বইয়ে চলতে থাকবে সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। রায় পরিবারের মধ্যে দিয়ে এখন শিশুদের প্রতি অনুরাগ এবং প্রীতির ফল্গুধারা এখনও প্রবাহিত। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলেরা হলেন সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল এবং মেয়েরা হলেন সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। ছোটদের রামায়ণ দিয়ে রচনা দিয়ে শুরু করলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। 'গুপি

যতদিন রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা থাকবেন। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী 'সন্দেশ' পত্রিকা বের করেছিলেন শিশুদের হাতে প্রকৃত একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা তুলে দেন। সেই সময়ে কোনও সার্থক শিশু পত্রিকা ছিল না। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী জিের হাতে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে গল্প এমনকী বিজ্ঞান বিষয় ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি সার্থক শিশু সাহিত্যিক হিসাবে সবার কাছে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তারপরে তাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যই শিশু সাহিত্যের পধ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধে উল্লেখযোগ্য হলেন সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সুখলতা রাও এব ং সুনির্মল বসু। কবি সুকুমার রায় তো আনাবিল হাসি বিতরণ করে দিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। 'আবোল তাবোল' থেকে শুরু করে 'হযবরল'-এর মতো লেখা গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। তারপরে এসেছেন তাঁর পুত্র চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি এসেই 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্র করলেন। ছবিতে শিশু অপুর চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুললেন। পিতা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি করেছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। তিনিও শিশুদের ছবি নির্মাণ করেছেন। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ পথ গাইন বাঘা বাইন', 'টুনটুনির বই' এবং 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন সুকুমার রায়। তিনি শিশুদের জন্য একেবারে অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনা করতে শুরু করে দিলেন। ননসেন্স সাহিত্য দিয়ে শিশুদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ছোটদের জন্য তিনি রচনা করে গেলেন- 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি', 'খাই-খাই', 'অবাক জলপান', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা' ও অন্যান্য নাটক, 'হযবরল', 'শব্দ কল্প দ্রুম', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী', 'বহুরূপী', 'ভাষার অত্যাচার' প্রভৃতি। একেবারে ভিন্ন স্টাইলে এবং ভিন্ন স্বাদের শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করলেন সুকুমার রায়। এর আগে ননসেন্স নিয়ে এতো সুন্দর করে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করতে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ২ মে ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শুধু কেবল শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি গোয়েন্দা ফেলুদা, বিজ্ঞানী প্রফেশর শঙ্কু সৃষ্টি করলেন না, পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন শুধু শিশুদের নির্মল আনন্দ দেওয়ার জন্য। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে এসেই তিনি 'পথের পাঁচালি' ছবি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি শিশু অপুকে অপূর্ব রূপে এঁকে উপহার দিলেন দর্শকদের মনে যা আজও পঞ্চাশ বছর ধরে স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে চলচ্চিত্র প্রেমিরা। 'পথের পাঁচালি'র পঞ্চাশ বছর উৎযাপন করা হয়েছিল সারা বাংলা জুড়ে। ১৯৫৫ সালে এই ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ বাবু তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটির ডিভিডি কভারেও শিশু অপুর ছবি অঙ্কিত করে প্রচার করতে শুরু করেন। পরে সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' (১৯৫৯) সালে নির্মাণ করেন। সেখানেও শিশু অপুকে দেখানো হয়েছিল। তবে নিশ্চিন্তপুরের 'পথের পাঁচালি'র শিশু অপু 'অপুর সংসার' ছবিতে অপু অনেকখানি বড় হয়ে গিয়েছে। শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে গিয়ে পড়েছে সে। পট পরিবর্তন হয়েছে চলচ্চিত্রের। আসলে 'পথের পাঁচালী' করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতার শিশুদের প্রতি যে তীব্র আকর্ষন ছিল সেটা কিন্তু ভুলে যাননি। ফলে শিশুদের প্রতি ভালোবাসা গড়পার রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই পেয়েছেন। কেউই বাদ যাননি।

এই রকম ধরনের গ্রাম্য সরলতার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত চাপা অপুর চরিত্র অঙ্কন করাটা কতখানি কঠিন কাজ সেটা কিন্তু তিনি সফলভাবে ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আসলে সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিকারক বেঁচে থাকেন। 'পথের পাঁচালি'র পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিরকালই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন মানব দরদী। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আকর্ষনকে অবলম্বন করেই একের পর এক ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। 'পরশ পাথর' ছবিতেও শিশু চরিত্রকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে শিশুদের মানসিকতার সঙ্গে ছবির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া গেল। শিশু মনের সঙ্গে ছবির ঘটনার মিল করিয়ে দেওয়ার কৃতৃত্ব লাভ করেন সত্যজিৎ রায়। শিশু চরিত্র তাঁর ছবিতে বহু সময়ে খুব অল্প দৃশ্য এর জন্য থেকেছে। কিন্তু শিশু চরিত্রে সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বহু ছবিতে কোনও একটি ঘটনার অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু চরিত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেখানে সঠিক সংলাপের মাধ্যমে শিশু চরিত্রটির বিকাশ লাভ করতে দেখা যায়। তখনই শিশু চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করে ছবির দৃশ্যটিতে। 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতেও দেখা গিয়েছে শিশু চরিত্রকে। বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এই চরিত্রটিকে। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শিশু চরিত্রের মধ্যে দিয়েই সত্যজিৎ রায় ছবিটার সার সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়ে দিয়েছেন একটি সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এমন একটি সংলাপ শিশু চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিয়েছেন তাতে পুরো ছবিটির তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছে দর্শকেরা। জলসা ঘরে জমিদারের পুত্রকে নিহত করেছেন। সংসারকে বাঁচিয়ে রেখে জমিদারতন্ত্রে ধ্বংস দেখানে একেবারে অসম্ভব ছিল জলসা ঘরে। সেই কারেণ তিনি সেখানে স্ত্রীপুত্র জলে ডুবে যাওয়ার দৃশ্যকে দেখাতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি তৈরি করলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন।' একেবারে ছোটদের জন্য ছবি। এর পরে তিনি আর বড়দের জন্য ছবি তৈরি করার দিকে মন প্রস্তুত ছিল না। 'সোনার কেল্লা' ছবিতে শিশু চরিত্রটি ঘটনার মূল চরিত্র। তাকে নিয়েই ছবির ঘটনা প্রবাহিত। কতখানি নিষ্ঠা নিয়ে ছবিটি নিখুঁত করে গড়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে ছোটদের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। তার জন্য তিনি বেশ কিছু কৌতুক প্রিয় সংলাপ তৈরি করেছিলেন যা অতি সহজেই শিশুদের মনের গভীরে প্রবেশ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। ফেলুদাকে দেখার চেয়ে শিশুদের কাছে তপসে এবং জটায়ু চরিত্র বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার কারণ এদের মুখের যে সংলাপ তার সঙ্গে শিশু মানসিকতার মিল দেখতে পাওয়া যায়। 'উট কি কাঁটা বেছে বেছে খায়?' আবার কোনও সময়ে জটায়ু একটি জং ধরা ভোজালি বের করে বলেছে- 'ইয়ে মেরা জং বাহাদুর।' এতে শিশুরা খুব মজা পেয়েছে। তারা আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। পরিচালক সন্দীপ রায়ের কয়েকটি ছবিতে সত্যজিৎ রায় সঙ্গ দিয়েছিলেন। যেমন 'ফটিকচাঁদ' ছবিতে। 'ফটিকচাঁদ দেখতে কেমন হবে তার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সংলাপ তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এই ছবিটি। এবারে প্রফেশর শঙ্কু করছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। তিনি বলেছেন, এটাও ছোটদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এই রকম ধরনের গ্রাম্য সরলতার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত চাপা অপুর চরিত্র অঙ্কন করাটা কতখানি কঠিন কাজ সেটা কিন্তু তিনি সফলভাবে ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আসলে সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিকারক বেঁচে থাকেন। 'হীরক রাজার দেশে' আরও বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। 'হীরক রাজার দেশে' ছোটদের জন্য ছবি হলেও তার মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে বানচাল করে দেওয়ার রাজনৈতিক চক্রান্ত প্রকাশিত। তবে হীরক রাজা দেশের গল্পকে এমনভাবে পরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রকাশ করেন তার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আক্ষেপ ছিল।

'বাঙালিয়ানাকে সামনে রেখেই উত্তম-সুচিত্রা জুটি

পায়েল সেনগুপ্ত

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব... কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্যি নয় তাঁদের ক্ষেত্রে। তাঁরা রূপেও ভুলিয়েছেন, ভাল বাসাতেও। দুই নারী ভুলিয়েছেন তাঁদের মধ্যবর্তী পুরুষকে, বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমী এবং দর্শকদের। উত্তমকুমারের জীবনের এই দুই নারী সুচিত্রা এবং সুপ্রিয়া তাঁর প্রধান নায়িকাদের দুজন, যাঁদের সঙ্গে শুধু পর্দা নয়, জীবনেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত মহানায়ক, দুজনের ক্ষেত্রে দু ভাবে। একজন তাঁর সবথেকে জনপ্রিয় সহঅভিনেতা এবং ব্যক্তিগত জীবনে নানা টানা পোড়েনের পরেও ভাল বন্ধু, অন্যজন সহভিনেতা এবং সহ ধর্মিনী। না, কোনও তুলনা হয় না কারও সঙ্গে কারও। মহানায়ক নিজেও সেই অযৌক্তিক কাজ করেন নি। কিন্তু আবেগ চিরকালই সমস্ত রকম যৌক্তিকতার বাইরে। বাঙালি দর্শকের সেই আবেগকে এমন তোলপাড় করেছিলেন এই ত্রয়ী, যে তাঁরা তুলনার মাপকাঠি উপেক্ষা করতে পারেননি।

উত্তম-সুচিত্রা না উত্তম-সুপ্রিয়া, চলচিত্র জগতে একাধিকবার উঠে এসেছে এই দ্বন্দ এবং চিত্র সমা লোচকদের পর্যবেক্ষণে উত্তম -সুপ্রিয়া তূল্যমূল্য বিচার পেলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে অন্যদের অনেকখানিই পিছনে ফেলে দিয়েছেন সুচিত্রা। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন আজও নাড়া দেয় বৈকি ! ভুবন ভোলানো হাসির নায়কের পাশে যদি কটাক্ষ বিমোহিনী চাহনিরই প্রয়োজন হবে, তবে তা তো দুজ নেরই ছিল। সুচিত্রা এবং সুপ্রিয়া দুজনেই সুন্দরী, অসম্ভব ভাল তাঁদের স্ক্রীন প্রেজেন্স, গ্ল্যামারে যে-কোনও নায়িকাকে পেছনে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল এঁদের এবং একমাত্র এই দুজনেরই। উত্তমকুমারের সঙ্গে অন-স্ক্রীন কেমিস্ট্রীর কথাও যদি ধরা যায়, সেখানেও কোনো অংশে ত্রুটি দেখা যায় নি।

উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেন জুটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে, ১৯৫৩ সালে। ছবিটা সেই অর্থে নায়ক -নায়িকার ছবি না হলেও রোমান্টিক জুটি হিসেবে বাঙালি দর্শকের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন তাঁরা। ঠিক এর পরেই 'ওরা থাকে ওধারে'-র মত রোমান্টিক কমেডি। আরও কয়েকটি ছবির পর এই জুটির সাবলীলতার উপর ভরসা করেই যখন 'অগ্নিপরীক্ষা' রিলিজ করে, ফিরে তাকাতে হয়নি উত্তম সুচিত্রাকে।

৯৫৮-৫৯ 'শাপমোচন', 'সাগরিকা', 'পথে হল দেরী', 'চন্দ্রনাথ', 'হারানো সুর', 'চাওয়া পাওয়া', 'শিল্পী', 'জীবনতৃষ্ণা'... এর পরে একের পর হিট ছবিতে উত্তম এবং সুচিত্রা যেভাবে অভিনয়ের জগতে শক্ত করে ফেলেছিলেন নিজেদের জমি, সেভাবেই বাঙালি দর্শকও খুঁজে পাচ্ছিল তাদের কল্পনার ভিস্যুয়ালাইজেশন। ফলে পর্দার বাস্তব আর জীবনের বাস্তব যে গুলিয়ে যেত তাঁদের, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উত্তম-সুচিত্রার ফ্যান ফলোয়ারদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়, বক্স অফিস সাফল্যে।

এই সময় চলচ্চিত্র জগতে সুপ্রিয়ার অস্তিত্ব তেমন জোরালো নয়। কেরিয়ারগ্রাফের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ১৯৫২তে সুপ্রিয়ার কেরিয়ারের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ছবি 'বসু পরিবার', যেখানে তিনি উত্তমকুমারের বোনের ভূমিকায়। এরপর 'আম্রপালি'-তে তাঁর নাম হলেও দীর্ঘ ব্যবধানের পর তাঁকে আমরা পাচ্ছি ১৯৫৮-তে, 'সোনার হরিণ' ছবিতে। ইতিমধ্যেই সুচি ত্রার সঙ্গে উত্তম যে সব ছবি করেছেন, তাতে তাঁরা রোমান্টিক জুটি হিসেবে বাঙালি দর্শকের মনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছেন, পর্দার রোমান্স কি হতে পারে, বাঙালি দর্শক সেটা বুঝে যান। 'সোনার হরিণ'-এর পর উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা রোমান্টিক ছবি 'শুন বরনারী'। কিন্তু সেটাও ১৯৬০। উত্তম-সুচিত্রা তখন মধ্যগগনে। ফলে রোমান্টিক জুটি হিসেবে উত্তম-সুচিত্রাকে কোনওরকম প্রতিযোগিতার মুখে ফেলার সুযোগ তৈরি করতে পারেনি উত্তম-সুপ্রিয়া জুটি। চলচ্চিত্র জগতে সুপ্রিয়ার আইডে ন্টিটি তৈরি হয়েছে ছয়ের দশকের গোড়ায়। সেখানে 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমল গান্ধার' বাদ দিলে বাকি সব উল্লেখযোগ্য ছবিতেই সুপ্রিয়া উত্তমের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

সুচিত্রা এবং সুপ্রিয়া দুজনের অভিনয় জীবনের সাফল্যের স্তম্ভ হিসেবে যদি উত্তমকুমার থাকেন, তাহলেও এ কথা বলতে হবে যে, সুপ্রিয়া বাণিজ্যিক ছবিতে অনেকখানিই উত্তমের ছায়ায় ঢাকা, যে ছায়া চলে আসার আশঙ্কা দেখা মাত্র সুচিত্রা সরে আসার চেষ্টা করেছেন। তৈরি হয়েছে উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর নানা ধরণের বিরোধ ও বিতর্ক, কথা বন্ধ, কাজ বন্ধ। আবার কার নাম পর্দায় আগে দেখানো হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন। কোনও সমান্তরাল বা অন্য রকম পরিচালকের ব্যাকিং না পাওয়ায় বাণিজ্যিক ছবিতেই তখন নিজের আইডেন্টিটি তৈরি করতে মরিয়া সুচিত্রা সেন। সেখানে তাঁর নামের সঙ্গে উত্তমের নামটা জুড়ে থাকলেও তিনি একা লড়ে যেতে চাইছেন। 'দীপ জ্বেলে যাই', 'হসপিটাল', 'সাত পাকে বাঁধা'... এই ধরণের ছবিগুলি অনেকখানিই কেরিয়ারের দিক থেকে এগিয়ে দিয়েছিল সুচিত্রাকে। বিতর্কের আঁচ লাগা অভিনেতাদের মধ্যে।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ভুয়ো প্রবেশপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের স্লোগান 'মিট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড অব সিনেমা'। এই স্লোগানকে সামনে রেখেই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি অতি মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত। যদিও প্রতি

বছরই বইগুলিকে অসাধারণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এবারে বইটির ভূমিকায় লেখায় হয়েছে "What is cinema, if not piece of cake? it takes some key ingredients, each indispensable, mixed together in just the right proportion and baked for just the right amount of time to create something magical that delights the senses and leaves one carving more. Enjoyed by the people all around the world, coming in a variety of flavours to suit teste of one and all, every bite of it must be svoured to immerse in its true magic, that unfolds layer after layer to reveal something new, someting that transports one to a new dimension, evokes in them thoughts and emotions, and and gives them something to marvel at.Well, if all this does not make one ponder over the verity of phrase 'a piece of cake' then let us at KIFF tell you that cinema, our piece cake as we know it, is only as simple as life itself.'' কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসব জমে গেছে। সাড়া পড়ে গিয়েছে চলচ্চিত্র প্রেমিক মহলে। সত্যিই তো সিনেমার কোনও বাঁধন থাকে না।

সোমবারও রবিবারের মতো বড় ধরনের ভীড় না হলেও তবু নন্দন-রবীন্দ্রসদন চত্বরে উৎসাহে ভাটা পড়েনি। ৩১তম 'কিফ'-এ সোমবারও সিনেপ্রেমীরা ভিড় জমিয়েছিলেন। তবে উৎসবের জাঁকজমকের মাঝেই একটি অন ভিপ্রেত ঘটনার খবর পাওয়া গেল। ধরা পড়ল ৩৫৭টি ভুয়ো কার্ড। যার ফলে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন নন্দনের অধিকর্তা শর্মিষ্ঠা বন্দ্যো পাধ্যায় এবং ফেস্টিভ্যালের কোঅর্ডিনেটর প্রদীপকুমার সরকার। শর্মিষ্ঠা ম্যাডাম জানান, রোজ প্রচুর মানুষ আসছেন সিনেমা দেখতে, তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করতে। তাঁদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। এর মধ্যেই অনেক মানুষ জাল কার্ড নিয়ে ঢুকে পড়ছেন। যেখানে 'ফ্রি পাস' দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কেন আবার কার্ড জাল হচ্ছে? এই বিষয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। পুলিশকেও এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। তাঁরা খতিয়ে দেখবেন এই বিষয়টা। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষের আবেদন, অবৈধ কার্ডের সঙ্গে যুক্ত হবেন না। মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাঁদের এই অনুরোধ। বাজেয়াপ্ত করা কার্ডের মধ্যে ভুয়ো প্রেস কার্ড, গেস্ট কার্ডও রয়েছে।

৩১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কার্ড জাল করার অভিযোগ উঠেছে। উৎসবের ডিরেক্টর শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী জানিয়েছেন, উৎসবের প্রথম দু দিনেই ৩৫৭ টি জাল কার্ড উদ্ধার করার পর বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। এর পরই আজ জরুরী ভিত্তিতে সাংবাদিক বৈঠক করে উৎসব কর্তৃপক্ষ। সেখানে কোঅর্ডিনেটর প্রদীপ কুমার সরকার, প্রতিদিন আগত দর্শকদের কোনও রকম জালিয়াতির প্ররোচনায় পা না দেওয়ার অনুরোধ জানান। কে কোন উদ্দেশ্যে এরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি।

এদিকে, আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সিনেমার ভবিষ্যৎ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তা বিশিষ্ট পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন বলেন, নতুন টেকনোলজিকে সঙ্গে নেই এগিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞানী এবং পরিচালক বেদব্রত পাইন বলেন, এ আই কে একটি টুল হিসেবে বা বন্ধু হিসেবে নেওয়া যেতেই পারে, তবে সে যাতে নির্দেশক না হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব নেওয়া মানুষের কাজ।

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কি 'পথভোলা'দের 'ঘর'-এ ফেরাচ্ছে? বাংলা বিনো দন দুনিয়ার যাঁরা নানা কারণে শাসকদলের বিরাগভাজন হয়ে ছিলেন তাঁদের অনেককেই এ বারের উৎসব প্রাঙ্গণে দেখা মিলেছে। যেমন, পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, অভিনেতা-পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। গত সোমবার, উৎসবের পঞ্চম দিনে রাজা চন্দ পরিচালিত 'হালুম' ছবির সাংবাদিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। এই ছবিতে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'লীলাময়ী'। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ জানানোর ফলে তাঁর নাটক, ছবি সরকারি মঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ পাচ্ছে না বলে শোনা গিয়েছিল।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, এমনটাই সবাই জানেন। সেই উৎসব প্রাঙ্গণে সুদীপ্তা। শাসকদলের সঙ্গে এ বার কি দূরত্ব ঘুচবে? প্রশ্ন করেছিল আনন্দবাজার ডট কম। উৎসব বা বিনোদনমঞ্চের সঙ্গে কোনও বিরোধ কোনও দিনই ছিল না। ছিল না দূরত্বও। গত বার, আরজি-কাণ্ডের পরেও আমার তিনটি ছবি দেখানো হয়েছিল।দ কিন্তু তাঁকে তো সাংবাদিক বৈঠকে দেখা যায়নি। এটাও শোনা গিয়ে ছিল, সরকারি কোপে কাজ পাচ্ছেন না অভিনেত্রী। সুদীপ্তার কথায়, কাজ পাচ্ছিলাম না, এ তথ্য ঠিক নয়। একটু থেমে যোগ করছেন, গত বার উৎসবে ছবি দেখানোর পরেও আমি ব্রাত্য। **ছবি ঃ সৌরভ দত্ত**

সত্যজিৎ রায়ের 'ইনার আই'-এর শিল্পী বিনোদবিহারী

প্রতিমা দত্ত

জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেও শান্তি নিকেতন সমাজের বাইরে কেউ আর বিনোদ বিহারী মুখো পাধ্যায়কে বিশেষ চেনেনি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে করা তথ্যচিত্র 'ইনার আই' তৈরির অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন সত্যজিৎ, তাঁর 'বিনোদদা' প্রবন্ধে। বিস্তীর্ণ খোয়াইয়ের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে থাকা একটি তালগাছের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে নিতে বলেছিলেন ছাত্র সত্যজিৎ রায়কে। 'খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই আর তাতে একটা সলিটারি তালগাছ। ব্যস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার, ওটাই আমি।' এই একাকিত্ব ছিল বিনোদ বিহারীর 'ক্রিয়েটিভ রেক্লুজ'। যা শিল্পীর নিজের কথায়, 'আমি নির্লজ্জের মতো সারাটা জীবন কাগজের ওপর রঙ লেপ্টেই কাটালাম। আসল কথা, আমার স্বভাব এমন যে কোনো সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনি। পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের ইতিহাস তৈরি হয়েছে আমার চোখের সামনে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটেছে; এর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার ছিল না। এ বিষয়ে কোনো ছবিও আমি করিনি। শিল্পী জীবনের পরাকাষ্ঠাই আমার চিরদিনের লক্ষ্য। আমি নিজেকে জানতে চেয়েছি এবং সেই জানার জন্যই অন্যকে জানতে চেষ্টা করেছি। আমি সাধারণের একজন, একথা আমি কখনো ভুলিনি।'

জন্ম থেকেই চোখের সমস্যায় কষ্ট পেতেন তিনি। তা সত্ত্বেও দমে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না।

১৯০৪ সালে কলকাতার বেহালা অঞ্চলে জন্ম হয়েছিল তাঁর। ছয় ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো ছিলেন বিনোদবিহারী। আর ছিলেন বোন শৈল। শিল্প-সংস্কৃতি-ছবি আঁকার চর্চা ছিল বাড়িতে। কলকাতার একাধিক স্কুলে ভর্তি হন বিনোদবিহারী , সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, মডার্ন ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্ম বয়েজ। কিন্তু, খাপ খাওয়াতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত দাদা বনবিহারীর উদ্যোগে কালীমোহন ঘোষ তাঁকে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে, শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিকিৎসার খোঁজ নিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন- 'আমার লেখা পড়েছ? বিনোদবিহারী উত্তর দিয়েছিলেন- রবীন্দ্রনাথের লেখা তিনি পড়েছেন, পাশাপাশি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-ও পড়েছেন তিনি। জবাব শুনে অবাক হলেন রবীন্দ্রনাথ, খুশিও হলেন। শান্তিনিকেতনে বিনোদবিহারীর আশ্রমিক জীবন শুরু হল। শারীরিক অসুবিধের জন্য স্কুলের কিছু নিয়ম কানুন থেকে ছাড় পেয়েছিলেন তিনি। 'নাট্যঘর' আবাসে থাকতেন বিনোদবিহারী। সেখানকার গৃহ শিক্ষক জগদানন্দ রায় তখন 'পোকামাকড়' নামের এক বই লিখছিলেন। সেই বইয়ের ছবি এঁকে বিনোদবিহারী সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। তখন কলাভবন গড়ে উঠছে শান্তিনিকেতনে। কলা ভবনে প্রথম যে পাঁচজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিনোদবিহারী। অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের দুই কিংবদন্তি ছাত্র নন্দলাল বসু এবং অসিতকুমার হালদার এখানে পড়াতেন। বিনোদবিহারীর ভাবনাচিন্তা, ছবি আঁকার ধরন ছিল অন্যান্য পড়ুয়াদের থেকে আলাদা। তাঁর কাজ নন্দলালকে খুব একটা আকৃষ্ট না করলেও পরে মুগ্ধ করেছে।

যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রেলওয়ে সম্পদ রক্ষার জন্য উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১১ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং রেলওয়ে সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত রেলস্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। সাম্প্রতিক যাত্রী নিরাপত্তাজনিত কারণে, সমস্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ইউনিটে সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং জোন জুড়ে সংবেদনশীল এবং অসুরক্ষিত স্থানে অতিরিক্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। সুরক্ষা অভিযানে সহায়তা করার জন্য ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে এবং স্টেশন, রেলওয়ে প্রাঙ্গণ এবং ট্রেনে সন্দেহজনক কার্যকলাপ বিরোধী জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ জোরদার করা হয়েছে, স্টেশন প্রাঙ্গণ এবং প্ল্যাটফর্মগুলিতে সর্বক্ষণ নজরদারি করা হয়েছে। সন্দেহজনক কার্যকলাপ বা মালিকবিহীন বস্তু সনাক্ত এবং প্রতিরোধ করার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীরা কঠোর নজরদারি বজায় রাখছেন। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী সরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এবং অন্যান্য সুরক্ষা সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করছে যাতে নির্বিঘ্নে তথ্য আদান-প্রদান এবং প্রয়োজনে কার্যকর যৌথ পদক্ষেপ নিশ্চিত করা যায়। নিরাপত্তা তল্লাশির সময় যাত্রীদের রেল কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার এবং যেকোনো সন্দেহজনক জিনিস বা কার্যকলাপ দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বা রেলওয়ে কর্মীদের কাছে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে ভ্রমণকারী সকল যাত্রীর সুরক্ষা এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দিল্লি বিস্ফোরণ থেকে এসআইআর ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি স্নেহাশীষ চক্রবর্তীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ নভেম্বর ঃ এসআইআর প্রকল্পের বিরোধিতা ও দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহর বর্ধমানে আয়োজিত মহা মিছিল ও পথসভায় উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা শহর। এদিন বর্ধমান বড় পুলিশ লাইন থেকে মিছিল শুরু হয়ে কার্জন গেট পর্যন্ত যায়। মিছিল শেষে কার্জন গেটে আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ শর্মিলা সরকার, জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, সহসভাপতি গার্গি নাহা, রাজ্য আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশিথ মালিক, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার প্রমুখ। দলের দাবি, প্রায় পঞ্চাশ হাজার তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক এই মিছিলে অংশ নেন। বিজেপি বিদায় দাও, তৃণমূলের হাত শক্ত করো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা শহর। জনসমাগমে বর্ধমান শহরের রাস্তায় যান চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি সামলাতে সচেষ্ট ছিল। সভামঞ্চ থেকে স্নেহাশীষ চক্রবর্তী বলেন, এসআইআর নিয়ে জঘন্য রাজনীতি করছে বিজেপি। সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আজ রাজ্যজুড়ে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা কোনও অবস্থাতেই প্রকৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেব না। দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, দিল্লির ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা গভীর শোকপ্রকাশ করছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন একটাই - সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? প্রধানমন্ত্রী নোটবন্দির সময় বলেছিলেন সন্ত্রাসবাদ দমন ও কালো টাকা উদ্ধার করবেন, কিন্তু কিছুই হয়নি। পুলওয়ামা থেকে শুরু করে একের পর এক হামলায় আমাদের সৈনিক ও সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলে বলেন, যে সরকার দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, সেই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আর পদে থাকার অধিকার নেই। রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক সভার পরেই তৃণমূলের এই জনসমাবেশ দলীয় শক্তির প্রদর্শন। বিশ্লেষকদের মতে, বর্ধমানের এই মিছিল বুঝিয়ে দিল তৃণমূলের সংগঠন এখনো মজবুত। এসআইআর ইস্যুতে বিজেপিকে রুখতে রাজ্যজুড়ে আরও জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সমস্যা সমাধানে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা চুঁচুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১১ নভেম্বর ঃ হুগলি জেলা প্রশাসন এবং ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ দপ্তরের সহযোগিতায় এদিন হুগলির চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হলো সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য শিল্প উদ্যোক্তা, সরকারি সংস্থা, ব্যাংক এবং পরিষেবা সংস্থাগুলির মধ্যে একান্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান, এবং ব্যবসা প্রসারে সহায়তা করা। এই উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করে রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এই ধরনের কর্মসূচি রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন কারণ এই শিল্পের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ ও শক্তিশালী হবে। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে হুগলি জেলার দিল্লি রোড, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, অহল্যাবাই রোড, তারকেশ্বর রোড এবং ধনিয়াখালীর ২৩ নম্বর রোডের উভয় পাশে একাধিক ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে যেটা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক আশার আলো দেখাচ্ছে শিল্প মহলে। এরই পাশাপাশি নতুন শিল্প গঠনে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন উদ্যোক্তারা সেগুলি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের রাস্তা খুঁজতে এই প্রকার আলোচনা সভা যথেষ্ট সহযোগী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হুগলির জেলা শাসক, সিপি চন্দননগর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দিল্লি বিস্ফোরণের পর কাঁপছে উত্তরবঙ্গ! হাই অ্যালার্ট 'চিকেনস নেক'-এ, তৎপর বিএসএফ-এসএসবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১১ নভেম্বর ঃ সোমবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দিল্লি। লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ঘটে এই মর্মান্তিক বিস্ফোরণ। ঘটনার পরই বাংলা-সহ দেশের সমস্ত রাজ্যে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্তে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোর। রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড ও জনবহুল এলাকাগুলিতে চলছে তল্লাশি অভিযান, এমনকি স্থানীয় হোটেলগুলিতেও নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব বলেন, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। বিএসএফ এবং এসএসবি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রত্যেক জেলায় নাকা তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, শহরের প্রতিটি হোটেলে তল্লাশি চলছে। বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশনেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিমানবন্দরেও সিআইএসএফ নজরদারি বাড়িয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, বরাবরই জঙ্গিদের সফট টার্গেটে 'চিকেনস নেক'। এখানেই রয়েছে নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান সীমান্ত। পাশাপাশি রয়েছে বিহার, সিকিম ও অসম সীমানা। তাই ঝুঁকি এড়াতে দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর শিলিগুড়িতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। চলছে নাকা তল্লাশি। সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। কারণ, চিকেনস নেক উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ। দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরই এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ফুলবাড়ি সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সর্দারপাড়া, ধদাগছ, জুমাগছ, লক্ষ্মীস্থান, ভুরিভিটা, নারায়ণজোতের মতো বারোটি গ্রাম রয়েছে। সেখানে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের বসবাস। সেখানে বিএসএফের তরফে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরের পাঁচ জেলায় প্রায় চার হাজার কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা। এখানে নজরদারি চালাচ্ছে চার সেক্টরের ১৮টি বিএসএফ ব্যাটেলিয়ন। ভারত-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। এসএসবির তরফেও দেশের সুরক্ষায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে। চলছে বিশেষ নজরদারি।

বুধবারের 'পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন হাওড়া জেলা শিক্ষা শিবির- এর খবরে বালি জগাছা ব্লকের বেশ কিছু নাম অনিচ্ছাকৃতভাবে ছাপা হয়ে গেছে এর জন্য আমরা দু ঃখিত।

লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ ৩ মাস, বিডিও অফিসে স্মারকলিপি ঘিরে রণক্ষেত্র ময়না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ময়না, ১১ নভেম্বর ঃ তিন মাস ধরে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ থাকায় উত্তাল পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না। প্রায় ১২ হাজার মহিলার ভাতা বন্ধ থাকায় মঙ্গলবার তমলুক জেলা বিজেপির নেতৃত্বে প্রায় ৩ হাজার মহিলা ঝাঁটা হাতে ময়না বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দিতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ। বিডিও অফিসের গেট বন্ধ করে মোতায়েন ছিল ময়না থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গেট ভেঙে অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। হাতাহাতিতে জখম হন কয়েকজন মহিলা। কারও মাথায়, কারও কপালে আঘাত লাগে বলে জানা গেছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাঁদের দাবি, দ্রুত ভাতা চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন। অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, গরিব মহিলাদের প্রাপ্য টাকার দাবিতেই আন্দোলন, প্রশাসন জোর করে দমন করতে চাইছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু না হলে আগামী দিনে জেলাশাসকের দফতর ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

নতুন প্রযুক্তি, চলবে চালকবিহীন ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ দেশের প্রথম মেট্রো রেল পরিষেবা কলকাতা আরও একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাক্ষী হতে চলেছে। ১৯৮৪ সালে চালু হওয়া কলকাতা মেট্রো বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী মাইলফলক স্থাপন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো লাইন তৈরি থেকে শুরু করে দেশের গভীরতম স্টেশন তৈরি। আর এবার সেই মেট্রোয় রীতিমতো বিপ্লব। চালক ছাড়াই ছুটবে ট্রেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত অর্থা কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে চালক ছাড়া চলবে মেট্রো। এবার সিবিটিসি সিগন্যাল ব্যবস্থা বসতে চলেছে ব্লু লাইনে। সেই কাজের জন্যে ৪৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। চলতি বছরেই এই আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই কাজ সম্পন্ন হবে। বর্তমানে কলকাতা মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ লাইনে ৬ মিনিট অন্তর একটি ট্রেন চলে। সেই সময়ের ব্যবধান কমিয়ে এবার ২ মিনিট করতে চাইছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তাই অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন সিস্টেমের উপর জোর দিচ্ছে মেট্রো। কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল বা সিগন্যালিং সিস্টেম হল এমন একটি ব্যবস্থা যা চালু হলে তবেই চালকহীন মেট্রো চলা সম্ভব। এই সিগন্যাল ব্যবস্থায় একজন ট্রেন অ্যাটেন্ডেন্টের প্রয়োজন হয়। আধিকারিকরা বলেন, ব্লু লাইনে এই নতুন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে তিন থেকে চার বছর সময় লাগতে পারে। প্রসঙ্গত, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে আগেই চালু হয়েছে চালকবিহীন ট্রেন। আর এবার কলকাতাতেও সেই ট্রেন চালু করার উদ্যোগ নিল রেল।

ডেঙ্গির প্রকোপ রুখতে গাপ্পির চারা ছাড়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১১ নভেম্বর ঃ ডেঙ্গির প্রকোপ রুখতে গাপ্পির চারা ছাড়া হচ্ছে শহরতলীতে। জানা গেছে, ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে রাজ্যের প্রথম ১০টি জেলার মধ্যে ছয়টিই এখন কলকাতা শহর লাগোয়া ছয় জেলা। ফলে সেখানে ডেঙ্গির লার্ভা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শহরতলীর একাধিক খাল এবং জলাশয় চিহ্নিত করে ডেঙ্গির লার্ভা নষ্ট করতে ছাড়া হচ্ছে গাপ্পি মাছ। মহেশতলা পৌরসভার তরফ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডেই এই গাপ্পি মাছ ছাড়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন নর্দমা বা ড্রেনে লার্ভিসাইড অয়েল স্প্রে করা থেকে শুরু করে একাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অভিনব উদ্যোগ, বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১১ নভেম্বর ঃ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে জঙ্গলমহল পুরুলিয়া। জেলায় রয়েছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতাল। দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা চিকিৎসা করাতে আসেন এখানে। এমনকি ভিন রাজ্যের বহু মানুষের ভরসা পুরুলিয়া। তবে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় গ্রামাঞ্চল থেকে আসা রোগীরা অক্সিজেন কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। চড়া দামে অক্সিজেন কিনতে হয় অনেক সময়েই। তাই তাদের কথা চিন্তা করে এক অভিনব উদ্যোগ নিল পুরুলিয়া জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। যুব তৃণমূল 'নিশ্বাস' নামক একটি পরিষেবা চালু করল। যেখানে জেলাজুড়ে মিলছে বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা। আপাতত ১০ টি ইউনিট নিয়ে তারা পথ চলা শুরু করেছে। খুলে দেওয়া হয়েছে দু'টি হেল্পলাইন নম্বর। এই হেল্পলাইন নম্বরে একটি ফোন করলেই মিলবে বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা। নম্বরটি হল - ৮০১৬৫২৪৭৭৩ এবং ৭৯০৮৫৫২৩০২। গরিব ও অসহায় মানুষরা যাতে অক্সিজেন জোগাড় করতে গিয়ে কোনও সমস্যার মধ্যে না পড়েন সেই কারণেই এই উদ্যোগ। এই বিষয়ে জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি গৌরব সিং বলেন, মানুষের পাশে থাকার জন্য আমরা বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা চালু করেছি জেলাজুড়ে। তিনি আরও বলেন, বহু ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় রাতের দিকে পুরুলিয়ার মানুষের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতিরিক্ত দামে অনেকেই অক্সিজেন কিনতে পারেন না। আবার অনেকেই জানেনও না কোথায় গেলে অক্সিজেন পাওয়া যাবে। তাই তাদের কথা চিন্তা করে দুটো টোল ফ্রি নম্বর আমরা চালু করেছি। সেখানে ফোন করলে অনায়াসেই অক্সিজেন পাওয়া যাবে। আপাতত পুরুলিয়া শহরে তাদের জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে এই অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকছে।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৮৬৮৫৯২, তারিখঃ ০৮.১১.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিজিবি, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** সার্ভিসের জন্য কাস্টম বিড-কাজের পরিধি অনুযায়ী লিলুয়া রেলওয়ে কলোনীর যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ। **সমরূপ ক্যাটেগরিঃ** (১) ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস-ফলাফল ভিত্তিক, (২) ক্লিনিং, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ সার্ভিস-ফলাফল ভিত্তিক। **অনুমিত বিড মূল্যঃ** ৩,৬০,৫৫,১০৮.৪৫ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ৩,৩০,২৮০ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস)ঃ** ৩৮। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ৩ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৯.১১.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৯.১১.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ১৮১ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডদাতা কর্তৃক আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চান? ঃ** হ্যাঁ (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময় স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে জমা দেওয়া নথিপত্রাদি লগ ইন করার পরে অন্যান্য বিডদাতাদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। **অটোমেটিক বিড এক্সটেনশন অকার্যকর করতে ন্যূনতম বিডের সংখ্যা প্রয়োজনঃ** ১। **দিনের সংখ্যা যার জন্য বিডের অটোএক্সটেনশন হবেঃ** ৭। **অটোএক্সটেনশনের গণনার সংখ্যা ঃ** ১। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** টু প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **দর বিন্যাস উল্লেখে আর্থিক নথিপত্র প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **আরবিট্রেশন ক্লজঃ** না। **মিডিয়েশন ক্লজঃ** না।

MISC-273/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ দুই ফেজে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরুকারী ট্রেন নং. ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি এবং ২৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩০টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (১)** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১বি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (২)** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১সি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট এবং ট্রেন নং. ১৩০৩৩/১৩০৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট।

HWH-390/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
IREL (India) Limited
(পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্টস লিমিটেড)
রেয়ার আর্থস্ ডিভিশন, কোচি, কেরালা,
ইমেলঃ purchase-red@irel.co.in
সিআইএনঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭
An ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 & ISO 45001:2018 Company

TEC HNOLOGIES FOR NEW INDIA@75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, রেয়ার আর্থস ডিভিশন, উদ্যোগমণ্ডল নিম্নলিখিত আইটেম / কাজের বিবরণের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেঃ

আইটেম / কাজের বিবরণ	সিপিপি পোর্টালে দরপত্রের প্রাপ্যতা
এইচপিআরই প্ল্যান্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান প্ল্যান্টের একীকরণের পাশাপাশি প্রক্রিয়া, যান্ত্রিক, সিভিল এবং বৈদ্যুতিক ও যন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম ও আনুষাঙ্গিকগুলির উৎপাদন, সরবরাহ, স্থাপন, পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং সহ সমস্ত কাঠামোগত এবং আনুষাঙ্গিক, সরবরাহ, স্থাপন।	১১.১১.২০২৫

বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি দেখুনঃ
www.irel.co./intender-information https://eprocure.gov.incppp

উপরের দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী / সম্প্রসারণ শুধুমাত্র উপরের ওয়েবসাইটগুলিতে হোস্ট করা হবে।

স্বা/-
তারিখঃ ০৮.১১.২০২৫ জিএম অ্যান্ড হেড, আরইডি

cbc48145/12/0007/2526

eTender Notice

1. Tender notice 387/SGP/15Th. CFC/UNTIED/2025-26 Dt:04.11.2025 Last Date of Bid Submission as on **29/11/25 upto 5 PM**

Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

OFFICE OF THE KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER CALL

Notice Inviting e-Tender No.**WB/HOW/KGP/NIET-08/25-26** of The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT,KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the 12(Twelve) different works.Bid Submission closing date (online)03/12/2025 at 4:30 P.M. Bid opening date for Technical Proposals(online) 05/12/2025 at 4:30 P.M. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Kharuberia Gram Panchayat

TENDER NOTICE

1.NIT-18/2025-26 Tender Id-2025_ZPHD_944432_1 to 3,
2.NIT-19/2025-26 Tender Id-2025_ZPHD_944732_1,
3. NIT- 20/2025-26 Tender Id-2025_ZPHD_944746_1 to 3,
4. NIT-21/2025-26 Tender Id-2025_ZPHD_944765_1 to 18,
5. NIT-22/2025-26 Tender Id-2025_ZPHD_944775_1 to 6
Dated-11/11/2025

Sd/- Nirman Sahayak
Chandi Gram Panchayat
Bishnupur-II Block, 24pgs(S)

Transfer of Power of Attorney

I, Ainal Sk, Father of Kanta Sk, caste-Muslim, profession- Cultivation, residing Vill-Nishchintapur, P.O. Durgapur, P.S.-Baharampore, District-Murshidabad, Pin No-742187, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare That I am an Indian citizen by birth. That Kalikrishna Chowdhury, Bimalendu Chowdhury, Asitendu Chowdhury, Amalendu Chowdhury, Smt. Pratibha Chatterjee, husband Of-2025 Shambhu Chatterjee, All Of father- Hemant Chowdhury, residing Vill-Saidabad, Post-Khagra, P.S.-Bahrampore, District- Murshidabad, PIN 742103, appointed as aftorneys (1) Namita Devi, husband Of Shishir Chowdhury, (2) Sujan Kumar Chowdhury. (3) Pujan Kumar Chowdhury (4) Niranjan Chowdhury (5) Preeti Ranjan Chowdhury (6) Bittamoy Chowdhury- All residing Vill-Saidabad, Post- Khagra, P.S.-Bahrampur, District- Murshidabad, Indian citizen-obtained power of attorney Deed No. IV-26 in the year 1992. 3. That I am swearing this affidavit for the purpose of that 1, Ainal Sheikh, have purchased a total of 17 Dec acres of property in District-Murshidabad, P.S.-Bahrampore, Mouza-27 Bahurul, L.R. Khatian No.-1618, 2003, L.R. Plot-3444 and 3445 from the said public officials on the basis of Sale Deed No. 6701 registered in the Baharampur Sub-Registry Office in the year 1992 and are currently recording it in the Baharampur B.L.&L..R.O. If anyone has any objection in this regard, he/she may object to the Baharampur B.L.& L.R.O. Office within 15 days of the publication of the notification.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-রিহ্যাব-এএসটিই-১-এইচডব্লুএইচ-২৫, তারিখঃ ১০.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-রিহ্যাব-এএসটিই-১-এইচডব্লুএইচ-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনের এএসটিই-১-হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিগন্যালিং অ্যাসেটের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সিগন্যালিং গিয়ারের রিহ্যাবিলিটেশন এবং উন্নয়ন। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২,০৭,২৭,৬৬৫.৪৯ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটিঃ** ২,৫৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৪৩ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৯.১১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

HWH-387/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/৩০_২০২৫/কে/৮৫৮; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫-এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরে উল্লিখিত টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
৩০_২০২৫	কাটিহার ডিভিশনের প্রধান ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনগুলিতে এসইবি পাওয়ার সাপ্লাই ফিডের সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা এবং যুক্ত/আনুষঙ্গিক কাজ।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **NinetyThree (93) nos**. works vide **E-NIT No:28/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 29/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 30/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026& 31/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, Dated-10/11/2025 & 11/11/2025** of Bandipur Gram Panchayat For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-22/APAS/BDO/2025-26

E - tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 12.00 PM of 29/11/2025** under APAS 2025-26.
For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Block Development officer
Joypur Development Block

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala

eNIT NO: 278/NGP/15th CFC/25-26. Dated: 11-11-2025

E-tender are invited online through https://wbtenders.gov.in by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 5 NOS OF SCHEME). Bid submission last date (online): 03/12/2025 at 14.00 hrs. Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121

e-TENDER
Date Extension Corrigendum

In continuation of the e-Tender Notice published vide NIT No. NIT 1896/BPM/N-201/2025, NIT 1897/BPM/N-202/2025, NIT 1898/BPM/N-203/2025, NIT 1899/BPM/N-204/2025, NIT 1900/BPM/N-205/2025, NIT 1901/BPM/N-206/2025, NIT 1902/BPM/N-207/2025, Date. It is hereby notified for information of all concerned that the date and time for submission and opening of tenders are hereby extended as follows: (Closing date-01/12/2025, 2.00 PM)(Opening Date- 03/12/2025 at 02.00 PM). For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

SD/- Chairperson
Buniadpur Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-5/BDO/25-26, **Dt.-10/11/2025** for 04 nos scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2025_ZPHD_944547_1 to 2025_ZPHD_944547_4 & One (1) Corrigendum Notice, Dt-11/11/2025**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৯ _২০২৫/কে/৮৫৭
তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেণ্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেণ্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
1	আরটি২৯_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/শেডে স্থিত ওয়াশিং/সিক লাইনে এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা।	টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

চ্যাম্পিয়ন কর্মাশিয়াল কোম্পানী লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ওয়েবসাইটঃ **www.championcommercial.in**, ইমেলঃ **mumbai@singhaniagroup.com** টেলিঃ + ৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
CIN :L519091NB1982PLCO34891

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধবর্ষ সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৫ পরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৭.৪৪	১৭০.৫৯	১২.৫০	১৭৮.০৩	৮১.২৯	১৮১.১৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১০৬.৬৫)	৫১.৭৫	(১২২.৪১)	(৫৪.৯০)	(১৯৭.৫৭)	(৩৬৫.২১)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১০৬.৬৫)	(৫১.৭৫)	(১২২.৪১)	(৫৪.৯০)	(১৯৭.৫৭)	(৩৬৫.২১)
৪	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৮৬.৪৭)	২৯.৫৫	(৯৫.৬৬)	৫৬.৯২	(১৬৭.৪০)	৩৪৬.১৯
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	(৮৫৯.১৭)	১,২৩২.৪৮	৩৯৭২৮	৩৭৩.৩২	৪৬৩.৭২	(৭৪৯.০০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) [চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য]	(৪২.২৩)	১৪.৭৭	(৪৭.৮৩)	(২৮.৪৬)	(৮৩.৭০)	(১৭৩.১০)

দ্রষ্টবঃ উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য উপরোক্ত ফলাফল SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধান অনুসারে কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষ থেকে,
স্বা /- গৌরব সিংহানিয়া
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এণ্ড সিইও
DIN - 01186568

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ১১।১১।২০২৫

জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর ঃ সূচনা১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্ট শুরু হওয়া জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি একটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্প , যা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা বাস্তবায়িত এই কর্মসূচি গ্রামীণ এবং শহুরে - উভয় এলাকায় পরিচালিত হয়, যা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি পূরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।এনএসএপি-এর আওতায় রয়েছে ঃ বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, পারিবারিক সুবিধা এবং অন্নপূর্ণা প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষ করে যেসব ভোক্তা বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের জন্য যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সুবিধা পাচ্ছেন না তাঁরা। এনএসএপি ৩.০৯ কোটি উপভোক্তাকে পরিষেবা প্রদান করে, যেখানে প্রতিটি রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য উপভোক্তার সংখ্যায় প্রকল্প-ভিত্তিক সর্বোচ্চ সীমা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে -ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীমের অধীনে ২২১ লক্ষ প্রবীণ ব্যক্তি, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল উইডো পেনশন স্কীমের অধীনে ৬৭ লক্ষ ভোক্তা, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ডিসেবিলিটি পেনশন স্কীমের অধীনে ৮.৩৩ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তা, ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কীমের অধীনে ৩.৫ লক্ষ, অন্নপূর্ণা স্কীমের অধীনে ৮.৩১ লক্ষ ভোক্তা। প্রবীণ ব্যক্তি, বিধবা এবং দিব্যাঙ্গজনদের সামাজিক সুরক্ষার প্রাথমিক স্তর প্রদান করা।নির্বাচন পদ্ধতিঃ বিভিন্ন এনএসএপি প্রকল্পের আওতায় যোগ্য সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।বিতরণ পদ্ধতিঃ সুবিধাগুলি ডিবিটির মাধ্যমে (৯৪) প্রদান করা হয়, অর্থাৎ ভোক্তার ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের সেভিংস অ্যাকাউন্ট অথবা পোস্টাল মানি অর্ডারের মাধ্যমে। যেসব চরম পরিস্থিতিতে উপভোক্তা পেনশন নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কপোস্ট অফিসে যেতে অক্ষম থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে বাড়িতে গিয়ে নগদ প্রদানও অনুমোদিত।পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি রাজ্য এবং কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যেকোনো রাজ্য সরকারের দপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের নমনীয়তা রয়েছে, তবে প্রতিটি রাজ্যকে বাস্তবায়ন তদারকি করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সঙ্গে সমন্বয় করতে রাজ্য স্তরে একজন প্রধান অধিকর্তা নিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি ত্রৈমাসিক শেষ হওয়ার পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত বিন্যাসে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা না দেওয়াকে অগ্রগতির অভাব হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং এর ফলে আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকের জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা বন্ধ হতে পারে। বর্তমানে এনএসএপি পাঁচটি উপপ্রকল্প নিয়ে গঠিতঃ ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীম ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল উইডো পেনশন স্কীম ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ডিসেবিলিটি পেনশন স্কীম ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কীম অন্নপূর্ণা স্কীম ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীম ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীম ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের প্রবীণ নাগরিকদের ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই প্রকল্পের আওতায়, ৬০ থেকে ৭৯ বছর বয়সী ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রতি মাসে ২০০ টাকা পান, আর যাদের বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি, তাঁদের প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে উৎসাহিত করা হয়, যাতে তারা কেন্দ্রীয় অংশের সমতুল্য বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ টপ-আপ অর্থাৎ অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে সহায়তা করে। এই অতিরিক্ত সহায়তা উপভোক্তারা যাতে যৌক্তিক এবং সম্মানজনক আয়ের স্তর পান, তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। বর্তমানে, বার্ধক্য ভাতার অংশে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি প্রতি মাসে ৫০ টাকা থেকে ৫৭০০ টাকা পর্যন্ত টপ-আপ প্রদান করে, যার ফলে অনেক রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গড়ে প্রায় ১১০০ টাকা পেনশন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল উইডো পেনশন স্কীম এই স্কীমের অধীনে, ৪০ থেকে ৭৯ বছর বয়সী যে সকল বিধবা মহিলা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্য হিসেবে ভারত সরকার দ্বারা চিহ্নিত, তাঁদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই বয়সসীমার প্রতিটি যোগ্য উপভোক্তা কেন্দ্রীয় সহায়তা হিসেবে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা পান। যে সমস্ত বিধবার বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি, তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণ হল, প্রতি মাসে ৫০০ টাকা, যা তাঁদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ডিসেবিলিটি পেনশন স্কীম ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ডিসেবিলিটি পেনশন স্কীমের অধীনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে মোট ২৪৩.৭৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ১৮ থেকে ৭৯ বছর বয়সী এমন ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যাদের গুরুতর বা একাধিক অক্ষমতা রয়েছে এবং যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্য। এই সুবিধাভোগীরা কেন্দ্রীয় সহায়তা হিসাবে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা পাওয়ার যোগ্য। যে সমস্ত ভোক্তার বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি, তাঁরা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা পান, যা তাঁদের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি সম্মানের সঙ্গে মেটানোর জন্য ধারাবাহিক আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করে।ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কীম এই প্রকল্পের অধীনে, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী কোনো পরিবারের প্রাথমিক উপার্জনকারী যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে মারা যান এবং তাঁর বয়স ১৮ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে হয়, তবে সেই পরিবারটি এককালীন আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হয়। এই ক্ষতির ফলে তাৎক্ষণিক আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য পরিবারটি ২০,০০০ টাকা সহায়তা হিসেবে পায়। অন্নপূর্ণা স্কীমএর অধীনে, যে সকল প্রবীণ নাগরিক ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীমের জন্য যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন না, তাঁদেরকে প্রতি মাসে ১০ কেজি খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। বাজেট বরাদ্দ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ৯,৬৫২ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য এনএসএপি-এর বিভিন্ন উৎপাদানের অধীনে বরাদ্দকৃত বাজেটঃএখন সম্ভাব্য সকল সুবিধাভোগীর বিস্তারিত তথ্য সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁদের নাম, ঠিকানা, পেনশন বিতরণের মাধ্যম। পছন্দের তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, আধার নম্বর এবং যেখানে যেখানে পাওয়া গেছে সেই মোবাইল নম্বরগুলিও।এনএসএপি-এর অধীনে এখনও পর্যন্ত মোট ২.৫ কোটিরও বেশি ভোক্তার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর লিঙ্ক করা হয়েছে, যা সুরক্ষিত এবং সরাসরি স্থানান্তর নিশ্চিত করছে। এই তথ্যগুলি www.nsap.nic.in ঠিকানায় অফিসিয়াল এনএসএপি পোর্টালে জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ রয়েছে।এই ডিজিটাল উদ্যোগটি নিশ্চিত করেছে যে, পেনশন যোগ্য ভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা হচ্ছে। আধার যাচাইকরণ এবং পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন ভুয়ো প্রবেশ দূর করতে এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে সাহায্য করছে।২০২৫ সালের ১৫ জুলাই মাননীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী এনএসএপি পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেশনের জন্য আধার-ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে।

Name Change

I, Priti Choudhary (old name) wife of Ajay Kumar Choudhary, residing at 37, Dr. Abani Dutta Road, Salkia, Howrah – 711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Preeti Choudhary (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 02/2025 dated 11/11/2025. Priti Choudhary and Preeti Choudhary both are same and one identical person.

Name Change

I, Ramaprasad Banerjee (old name) son of Kalidas Banerjee, residing at Dakshin Chatra, Baduria, Basirhat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743247, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rama Prasad Bandyopadhyay (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 11/11/2025. Ramaprasad Banerjee and Rama Prasad Bandyopadhyay both are same and one identical person.

Name Change

I, Nurbox Mandal (old name) son of Late Maolabaks Mandal, residing at Vill: Baikara, P.O - Haripukuria, P.S - Haringhata, Dist: Naida, Pin: 741257, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nurbaks Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 11/11/2025. Nurbox Mandal (old name) and Nurbaks Mandal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahabbat Sardar, S/o Jamat Sardar, resident of Vill. Purba Betberai Mathpara,, P.o - Hridaypur, P. s - Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin - 741123 do hereby declare that I have changed my name from Mahabbat Sardar to Mahabat Sardar and henceforth I shall be known as Mahabat Sardar in all purpose, vide affidavit No. 98 sworn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 07.11.2025. Mahabat Sardar and Mahabbat Sardar both are same and identical person

Name Change

I, RIJIA SARDAR W/O SAOKAT SARDAR Residing at Gholar Khal Par, P.O.-Atharobaki, District - South 24 Parganas, Pin - 743329, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RIJIYA SARDAR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 15, Dated 10-11-2025. RIJIA SARDAR and RIJIYA SARDAR both are same and identical person.

Name Change

I BAISAKHI MUKHERJEE SAHA and BAISHAKHI SAHA W/O SHUVANKAR SAHA , residing at Bithari Madhyapara, P.O-Bithari, P.S-Swarupnagar, North 24 Parganas-743286, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BAISHAKHI MUKHERJEE SAHA as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat, North 24 Parganas vide affidavit no. 6043 and dated 22/08/2025. BAISAKHI MUKHERJEE SAHA and BAISHAKHI SAHA and BAISHAKHI MUKHERJEE SAHA all are same and identical person.

Name Change

I, TUMPA RAY (Old Name) D/O ABHIMANYA ROY Residing at 104 Swamiji Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as TUMPA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 4, Dated 07-11-2025. TUMPA RAY (Old Name) and TUMPA ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I,MOMTAZ BIBI (OLD NAME) W/O MD MOSLEM ALI MOLLA , RESIDING AT, DAKSHIN GAZIPUR URIAPARA , P.O & P.S – POLERHAT ,S.24.PGS. PIN – 700135, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMATAJ BEGUM (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 11/11/2025 , MAMATAJ BEGUM (NEW NAME) AND MOMTAZ BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, AVIMANNA ROY (Old Name) S/O RADHESHYAM ROY Residing at 104 Swamiji Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABHIMANYA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 5, Dated 07-11-2025. AVIMANNA ROY (Old Name) and ABHIMANYA ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ananya Bandyopadhyay (old name) daughter of Rama Prasad Bandyopadhyay, residing at Dakshin Chatra, Baduria, Basirhat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743247, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ananya Banerjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 11/11/2025. Ananya Bandyopadhyay and Ananya Banerjee both are same and one identical person.

Name Change

I, ILIYAS MOLYA (OLD NAME) S/O MD MOSLEM ALI MOLLA , RESIDING AT, DAKSHIN GAZIPUR URIAPARA , P.O & P.S – POLERHAT , S.24.PGS. PIN – 700135, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ILIYAS MOLLA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 11/11/2025 , ILIYAS MOLLA (NEW NAME) AND ILIYAS MOLYA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, Muktara Khatun (Old name) D/o-Ajija Parvin, Resident at, Masimpur, Post Office Para, Kaliachak, Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Muktara Khatun to Muktara Bibi (New name) I shall be known as Muktara Bibi vide affidavit before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Muktara Bibi and Muktara Khatun same and one identical person.

Name Change

I Saban Bibi (Old name) W/o-Md Abdur Rahim Resident at, Vill-Sarulia, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, 742189, I have changed my name Saban Bibi to Sabana BIbi (New name) I shall be known as Sabana BIbi vide affidavit before the Notry at Berhampore on 03/11/2025 Sabana BIbi and Saban Bibi same and one identical person

Name Change

I, Ejaj Ali (Old name) S/o-Md Mohosen Ali, Resident at, Masimpur, Post Office Para, Kaliachak, Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Ejaj Ali to Ajaj Ali (New name) I shall be known as Ajaj Ali vide affidavit before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Ajaj Ali and Ejaj Ali same and one identical person.

Name Change

I, Md Mahasen Ali, Mohosen Ali (Old name) S/o-Haji Fujlur Rahaman, Resident at, Masimpur, Post Office Para, Kaliachak, Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Md Mahasen Ali, Mohosen Ali to Md Mohosen Ali (New name) I shall be known as Md Mohosen Ali vide affidavit before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Md Mohosen Ali and Md Mahasen Ali, Mohosen Ali same and one identical person.

Name Change

I, Torikul Islam Mondal(Old name), D/o-Ruma Bibi, Resident at, Vill-Kankuria, Po-Jarur, Raghunathganj, Murshidababad, West Bengal, Pin-742235. I have changed my name from Torikul Islam Mondal to Tarikul Mondal(New name), I shall be known as Tarikul Mondal vide Affidavit sworn before the Natory on 07/11/2025 Tarikul Mondal and Torikul Islam Mondal is same and one identical person.

Name Change

I, Sandhya Paul (Old Name) W/O-Asim Pal Vill-Banjetia Colony Paschim , PO-Banjetia , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Sandhya Paul to Sandhya Pal and henceforth I shall be known as Sandhya Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/11/2025. My name Sandhya Pal & Sandhya Paul both are same and one identical person.

Name Change

I, Kalimuddin (Old Name) S/O–Munuruddin Sekh resident of Vill-Gopalpur, Po-Bhagawangola , Ps- Bhagawangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742135 do hereby declared that I have changed my name from Kalimuddin to Kalimuddin Sk henceforth I shall be known as Kalimuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Kalimuddin Sk (new name) & (old name) Kalimuddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Jinarul Sekh (Old Name) S/O–Kabatulla Sekh residing at Vill-Bhatpara , PO-Bejpara , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Jinarul Sekh to Jinarul Sk and henceforth I shall be known as Jinarul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/11/2025. My name Jinarul Sk & Jinarul Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Jamsed Ali (Old Name) S/O– Jan Mohammad Mandal resident of Vill & Po-Rajapur , Ps-Raninagar- , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Jamsed Ali to Jamsed Ali Mondal and henceforth I shall be known as Jamsed Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/11 /2025. My name Jamsed Ali Mondal & Jamsed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Asim Paul (Old Name) S/O-Ajit Pal residing at Vill-Banjetia Colony Paschim , PO-Banjetia , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Asim Paul to Asim Pal and henceforth I shall be known as Asim Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/11/2025. My name Asim Pal & Asim Paul both are same and one identical person.

Name Change

I, Arindam Paul (Old Name) S/O-Asim Pal Vill-Banjetia Colony Paschim , PO-Banjetia , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Arindam Paul to Arindom Pal and henceforth I shall be known as Arindom Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/11/2025. My name Arindom Pal & Arindam Paul both are same and one identical person.

Name Change

I,MOMTAZ BIBI (OLD NAME) W/O MD MOSLEM ALI MOLLA , RESIDING AT, DAKSHIN GAZIPUR URIAPARA , P.O & P.S – POLERHAT ,S.24.PGS. PIN – 700135, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMATAJ BEGUM (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 11/11/2025 , MAMATAJ BEGUM (NEW NAME) AND MOMTAZ BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, Md chamad Mondal (old name) residing at Nowda, Durgapur, Chakdaha, Chakdaha, Dist-Nadia, Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD CHAMAD MONDAL to CHHAMAD ALI MONDAL and henceforth I shall be known as CHHAMAD ALI MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MD CHAMAD MONDAL and CHHAMAD ALI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Ismail Mondal (old name) residing at Nowda, Durgapur, Chakdaha, Chakdaha, Dist-Nadia , Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ISMAIL MONDAL to ISMAIL MONDAL and henceforth I shall be known as ISMAIL MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MD ISMAIL MONDAL and ISMAIL MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Arman Ali (old name) residing at Naldahari, Lalgola, Lalgola,Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMED ARMAN ALI to MD ARMAN ALI and henceforth I shall be known as MD ARMAN ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MOHAMMED ARMAN ALI and MD ARMAN ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, Feluyara Bibi (old name) residing at Gurudaspur, Beunchitala, Daulatabad, Dist- Murshidabad , Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FELUYARA BIBI to FELUJAN BIBI and henceforth I shall be known as FELUJAN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. FELUYARA BIBI and FELUJAN BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Morful Sk (old name) residing at Dakshim Mahadebnagar, Mahadebnagar , Farakka, Dist- Murshidabad , Pin-742232 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD MORFUL SK to MORFUL HOQUE and henceforth I shall be known as MORFUL HOQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/11/2025. MD MORFUL SK and MORFUL HOQUE both are same and one identical person.

Name Change

I, TUMPA RAY (Old Name) D/O ABHIMANYA ROY Residing at 104 Swamiji Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as TUMPA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 4, Dated 07-11-2025. TUMPA RAY (Old Name) and TUMPA ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, AVIMANNA ROY (Old Name) S/O RADHESHYAM ROY Residing at 104 Swamiji Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABHIMANYA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 5, Dated 07-11-2025. AVIMANNA ROY (Old Name) and ABHIMANYA ROY (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি বিউটি বেগম(BEAUTI BEGOM) পিতা সুকলাল মল্লিক স্বামী ইলিয়াস মণ্ডল ঠিকানা গ্রাম-বস্তে পোতা (BOSTE POTA) পোঃ-উন্টিয়া (UNTIA) পূর্ব বর্ধমান পিন ৭১৩৪২৬, বর্তমান ঠিকানা গ্রাম পোঃ দীর্ঘপাড়া (DIRGHAPARA) থানা-পূর্বস্থলী-পূর্ব বর্ধমান পিন-৭১৩৫১৫ Executive Magistrate at PURBA BARDHAMAN কোর্ট District &¹ Affidavit দ্বারা সুর্যোনা বিবি মণ্ডল (SURJANA BIBI MONDAL) - নামে পরিচিত হলাম। Affidavit NO-24.820 Dated 11-07-2025. BARDHAMAN বিউটি বেগম ও সুর্যোনা বিবি মণ্ডল একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Saikh Mahammad Rafique S/o Late Golam Mostafa residing at Solagori(Kuchpala), P.O.-Nagbal, P.S.-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305, India do hereby declare my mother's actual name Mos Rabiya Bibi instead of Rabeya Bibi, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Hooghly, Chinsurah on dated 06/11/2025. Rabeya Bibi and Mos Rabiya Bibi all are same and one identical person.

Name Change

I, Pratik Dilip Shah, Pratik Shah (Old Name) S/o Dilip A Shah Residing at 9, Khetra Das Lane, P.o - Bow Bazar, P.s - Bow Bazar, District - Kolkata, Pin - 700012, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Pratik D Shah (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Pratik Dilip Shah, Pratik Shah (Old Name) and Pratik D Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md. Moinuddin Ali Ansari S/o Md. Shaokat Ali Ansari residing at Bankra Purbo Mishra Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403, India do hereby declare my daughter's actual name SHABNAM NIGAR instead of SHABNAM NIGA and SABNAM NIGAR, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on dated 06/08/2025. SHABNAM NIGAR, SHABNAM NIGA and SABNAM NIGAR all are same and one identical person.

Name Change

I, Sehenara Bibi Khan (Old Name) W/o Sekh Munsur Ali Residing at Banskhanajalpai, P.o - Dakshinchak, District - East Medinipur, Pin - 721654, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sehenara Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Sehenara Bibi Khan (Old Name) and Sehenara Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Maitrayee Bhattacherjee (Old Name) W/o Santanu Bhattacharjee Residing at 11/50, Nagendra Nath Road, District - North 24 Parganas, Pin - 700028, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Maitrayee Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Maitrayee Bhattacherjee (Old Name) and Maitrayee Bhattacharjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Marefa Khatun (Old Name) W/o Samim Biswas Residing at Atghara Biswas Para, P.o - Rajarhat Gopalpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Marufa Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Marefa Khatun (Old Name) and Marufa Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Veena Arjandas (Old Name) W/o Arjan Bharwani Residing at Flat No - 4, 3 Mayfair Road, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Veena Arjan Bharwani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Veena Arjandas (Old Name) and Veena Arjan Bharwani (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Matiur Rahaman Shaikh (Old Name) S/o Shaikh Abdul Rahim Residing at Vill - Lalitageria, P.o - Chanserpur, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin - 721653, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sekh Matiur Rahaman (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Matiur Rahaman Shaikh (Old Name) and Sekh Matiur Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Dilip Amratlal Shah (Old Name) S/o Amratlal K Shah Residing at 9, Khetra Das Lane, P.o - Bow Bazar, P.s - Bow Bazar, District - Kolkata, Pin - 700012, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Dilip A Shah (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Dilip Amratlal Shah (Old Name) and Dilip A Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sumanta Roy (Old Name) S/o Ananta Roy Residing at Milan Pally, P.o - Sonarpur, P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700150, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Simanta Roy (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-11-2025. Sumanta Roy (Old Name) and Simanta Roy (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Idrish Mondal alias Idrish Ali Mondal (Old Name) S/o Israil Mondal Residing at Vtc - Karpurdanga, P.o - Begpur, District - Barddhaman, Pin - 713422, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Idrishali Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 61/2025 Dated 11-11-2025. Idrish Mondal, Idrish Ali Mondal (Old Name) and Idrishali Mondal (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rabin Jana (পুরাতন নাম) পিতা Gangaram Jana ঠিকানা Vill - Anandanagar, P.o - Anandanagar, P.s - Singur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 11-11-2025 এর Affidavit no 62/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabindranath Jana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabindranath Jana (নতুন নাম) ও Rabin Jana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sougat Jana, Sougota Jana (পুরাতন নাম) পিতা Rabindranath Jana ঠিকানা Vill - Anandanagar, P.o - Anandanagar, P.s - Singur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal India Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Hooghly at Chandannagar, Dated 10-11-2025 এর Affidavit no 6728 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sougata Jana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sougata Jana (নতুন নাম) ও Sougat Jana, Sougota Jana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

মাথা ভর্তি খুশকি? সমস্যা নিয়ে ৫ ভুল ধারণা ভাঙুন আজই

স্টাইলে চুলের যাচ্ছেতাই দশা? বিশেষ যত্ন না নিলে সর্বনাশ

শীতের শুরুতেই বাড়ছে খুশকির সমস্যা। তার ফলে মাথা চুলকানো, চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা নিমেষেই বেড়ে যায়। সমস্যায় পড়েন বহু মহিলা। সাধারণত ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং অপরিষ্কার মাথার ত্বকের ফলে এই সমস্যা বাড়ে। তবে খুশকি নিয়ে বেশ কিছু ভুল ধারণা রয়েছে প্রত্যেকের। সেগুলি আজই ভাঙা প্রয়োজন। নইলে চুলের সমস্যা বাড়তে পারে আরও।

অনেকেই মনে করেন, শ্যাম্পু করার পর ঠিকভাবে চুল না ধোওয়ার ফলে খুশকির সমস্যা দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, মোটেও তা নয়। আসলে খুশকি হল স্ক্যাল্প ফাঙ্গাস। এছাড়া আরও কিছু নয়।

কেউ কেউ মনে করে ত্বক বেশি শুষ্ক হলে খুশকির সমস্যা বাড়ে। মোটেও তা নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত তৈলাক্ত স্ক্যাল্পেও খুশকির সমস্যা দেখা দিতে পারে। যখন মাথায় তেল মাখা হয় কিংবা অপরিষ্কার চুলে খুশকির সমস্যা বাড়ে। মোটেও তা নয়। স্ক্যাল্প শুষ্ক হলেও এই সমস্যা গেখা দিতে পারে। অনেকে মনে করেন, খুশকি ছোঁয়াচে। তবে তা মোটেও নয়। কারণ, খুশকি হল স্ক্যাল্পের এক ধরনের জীবাণু সংক্রমণ। এছাড়া আর কিছুই নয়। কোনওভাবে তা সংক্রামক ব্যাধি নয়। খাদ্যাভ্যাস ঠিকঠাক না হওয়ার ফলে খুশকির সমস্যা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তা নয়। পুরোপুরি খাদ্যাভ্যাসের উপর খুশকি নির্ভর করে না। এছাড়া আরও নানা কারণ থাকে। চুলের স্বাস্থ্যোন্নতিতে স্বাস্থ্যকর খাবারদাবার খাওয়া উচিত।

স্টাইলে চুলের যাচ্ছেতাই দশা? বিশেষ যত্ন না নিলে সর্বনাশ

চুলের হরেকরকম স্টাইল। কেউ করেছেন স্ট্রেটনিং, তো কেউ করেছেন কার্ল। আবার

কখনও চটজলদি চুল শুকোতে হেয়ার ড্রায়ারের ব্যবহার। আবার তার উপর ঘোরাফেরার ফলে ধোঁয়া, ধুলো। সঙ্গে ঘাম। সবমিলিয়ে চুলের যাচ্ছেতাই দশা। শুষ্কতা, খুশকি, চুল পড়ার সমস্যায় জেরবার তন্বী। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে তাই পুজো মিটতে না মিটতেই নিন বিশেষ যত্ন। নইলে সর্বনাশ।

প্রথমেই ভালো করে চুলে শ্যাম্পু করুন। তার ফলে চুল থেকে তৈলাক্তভাব, ময়লা দূর হবে। মনে রাখবেন, স্ক্যাল্প স্বাস্থ্যকর না হলে চুলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন হলে চুলের গোড়া শক্তপোক্ত হয়। তাই চুল পড়া কমাতে ভাল করে মাসাজ করুন। তাতে পুজোয় দেদার ঘোরাফেরার ক্লান্তি দূর হবে। কমবে চুল পড়ার সমস্যা।

চুলের শুষ্কতা দূর করতে ব্যবহার করুন হেয়ার মাস্ক। তার ফলে চুলের গোড়ায় ভিটামিন, মিনারেল পৌঁছবে। আরও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হবে চুল। আচমকা ঝরে পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ৩০ মিনিট পর হেয়ার মাস্ক জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ঙ্কঞ্জড্ডঞ্চণণ হেয়ার মাস্ক ধুয়ে ফেলার পর স্টিম ট্রিটমেঃট করাতে পারেন। তাতে চুলের ডগা ফাটার সমস্যা দূর হবে। চুল নরম, মোলায়েম হবে। আর অবশ্যই কমবে চুল পড়ার সমস্যাও।

আর সবশেষে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। তাতে চুলে জট পড়ার সমস্যা কমবে। নরম এবং উজ্জ্বল দেখাবে। তাই দেরি না করে অবশ্যই চুলের যত্ন নিন। তাতে আবারও সু ঃদর চুল ফিরে পাওয়া সম্ভব।

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস -

কয়েকদিনে চুলে হিট কম ব্যবহার করুন। স্ট্রেটনিং, কার্লিংয়ের মতো স্টাইল না হয় কদিন পরেই হোক।

চুলে রাসায়নিক দিয়ে তৈরি রং ব্যবহার না করাই ভালো।

হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকনোর অভ্যাস সম্ভব হলে ত্যাগ করুন।

ঠোঁটে বেশি লিপবাম ব্যবহারের কী কী অসুবিধা রয়েছে জানেন?

শীত আসছে। আর শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের একটু বাড়তি যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে বইকি। মুখ ও শরীরের ত্বকের সঙ্গে ঠোঁটের যত্নেও বেশ কিছুটা নজর দিতে হয়। কিন্তু সেজন্য ঘন ঘন লিপবাম ব্যবহার করা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ মহল। বেশি লিপবাম ব্যবহারের কী কী অসুবিধা রয়েছে জানেন?বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মাঝেমাঝেই লিপবাম ব্যবহার করলে ঠোঁট হয়ে পড়ে আরও বেশি শুস্ক। তাই যখন প্রয়োজন তখনই শুধু লিপবাম ব্যবহার করুন। লিপ বাম নির্বাচনের সময় সচেতন হন। শিয়া বাটার ও কোকো বাটার সমৃদ্ধ লিপবাম আপনার ঠোঁটকে অনেকক্ষণ ধরে আদ্র রাখে। এবং শুষ্ক হওয়া থেকে আটকায় ও ঠোঁটের ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। তবে শুধু লিপবাম ব্যবহার করলেই হবে না। একইসঙ্গে ঠোঁটের রুক্ষতা দূর করতে সপ্তাহে এক বা দু'দিন সঠিক স্ক্রাবার দিয়ে ঠোঁটে স্ক্রাবিং করুন। এতে ঠোঁটের শুষ্কতা উধাও হবে এবং ঠোঁটের কোমলতা বজায় থাকবে।মুখ বা শরীরের মতো ঠোঁটের ত্বকেও ট্যান পরার সম্ভবনা থাকে। তাই চেষ্টা করুন এসপিএফ সমৃদ্ধ লিপবাম ব্যবহার করতে। এটি আপনার ঠোঁটের ত্বক ভালো রাখবে। সূর্যের প্রখর তাপ থেকেও রক্ষা করবে। ঘন ঘন ঠোঁট চাটেন? আপনার এই অভ্যাসও কিন্তু আপনার ঠোঁট মারাত্মকভাবে শুষ্ক করে দিতে পারে। তাই এই অভ্যাস পালটান।চেষ্টা করুন এসপিএফ যুক্ত লিপবাম ব্যবহার করতে। অতিবেগুনি রশ্মি ঠোঁটকে অত্যন্ত শুষ্ক করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, এর ফলে ঠোঁট কালো হয়ে যাওয়া, রোদে পু॥ে যাওয়ার মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। তাই এস্পিএফযুক্ত লিপবাম ব্যবহার করুন।

Name Change

I, MOSLEM MOLYA (OLD NAME) S/O LATE MD ROMJAN ALI MOLLA , RESIDING AT, DAKSHIN GAZIPUR URIAPARA , P.O & P.S – POLERHAT ,S.24.PGS. PIN – 700135, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MOSLEM ALI MOLLA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 11/11/2025 , MD MOSLEM ALI MOLLA (NEW NAME) AND MOSLEM MOLYA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

ঐতিহ্যবাহী 'পরব নাচ', সরকারি সহায়তায় খুশি জামবনির আদিবাসী গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ নভেম্বর ঃ সরকারি সহায়তায় খুশি জামবনির আদিবাসী গ্রামবাসী। কৃষিকাজের পাশাপাশি পরব নাচে জীবন্ত ঐতিহ্য। জঙ্গলঘেরা জনপদ,

মাঠে সবুজ ধানগাছ, আর তার মাঝেই পরিশ্রমী মানুষদের গ্রাম - শালবনী ও কেশপুরের সীমান্তবর্তী জামবনি। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে প্রায় প্রতিটি পরিবারই চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। অর্থশিক্ষিত হলেও এই গ্রামের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে সহজ-সরল জীবনযাপন করেন। তাদের জীবিকা যেমন কৃষিকাজ, তেমনই তাঁদের প্রাণের আনন্দের উৎস হল 'পরব নাচ'। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এক ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী নৃত্য। দিনভর মাঠে কাজ শেষ করে সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয় ঢোল, মাদল আর করতালের তালে নাচের উৎসব। পুরুষ ও মহিলা, তরুণ ও বৃদ্ধ - সবাই মিলে একসঙ্গে অংশ নেন এই আনন্দে। এই নাচ তাঁদের কাছে শুধু বিনোদন নয়, বরং সমাজের ঐক্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে জামবনির আদিবাসী পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রতি পরিবারে ১,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই সহায়তা পেয়ে গ্রামের মানুষরা আজও উচ্ছ্বসিত। স্থানীয় এক কৃষকের কথায়, তারা চাষ করে সংসার চালান। সরকারের এই সাহায্য তাদের জন্য খুব উপকারী। এতে বীজ, সার বা চাষের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনায় সুবিধা হবে। তাদের বক্তব্য, আমরা পরব নাচ করি, এই নাচ আমাদের ঐতিহ্য। সরকার যদি এই নাচের আয়োজনেও কিছু সাহায্য করে, তাহলে আমরা আরও উৎসাহ পাব। এই সহায়তা কর্মসূচির ফলে গ্রামের মানুষদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের মতে, এই ধরনের ছোট ছোট উদ্যোগ তাঁদের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে। এক সময় পরব নাচ ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু এখন আবার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেই আগ্রহ ফিরছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও গ্রামের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই সংস্কৃতি আজও টিকে আছে। রাজ্য সরকার প্রামীণ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছে। জামবনির মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেই প্রকল্পের সুফল পৌঁছে যাচ্ছে। জামবনি গ্রাম এক নবজাগরণের পথে। কৃষি নির্ভর জীবন ও ঐতিহ্যবাহী নাচের মেলবন্ধন যেন এক নতুন উদাহরণ তৈরি করেছে। পরিশ্রম, ঐক্য ও সংস্কৃতির শক্তিতে এগিয়ে চলেছে এই আদিবাসী অধ্যুষিত জনপদ। গ্রামের মানুষদের কণ্ঠে একটাই বার্তা - সরকার পাশে থাকলে, আমরা নিজের শক্তিতে এগিয়ে যেতে পারব।

উদ্ধার প্রচুর সকেট বোমা, আতঙ্ক

মিঠুন হালদার, রামপুরহাট, ১১ নভেম্বর ঃ গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীতে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় যখন সারাদেশ শিহরিত ঠিক সেই

পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালে জনবহুল এলাকা থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালো মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের হিকমপুর এবং জীবনগরের মাঝামাঝি এলাকায় মাঠের মধ্যে থেকে একাধিক তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করে বহরমপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে মাঠের পাশে জঙ্গলের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কাছে গিয়ে দেখেন, সেগুলি সকেট বোমা। সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়রা বিন্দুমাত্র দেরি না করে পুলিশের জারি করা হেল্পলাইন নম্বরে খবর দেন। খবর পাওয়া মাত্রই বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ দ্রুত গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে এবং আশেপাশের লোকজনকে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। বোমা উদ্ধারের পর তা নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। কে বা কারা, কী কারণে এই জনবহুল এলাকার কাছে মাঠে বোমা মজুত করে রেখেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনা কি কোনও বড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত, না কি স্থানীয় স্তরের কোনও গোলমালের জের, তা খতিয়ে দেখছে বহরমপুর থানার পুলিশ।

লোকালয়ে চিতার হামলা, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লোকালয়ে চিতাবাঘ। মঙ্গলবার ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন নম্বর গেটের কাছে শান্তিপুর এলাকায় চিতাবাঘটিকে দেখা যায়। একটি বাড়ির শৌচালয়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল চিতাবাঘটি। এক ব্যক্তি সেখানে যেতেই তার উপর হামলা করে। খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা এলাকায় পৌঁছন। আশপাশে চিতাবাঘটি লুকিয়ে রয়েছে বলে অনুমান বনকর্মীদের। জখম ব্যক্তির নাম অভিষেক প্রসাদ। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দা। আতঙ্কে বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়। বর্তমানে তিনি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর ক্ষত বেশ গুরুতর বলেই খবর। হামলার পরই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় চিতাবাঘ। তাই স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত স্থানীয়রা। বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। এই ঘটনার পর শিবমন্দির এলাকা প্রায় শুনশান, অনেক দোকানপাটও বন্ধ। এই এলাকায় চিতাবাঘ কোথা থেকে এল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও বহুবার শিলিগুড়ি শহরে চিতাবাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে শিবমন্দির এলাকাতেও চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। আবার নতুন করে চিতাবাঘ আনাগোনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা।

শহরে হাজির ডিজাইনার পোশাক নিয়ে সিকিম, অসমের ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ নভেম্বর ঃ হাড় কাঁপানো ঠান্ডার আগে মালদায় শীতবস্ত্রের পসরা নিয়ে হাজির তিব্বতিরা। শীতের মরশুমে পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে ভালবাসেন অনেকে। তবে সেই জায়গায় ঘোরার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ঠান্ডা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ শীতবস্ত্রের। তাই এবার শীতের মুখে জেলাবাসীকে পাহাড়ি এলাকার উন্নতমানের শীতবস্ত্রের জোগান দিতে মালদা শহরে বসেছে হিমালয়ান তিব্বতি উলেন মার্কেট। প্রতিবছরই শীতের মরশুমে প্রায় ৩ মাসের জন্য মালদায় দোকান সাজিয়ে বসেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে থাকা তিব্বতিরা। মালদা শহরের শুভঙ্কর শিশু উদ্যান সংলগ্ন বাঁধ রোড এলাকায় শীতবস্ত্রের এই বাজার রয়েছে। এক তিব্বতি শীতবস্ত্র বিক্রেতা জানান, শীতের মরশুমে প্রতি বছরই এখানে এসে শীতবস্ত্রের দোকান দিই। হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, অসম ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যের তিব্বতিরা এই বাজারে দোকান করি। এখানে প্রায় ১৬ টি দোকান রয়েছে। এই বছর ছোট থেকে বড়, সব ধরনের নিত্যনতুন পোশাকের কালেকশন রয়েছে। এক ক্রেতা জানালেন, প্রাপ্তবয়স্ক শহরে এসে শীতবস্ত্রের বাজার করে থাকি। প্রতি বছরই এই জায়গায় শীতবস্ত্রের বাজার বসে, তাই এখানে আসলাম। এই বাজারে একটা জিনিস ভাল লাগল, দর কষাকষি ছাড়াই সমস্ত দোকানে একদরের পোশাক রয়েছে। দাম হিসেবে ভাল মানের শীতবস্ত্র আছে। জেলার এই মার্কেটকে কেউ নেপালি মার্কেট বলেন, কেউ আবার বলেন ভুটিয়া মার্কেট। যদিও এই মার্কেট আসলে তিব্বতিদের মার্কেট। প্রতিবছরই জাঁকালো শীতের মুখে মালদায় এই শীতবস্ত্রের বাজার নিয়ে বসেন তাঁরা। এখানে চামড়ার জ্যাকেট, উলের সোয়েটার থেকে চাদর, শাল ইত্যাদি একাধিক রকম আধুনিক ডিজাইনের স্বল্প মূল্যের ও শীতবস্ত্র পাওয়া যায়।

দিল্লি বিস্ফোরণের জেরে দিঘায় কড়া নাকা চেকিং!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১১ নভেম্বর ঃ দিল্লির লালকেল্লার কাছেই বিস্ফোরণের ঘটনার পরে হাই এলার্ট জারি হয়েছে বাংলা-ওড়িশা সীমান্তবর্তী এলাকায়। রাজধানীতে বহু বছর পর 'দিল্লি হামলা'র মতো ঘটনার জেরে দিঘা-সীমান্তে সোমবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। প্রতিটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ির ভেতরে কী রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যাত্রীদের নাম, পরিচয়, তারা কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাচ্ছেন, সবকিছুই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। এমনকি যাত্রীবাহী বাসও বাদ যাচ্ছে না। গাড়ির নথিপত্র মিলিয়ে, ড্রাইভারের বাড়ি-ঠিকানা যাচাই করে নিশ্চিত করা হচ্ছে কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বস্তু সীমান্ত পেরোচ্ছে কিনা। লালকেল্লার অনতি দূরে মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের সামনে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে নেমে পড়ে উদ্ধারকারী দল। বহু বছর পর রাজধানীতে আত্মঘাতী হামলার মতো বিস্ফোরণ হওয়ায় দেশজুড়ে হাই এলার্ট জারি হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় একাধিক ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে বিস্ফোরণের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, 'ভয়াবহ বিস্ফোরণের খবরে আমি মর্মাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।' দিল্লির বিস্ফোরণ ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তবে সরকারি ভাবে এই ঘটনাকে এখনও সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘোষণা করা হয়নি। তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে এনএসজি, এনআইএ এবং ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞ দল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সবকিছু। এদিকে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। দিঘা বাংলা-ওড়িশা সীমান্তের সব প্রবেশপথে চলছে নাকা চেকিং। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ডাক টিকিট প্রদর্শনী বঙ্গোপেক্স শুরু ১৪ নভেম্বর

অরিজিত চক্রবর্তী, ১১ নভেম্বর ঃ শিশু কিশোরদের মোবাইল -আসক্তি থেকে দূরে রাখতে ডাক টিকিটের শখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের মুখ্য পোস্ট মাস্টার জেনারেল অশোক কুমার এমনটাই মনে করেন। তাঁর মতে নতুন প্রজন্মকে ভিডিও গেমস, সমাজ মাধ্যম ও মোবাইল স্ক্রীনের আসক্তি থেকে দূরে রাখতে ডাক টিকিট সংগ্রহের শখ বড় ভূমিকা নিতে পারে। এই শখ তাঁদের সৃজনশীল শক্তির বিকাশে সাহায্য করবে। মূলতঃ এই লক্ষ্য নিয়েই ডাক বিভাগের বাংলা সার্কেল বঙ্গোপেক্স ২৫ এর আয়োজন করেছে। আগামী ১৪ নভেম্বর রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এর সূচনা করবেন। চার দিনের এই প্রদর্শনীকে ঘিরে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রেখেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন। তাঁরা ডাক টিকিট সংগ্রহের শখকে উৎসাহিত করতেই এই আয়োজন। আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে অশোক কুমার আরো বলেন, দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, জন জীবন এবং তার বিবর্তনের ইতিহাস ডাক টিকিটের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বহু মানুষ তাঁদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য ডাক টিকিট সংগ্রহ করেন। এই ধরনের প্রদর্শনীতে ডাক টিকিট নিয়ে গবেষণাকারী, সংগ্রাহক, পড়ুয়া, ডাক প্রশাসন সবাইকে এক জায়গায় করে। যেখানে একজন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহটি মানুষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পান। এবারের প্রদর্শনীতে দেশ বিদেশের প্রায় ৪০০ টি বিরল ডাক টিকিট প্রদর্শিত হবে। ব্যক্তিগতভাবে ডাক টিকিট সংগ্রহ করে যাঁরা দেশে - বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন তেমন ৭১ জন সংগ্রাহক ডাক বিভাগের আমন্ত্রণে এবার প্রদর্শনীতে যোগ দেবেন। প্রদর্শনী কে কেন্দ্র করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকো, কুইজ, চিঠি লেখা প্রতিযোগিতা ও ডাক টিকিট সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পোস্ট মাস্টার জেনারেল (মেল) সুপ্রিয় ঘোষ জানান, চারদিনের প্রদর্শনীতে ৮ টি বিশেষ ডাক টিকিট ও তিনটি পিকচার পোস্টে কার্ড প্রকাশ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে নেতাজির দুর্গা পুজো, বাংলার কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দেবকী বসু, বাসু চ্যাটার্জি প্রমুখকে নিয়ে স্পেশাল কভার, বাংলার নবজাগরণ, বাংলার দিকপাল সঙ্গীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র প্রমুখকে নিয়ে বিশেষ ডাক টিকিট, বাংলার কৌতুক অভিনেতাদের নিয়ে স্মারক টিকিট এবং বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথের জন্ম শতবর্ষ ও জাদুকর পিসি সরকার (সিনিয়র) কে নিয়ে বিশেষ ডাক টিকিট প্রকাশ করা হবে। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' ছড়াকে নিয়ে প্রকাশিত হবে ৮ টি রঙিন পোস্ট কার্ড। প্রদর্শনী চলবে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রবেশ অবাধ। সাংবাদিক বৈঠকে ডাক কর্তা ঋজু গাঙ্গুলি উপস্থিত ছিলেন।

হস্টেল থেকে নিখোঁজ ছাত্র, সাত দিন পর হোম থেকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সবং, ১১ নভেম্বর ঃ মাস ছয়েক আগে স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ওই ছাত্র। স্কুলের পোশাক পরে থাকায় সন্দেহ হলে রাস্তা থেকে পুলিশ তাকে স্কুলে ফিরিয়ে দেয়। এবার তার খোঁজ পেতে সাত দিন কেটে গেল, কারণ হস্টেল কর্তৃপক্ষ এবং পরিবারের কেউই জানতেন না সে পালিয়েছে। ছুটিতে খড়াপুর-২ ব্লকে তার বাড়িতে গিয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্র। ২ নভেম্বর তার দিদি তাকে সবংয়ের হস্টেলে ভর্তি করিয়ে চলে যান। পুলিশের অনুমান, দিদি চলে যাওয়ার পর সে হস্টেলের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে যায়। শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, শীতের পোশাক পৌঁছে দিতে গেলে তার বাবা-মা জানতে পারেন, সে হস্টেলে ঢোকেনি। স্কুলের শিক্ষকদের পরামর্শে সবং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সোমবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিয়ে নিখোঁজ ছাত্রকে হোম থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রটি হস্টেল থেকে বেরিয়ে একটি টোটোতে চেপে পিংলার এগারো মাইলে পৌঁছায়। সেখান থেকে বাস ধরে বালিচক স্টেশন পৌঁছে ট্রেনে চেপে সোজা হাওড়ায়। সেখান থেকে চুঁচুড়ার দিকেও যায়। পরে হাজির হয় শিয়ালদহ স্টেশনে। শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে আরপিএফ ছেলেটিকে ধরে। তারপরে হোমে পাঠায়। এই ঘটনায় স্কুলের হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হস্টেলের অন্য ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করে ওই ছাত্রের বাবা জানতে পারেন, তারা একবার ছাত্রটিকে দেখেছিল। কিন্তু তারপরে কোথায় গিয়েছে কারও জানা নেই। ছাত্রের বাবা বলেন, 'হস্টেল সুপার জানান, আমার ছেলে হস্টেলেই আসেনি। কারণ, ভাইকে হস্টেলে দিয়ে এলেও নিয়ম জানা না থাকায় হাজিরা খাতায় সই করেনি মেয়ে। ফলে হস্টেল সুপার ভেবেছেন ছেলে বাড়িতেই রয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, আগের বার ওই ছাত্রটি স্কুলের এক ঘড়ি ভাঙার ঘটনায় ছাত্রদের মধ্যে অশান্তি হওয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। তবে এবার কেন পালিয়েছে, তা এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। পুলিশ ও পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, এ বার সে হস্টেলে ঢুকেই বেরিয়ে গেছে। এর ফলে মনে হচ্ছে, কারও সঙ্গে কোনো বিবাদ বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। হস্টেলের অন্যান্য ছাত্রদের কাছ থেকেও এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

বিজেপির বিএলএ-টু কর্মীকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১১ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুরে ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ। বিজেপির এক বিএলএ-টু কর্মীকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আহত বিজেপি কর্মীর নাম সুকুমার সিং। তিনি দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ৪০ নম্বর বুথের বিএলএ-টু। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, সোমবার রাতে ভোট সংক্রান্ত প্রস্তুতি বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার পথে সুকুমারের উপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। লাঠি ও রড দিয়ে বেধাক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ দলের পক্ষ থেকে। ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছে বিজেপি। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫০; তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ ইন্ডিয়ান কাস্টম ইয়ার্ডে আরই পরিবর্তনের অবশিষ্ট কাজের জন্য সিগন্যালের কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৪৫,৩৫,০৪২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৯০,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৮-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE GOCHHATI GRAM PANCHAYAT GOCHHATI:SONAKHALI: DASPUR

NOTICE INVITING E–TENDER

The separate tenders are invited by the undersigned for the 9(Nine)Nos. similar works. Source of Fund: 15th C.F.C (25-26). Last Date of downloading of documents (online) **02-12-2025 till 5.00 P.M.** Opening date of Technical & Financial Bid (online) **05-12-2025 from 3.00 P.M** onwards. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gochhati Gram Panchayat

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-ওয়ার্কস টেন্ডার নোটিশ নং.

০৬-টিএমসি-সিসি-এমজি-২০২৫-২৬ তারিখ ০৭.১১.২০২৫ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুরের ডিওয়াই-সিই / টিএমসি নিম্নলিখিত কাজের টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রম নং. ১, উন্মুক্ত দরপত্র নং / প্রদানের তারিখঃ ০৬-টিএমসি-সিসি-এমজি-২০২৫-২৬ ০১.১২.২০২৫ তারিখে নির্ধারিত, কাজের নামঃ ০১ নম্বর এমজি ক্যাম্পিং কোচের সংস্কার, বিবরণঃ এনআইটির তফসিল-এ, তফসিল-বি, তফসিল-সি এবং তফসিল-ডি অনুসারে ০১ নম্বর এমজি ক্যাম্পিং কোচের সংস্কার, প্রয়োজনীয় পরিমাণঃ এনআইটিতে সংযুক্ত তফসিল অনুসারে, কাজের স্থানঃ সাইটে কাজ করার জন্য, জাতিসংঘ বিভাগের এমএলএন-এনএনপি বিভাগ, কাজ সমাপ্তির সময়কালঃ ৯০ দিন, আনুমানিক দরপত্র মূল্যঃ ১৭,৯৭,৪৭১.০৬ টাকা, বকেয়া অর্থঃ ৩৬,০০০.০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য- ১.০ উপরোক্ত ই-ওয়ার্কস টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট http://ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দরপত্র খোলার নির্ধারিত তারিখে বিকাল ৩টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ২.০ ই-বিড ছাড়া অন্য কোনও দরপত্রের ক্ষেত্রে দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। এই উদ্দেশ্যে, বিক্রেতাদের আইটি আইন-২০০০ এর অধীনে সিসিএ কর্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় শ্রেণীর ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সহ IREPS ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত হতে হবে। ৩.০ আর্থিক হার পৃষ্ঠায় প্রবেশ করানো এবং যথাযথভাবে ডিজিটালভাবে স্বাক্ষরিত হারগুলি কেবল বিবেচনা করা হবে। বিক্রেতা কর্তৃক সংযুক্ত অন্য কোনও ফর্ম/ লেটার হেডে হার এবং অন্য কোনও আর্থিক সত্তা সরাসরি উপেক্ষা করা হবে এবং বিবেচনা করা হবে না। ৪.০ সংযুক্ত নথিপত্রের মূল অংশে দরপত্রদাতার স্বাক্ষর থাকতে হবে। ৫.০ অর্থ জমা দিতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। ৬.০ দরপত্র নথিতে উল্লেখিত দরপত্রের শর্ত থেকে বিচ্যুত আর্থিক শর্তাবলী উদ্ধৃতকারী দরদাতাদের আর্থিক মেয়াদে এর প্রভাব পরিমাপ করতে হবে এবং হিসাবপত্রটি খাঁটি নথির সাথে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে অফারের উপর এই ধরণের আর্থিক অবস্থার প্রভাব নির্ধারণ করা যায় .এবং অফারের আন্ত ঃ-পজিশন নির্ধারণ করা যায়। যদি দরপত্রদাতা আর্থিক প্রভাব পরিমাপ না করে এই ধরণের আর্থিক অবস্থা উদ্ধৃত করে, তাহলে এই ধরণের দরপত্র / অফারগুলি সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে, যার জন্য রেলওয়ে প্রশাসন কোনও চিঠিপত্র গ্রহণ করবে না। ৭.০ দরপত্রদাতাদের সম্পূর্ণ দরপত্র নথিটি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ৮.০ কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে IREPS-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১. সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী / টিএমসি II - 9794840222
২. এসএসই(টিএমসি) / এইচকিউ - 9794840293

সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী/ টিএমসি/ ১১, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর

CPRO/W-328

ট্রেনে দাহ্য জিনিস নিয়ে ভ্রমণ করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২২-২৫, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২২-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ স্থান সহ কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের অধীনে তালিতে আপ ডিডি লাইনের কমন লুপে রূপান্তর সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই কাজ। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ১,১৭,১২,৩৯৮ টাকা। বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ ২,০৮,৬০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ (আঠারো) মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৬.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার খোলাঃ টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

HWH-380/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-০৫এ/২৫-২৬, তারিখঃ ২৯.১০.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সুদৃঢ় আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-০৫এ/২৫-২৬। কাজের নামঃ কাঁচরাপাড়া বরোদা ব্রিজ সাপ্লাই পয়েন্ট ফিডারে ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর অপ্রচলিত পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ গ্রেড ৬.৬ কেভি থেকে ১১ কেভি-তে রূপান্তর। টেন্ডার অনুমিত ব্যয়ঃ ৫৭,১১,০৬৬.২৬ টাকা (জিএসটি এবং অন্যান্য কর/চার্জ সহ)। বায়না মূল্যঃ ১,১৪,২০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১২ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার ও নথিপত্রের সম্পূর্ণ এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে এবং সেখান থেকে পাওয়া যাবে। ২০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টের মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

MISC-269/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৯-২০২৫-২৬-আর-১, তারিখঃ ২৮.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৯-২০২৫-২৬-আর-১। কাজের নামঃ "শিয়ালদহ ডিভিসনে বন্ডিং এবং আর্থিং সিস্টেমের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই, পিএসআই এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২২,০৭,৩০১ টাকা। বায়না মূল্যঃ ২,১১,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য, সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। বন্ধের তারিখঃ ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-255/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। অনিতা ব্যানার্জী, স্বামী রনজিৎ ব্যানার্জী, ২। প্রসূন ব্যানার্জী, পিতা-রনজিৎ ব্যানার্জী, সাং ও পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া বিগত ইংরাজী-২৬.০৪.২০২৪ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০২৪৬১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা পারুল মাজি, স্বামী লক্ষণ মাজি দিগর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন দুইল্যা মৌজায় জে. এল. ৩৫ নং ভুক্ত, এল. আর. ৩৫১৪ নং খতিয়ানে এল. আর. ১৬৩৪ নং দাগে ডাঙ্গা ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ১৪ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির ০১ নং হইতে ০৩ নং বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী ২৬.১২.২০২৩ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৭১৮২ নং এবং ০৪ নং বিক্রেতা বিগত ইংরাজী ২৯.১১.২০২৩ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৬৫৮৯ নং আমমোক্তারনামা দ্বয় দলিল দ্বারা বিক্রেতাগনের পক্ষে মদন মোহন নন্দী, পিতা অধীর চন্দ্র নন্দী, সাং- ১৩ / ১ হরিপদ ভট্টাচার্য্য লেন, সাঁতরাগাছি, শিবপুর, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল, আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী দ্বয়ের নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

আমমোক্তারনামা

রুহুল আমিন সেখ, পিতা- মৃত নুর মহম্মদ সেখ, সাং- মালডোবা, পোঃ- রাজানগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২১ সালে Book-1, 6587 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) মানুয়ারা বিবি, ২) গ্যান্দো বিবি, ৩) উজলেফা বিবি, ৪) সুলতান সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ৯২ নং দফরপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৩৫৬৪, ৩৫৬৫, ৩৫৭০ নং দাগের এল. আর. ৩৮৬৭, ৩৮০১ নং খতিয়ানের ২৭.৩২৭ শতক সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সমরেশ পরামানিক, নিশা পরামানিক সাং. ও পো.- উত্তর ঝাঁপরদহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, অভিষেক ঘোষ নিযুক্ত আমমোক্তার সন্ন্যাসী ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৫৪/২০২২ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ৬৯৪০, নম্বর হাল দাগ ২৪১৬,২৪১৪ নং দাগে ০৩.৩০ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৮৫ /২০২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্তবিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. &.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ১৭০_২০২৫-২৬ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ এইএন/রামপুরহাটের অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে পাঁচ বছর সময়সীমার জন্য টার্ন-কি ভিত্তিতে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস্-এর প্যারামিটার অনুযায়ী ক্লোরিনেশন প্ল্যান্টের অ্যাপ্লিকেশন সহ পানীয় জলের ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের জন্য অবশিষ্ট কাজ। আনুমানিক ব্যয়ঃ ৬৪,৯৫,৯৭৯.৩০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,২৯,৯০০ টাকা। ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ১৭১_২০২৫-২৬ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ এইএন/বোলপুরের অধীনে এসএসই/ডব্লু/বোলপুরের শাখায় বর্তমান ক্লোরিনেশন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ। আনুমানিক ব্যয়ঃ ৭৪,৫৯,৯৬৫.৫৮ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,৪৯,২০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ শূন্য (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) মাস (ক্রমিক নং. ১-এর জন্য), ৪৮ (আটচল্লিশ) মাস (ক্রমিক নং. ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। দ্রষ্টব্যঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-383/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং মণ্ডলে বিজ্ঞাপন সম্পদের জন্যে ই-নিলাম

লামডিং মণ্ডলে বিজ্ঞাপন সম্পদের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এডিভিটি-এলএমজি-৪৪-২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এলএমজি-কেওয়াইকিউ-ওএইচ-৪১৬-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)	কামাখ্যা রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন অধিকারের ই-নিলাম আহ্বানের হেতু এক প্রস্তাব
এবি/১	এডিভিটি-এলএমজি-ডিএমভি-ওএসএন-৪১২-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন ষ্টেশন প্রিমাইজ) (নন-ডিজিট্যাল)	ডিমাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন অধিকারের ই-নিলাম আহ্বানের হেতু এক প্রস্তাব
এবি/২	এডিভিটি-এলএমজি-কেওয়াইকিউ-ওএসএন-৪১৪-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন ষ্টেশন প্রিমাইজ) (নন-ডিজিট্যাল)	কামাখ্যা রেলওয়ে ষ্টেশনে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন অধিকারের ই-নিলাম আহ্বানের হেতু এক প্রস্তাব

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-১১-২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১১.২০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Corrigendum Notice

E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT15/10e/25
Tender ID: 2025_MAD_927962_1 to12

Corrigendum Notice for NIT correction which Published on **17.10.2025** under noted Tender ID correction made 2025_MAD_927962_1, 2025_MAD_927962_3, 2025_MAD_927962_10, 2025_MAD_927962_12 details will be available within office hours of any working day of this office.

Chairman/Executive Officer
Date: 11.11.25 **Hooghly Chinsurah Municipality**

RITES LIMITED

(A Government of India Enterprise)
Shikhar, Plot No. 1, Sector-29, Gurgaon-122001

THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

Engagement of professional(s) for the following post(s) / discipline(s) through written test / interview.

VC No.	Individual Consultant (IC) Post	No. of Post(s)	Payment for services (in Rs. p.m.)	Tentative Date of Selection process
YP/20-R1/25	Construction Manager (Civil)	04	1,30,000/-	Date-10-12-2025 to 11-12-2025 Mode-In-person/ Online
YP/21-R1/25	Field Engineer (Civil)	08	90,000/-	
YP/22-R1/25	Construction Supervisor (Civil)	04	60,000/-	
YP/30/25	Equipment Planning Expert (National)	01	2,55,000/-	

For details regarding how to apply, venue, selection process and other T&Cs., candidates may refer the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under Career Section. **Last date to apply – 08.12.2025**

OFFICE OF THE CHAULKURI GRAM PANCHAYAT SABANG PANCHAYAT SAMITY UTTAR ERAL, SABANG, PASCHIM MEDINIPUR

On and behalf of Chaulkuri Gram Panchayat, the undersigned invites e-tender from bonafied and resourceful outside Contractor for 15TH CFC Scheme, For 5 nos NIT. works Details below and for details please visit website www.wbtenders.gov.in

E-TENDER
NOTICE INVITING TENDER

NIT NO	MEMO NO & DATE
WB/PMZP/SBG/CHA/NIET-28(01-05)/2025-26	1697CHA/2025-26 Date:-11/11/2025

sd/-Pradhan
Chaulkuri Gram Panchayat

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/২৫/২০২৫-২৬, তারিখ: ০৬-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : ৪০/২৫/০৫৫৫এ/ওটি/১৭১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-১১-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : এলএইচবি কোচগুলির জন্য ছাদে লাগানো এসি প্যাকেজ ইউনিটের জন্য মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯ ২০০৯ (আরইভি-১) শূন্য অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯ ২০০৯ (আরইভি-১) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৩৬৯, এলএইচবি কোচ এবং ডাবল ডেকার কোচের জন্য ছাদে লাগানো এসি প্যাকেজ ইউনিটের জন্য মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার] আইটেম ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। i) পান্ডু জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য পরিমাণ - ৬টি, ii) নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য পরিমাণ - ২টি, iii) ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য পরিমাণ - ৫৮টি, iv) নিউ বোঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য পরিমাণ- ১২টি। পি.এল. নং-৪৫২১২১১৯।

ক্রম নং:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৫৩৩/ওটি/১৭২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০১-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পিএসসি স্লিপারের উপরে, বিশেষ করে পয়েন্ট এবং ক্রসিং এরিয়ার নীচে, গ্রুভড রাবার সোল প্লেট লাগানোর জন্য এডহেসিভ সরবরাহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। এসএসই/পি.ওয়ে/ বারসোই, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার) এর জন্য পরিমাণ - ১৩৯৫ লিটার। পি.এল. -৮২১৫০৭৭১।

ক্রম নং:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৫৭এ/ওটি/১৭৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০১-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : নাইলন রিইনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেট ১০ মিমি পুরু ৬০ কেজি পিএসসি স্লিপারে ১ ইন ১২ টার্ন আউট -এর জন্য আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৯৭৯০, রেলের নীচে স্থাপনের জন্য রেল প্যাডের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন মেনে, ক্রম. নং. টি-৫৫-২০২৫। সর্বশেষ পরিবর্তন অনুসারে, যদি থাকে। (সর্বশেষ পরিবর্তন শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, টেন্ডার খোলার প্রকৃত তারিখের ৫ দিন আগে পর্যন্ত পরিবর্তনকে বোঝাবে) (ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস)। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০][ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম:৩১০০৫৮৪, রেল প্যাডস সাব আইটেম: এনসিআর জিআরএসপি] আইটেম ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/ বঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য পরিমান- ১১৯৪ সেট। পি.এল. - ৬০১১০৯০৯।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডারের নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়িং এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সামনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন! প্রোটিয়াদের সামলাতে কতটা প্রস্তুত শুভমান ব্রিগেড?

নিজস্ব প্রতিবেদন

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিয়ে শুভমান গিলের অধিনায়কত্বে টেস্টে নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এবার সামনে একেবারে আলাদা চ্যালেঞ্জ। টেস্ট ক্রিকেটে ফর্মে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা হাজির ভারত সফরে। তেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে প্রোটিয়ারা যেমন ছন্দে আছে, তাতে গিলের নেতৃত্ব বড়সড় পরীক্ষার মুখে। চলতি বছর জুনে লর্ডসে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। ২৭ বছর পর কোনও আইসিসি ট্রফি তাদের হাতে উঠেছে। তারপর থেকে বাভুমারা ১০টি টেস্টে ৯ জয়ের সুবাদে অপরাজিত, একটিমাত্র ম্যাচ ড্র। এমন দলের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত, যারা এখনও ঘরের মাঠে নিজেদের আগের দাপট ফিরে পেতে ব্যর্থ! ২০২৪ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ হারের সেই ধাক্কা আজও বিস্মৃত হয়নি। চাপ আরও বেড়েছে। কারণ বেঙ্গালুরুর বেসরকারি টেস্টে ভারতীয় 'এ' দলকে ৪১৭ রানের টার্গেট চেজ করে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই টিমে ছিলেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, কুলদীপ যাদবের মতো পোড়খাওয়া বোলার। কেউই ছাপ ফেলতে পারেননি। ফলে ব্যাটসম্যানরা নন, বরং দলের বোলিং ইউনিট নিয়েই জমেছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। ফলে সিরিজের আগে প্রস্তুতি চেয়ে চিন্তা অনেক বেশি। ভারতের ব্যাটিং অর্ডারের সবচেয়ে অমীমাংসিত পজিশন তিন নম্বর। ইংল্যান্ড সফর থেকে সাই সুদর্শন ওয়ান ডাউনে খেলছেন, কিন্তু এখনও নিজের জায়গা পাকা করতে অসফল। ৯ ইনিংসে তাঁর রান ২৭৩- মাঝেসাঝে ঝলক দেখা গেলেও ধারাবাহিকতা নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ৮৭ ও ৩৯ রানের ইনিংস ছিল আশা-জাগানো, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার গতিময় আক্রমণের সামনে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। অন্যদিকে, টিম ম্যানেজমেন্ট ভাবছে ধ্রুব জুরেলকে তিন নম্বরে তুলে এনে তাঁকে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে ব্যবহার করতে। তবে সেই পরীক্ষা আসন্ন সিরিজেই হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে দু'ম্যাচে সুযোগ দিয়েছিল ভারত। কিন্তু তিনি ব্যাট-বলে খুব বেশি কিছু করতে পারেননি। ৪৩ রানই একমাত্র স্মরণীয় ইনিংস। এমন পারফরম্যান্সে তাঁর ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। সেই জায়গায় অক্ষর প্যাটেল হয়তো অনেক বেশি কার্যকর হতে পারেন, বিশেষ করে ঘরোয়া পিচে। কোচ ও ম্যানেজমেন্টকেই এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কাকে তাঁরা মূল অলরাউন্ডার হিসেবে তৈরি করতে চান। শুভমান গিলের নেতৃত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা চলছে। দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে তাঁর বোলার রোটেশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর কথায়, ''গিল বোলারদের ছোট ছোট স্পেলে ব্যবহার করছে, কিন্তু টেস্টে সেটা চলে না। লম্বা স্পেলেই উইকেট আসে।'' দলের তরুণ অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের কাঁধে এখন শুধু পারফরম্যান্স নয়, কৌশলগত পরিপক্কতারও বড় চাপ। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে দেখা গেছে, ভারতের পেস আক্রমণ ধার হারাচ্ছে, স্পিনাররা মাঝেমধ্যে নিষ্ক্রিয়। ফলে নেতৃত্বের দক্ষতা আর বোলার ব্যবহারের বিচক্ষণতা-দুই-ই এবার সবচেয়ে বড় পরীক্ষার জায়গা। বিগত দশকে ঘরের মাঠে ভারতের রেকর্ড ছিল প্রায় অপরাজেয়। কিন্তু গত দু'বছরে সেই ধার কমেছে। এবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজটাই নির্ধারণ করবে, গিলের নেতৃত্বে ভারত নতুন করে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায় কি না। এই সিরিজ শুধু পয়েন্ট বা পরিসংখ্যানের নয়, গর্ব ও প্রতিপত্তির লড়াইও বটে। যদি ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারে, তবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আবার নিজেদের শক্ত জমি ফিরে পাবে গিল অ্যান্ড কোম্পানি।

শুটিংয়ে ইতিহাস!

সোনা জিতে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে দেশের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সম্রাট রানা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বরঃ ভারতীয় শুটিংয়ের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখলেন সম্রাট রানা। কায়রোয় আয়োজিত আইএসএসএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতে দেশের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। এই জয়ে ব্যক্তিগত সোনার পাশাপাশি দলগত ইভেন্টেও সোনা জেতে ভারত। চূড়ান্ত ফাইনাল ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। সম্রাট শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তোলেন ২৪৩.৭ স্কোর, চিনের হু কাই থেকে মাত্র ০.৪ পয়েন্ট এগিয়ে। হু কাইয়ের স্কোর দাঁড়ায় ২৪৩.৩। তৃতীয় স্থানে থাকা ভারতের বরুণ তোমার ২২১.৭। ফলে প্রথমবারের মতো একই ইভেন্টে একসঙ্গে দু'জন ভারতীয় শ্যুটার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের পোডিয়ামে জায়গা পেলেন। জয়ের পর সম্রাট বলেন, ''এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। কায়রো আমার কাছে সবসময়ই ভাগ্যবান জায়গা। ২০২২ সালের জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপেও এখানে দুটো পদক পেয়েছিলাম। শেষ দিকের শটগুলোয় শুধু নিজের টেকনিকে মনোযোগ রাখার চেষ্টা করেছি।'' পাশাপাশি

দলগত ইভেন্টেও উজ্জ্বল ভারত। সম্রাট রানা (৫৮৬), বরুণ তোমার (৫৮৬) এবং শ্রবণ কুমারের (৫৮২) সম্মিলিত স্কোর ১৭৫৪, যা দলগত সোনা এনে দেয়। দু'নম্বরে ইতালি, তৃতীয় স্থানে জার্মানি। ব্যক্তিগতভাবে শ্রবণ শেষ করেন ১২তম স্থানে। এই সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বছরের শুরুতে বিশ্বকাপ ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি সম্রাট। তবু মনোবল হারাননি। বলেন, ''নিজেকে বারবার শান্ত রেখেছি, বিশ্বাস রেখেছি। এখন মনে হচ্ছে, পরিশ্রমের ফল পেয়েছি।'' ২০১৮ সাল থেকে বাবার তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ শুরু করেন সম্রাট। গত বছর জিতেছিলেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গোল্ড। এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে হয়ে উঠলেন অলিম্পিক্সে ভারতের অন্যতম বড় সম্ভাবনা। অন্যদিকে, বরুণের পারফরম্যান্সও কো।ছে নজর। তাঁর বাবা বিশেষ তোমার বলেন, ''ছেলের এই সাফল্যে আমি গর্বিত। ওর ভাই সৌরভ (চৌধুরি) সবসময় প্রেরণা দিয়েছে। দু'জনেই একই কোচের কাছে অনুশীলন করত।'' বর্তমানে বরুণ ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ট্রেনিং নিচ্ছেন। এই নিয়ে তাঁর বাবার মন্তব্য, ''কোচ প্রায়ই ওকে বিশ্রাম নিতে বলত, কিন্তু বরুণ কখনও থামত না। শুটিং-ই ওর নেশা।'' অন্যদিকে, মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ফাইনালের কাছাকাছি গিয়েও পদক হাতছাড়া মনু ভাকর ও ঋষা সিংহের। যদিও দলগত ইভেন্টে রুপো জিতেছে ভারত।

ইডেনে বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে রিভার্স স্যুইং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বরঃ ছ'বছর পর ফের ইডেনে ফিরছে টেস্ট ক্রিকেট। কিন্তু এবার বাইশ গজ একদম আলাদা। মাঠে তাজা ঘাস প্রায় নেই, কালো মাটির উইকেট শুকিয়ে শক্ত। যে কারণে বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে বড় ভূমিকা নিতে পারে রিভার্স স্যুইং। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যাচের চার দিন আগেই পিচে কার্যত কোনও 'লাইভ গ্রাস' নেই। খেলা শুরু হওয়ার সময় ঘাসের উচ্চতা থাকবে দুই মিলিমিটারেরও কম। ফলে ম্যাচের মাঝামাঝি সময় থেকেই বল পুরনো হয়ে যেতে শুরু করবে, যা সিমারদের কাজে দেবে। ইডেনের উইকেট কালো মাটির, ফলে প্রথম দিকে কিছুটা বাউন্স মিললেও তৃতীয়-চতুর্থ দিনে তা ধীরে ধীরে মন্থর হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে নতুন বলে সুবিধা পাবেন ফাস্ট বোলাররা, পুরনো বলে রিভার্স স্যুইং হবে আরও মারাত্মক। পরিসংখ্যানও বলছে, গত ১৫ বছরে ভারতে ফাস্ট বোলারদের জন্য সবচেয়ে সফল মাঠ ইডেনই-এই সময়কালে ৬টি টেস্টে ৯৭টি উইকেট নিয়েছেন পেসাররা, যা মোটের ৬১ শতাংশ। তাপমাত্রাও এবার বড় ফ্যাক্টর। সকাল সকাল বা বিকেলের শেষ ভাগে ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বলের 'ল্যাটারাল মুভমেন্ট' বাড়বে, ফলে টসে জেতা তেমন বড় সুবিধা দেবে না।

ভারতীয় ফুটবলের সাফল্য! আন্তর্জাতিক লিগে রিভকা রামজি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বরঃ ভারতীয় মহিলা ফুটবলের জন্য বড় সুখবর। তরুণ মিডফিল্ডার রিভকা রামজি সিঙ্গাপুরের শীর্ষ লিগের দল লায়ন সিটি সেইলরস্ ডব্লুটি-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ভারতীয় মহিলা ফুটবলে ক্রমবর্ধমান প্রতিভা উঠে আসছে, আর সেই তালিকায় রিভকার নাম এখন আরও উজ্জ্বলভাবে যুক্ত হলো। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই রিভকা ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তর্জাতিক দলের নিয়মিত সদস্য, ইতিমধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে নজর কেড়েছেন। কেরিয়ারের প্রথম দিকেই অনেক ফুটবলপ্রেমীর চোখে পড়েছেন তাঁর দক্ষতা, পাসিং, গতি এবং মাঠে উপস্থিতির জন্য। বয়সে কম হলেও মাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতায় তিনি অনন্য। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি কর্নাটকা দলের অধিনায়কত্বও করেছেন, যা তাঁর পরিপক্ক মানসিকতা এবং নেতৃত্বগুণের প্রমাণ। লায়ন সিটি সেইলরস্ ডব্লুটি সিঙ্গাপুরের শীর্ষস্থানীয় ক্লাবগুলোর একটি, যাদের মহিলাদের দল এশীয় পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে। ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি হওয়ায় রিভকার সামনে এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার সুযোগ আরও প্রসারিত হলো। সবচেয়ে বড় কথা-রিভকাকে এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২০২৫-২৬-এর জন্য রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি তাঁর কেরিয়ারের দারুণ এগিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে খেলতে পজিশন বদলাতে হবে নেইমারকে

রিও ডি জেনেইরো, ১১ নভেম্বরঃ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিল দলের হয়ে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সেই ম্যাচে বাঁ হাঁটুর এসিএল ও মেনিসকাসে গুরুতর চোট পান তিনি। সেই চোট তাঁকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ঠেলে দেয়। এরপর একাধিকবার ব্রাজিল দলে ফেরার সম্ভাবনা জাগলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামা হয়নি। কার্লো আনচেলোত্তি ব্রাজিল দলের কোচ হওয়ার পরও তাঁকে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে ডাকেননি। এই অবস্থায় নেইমারের বিশ্বকাপ ফেরা নিয়ে এখন নানা প্রশ্ন ঘুরছে-তিনি কি ফিরতে পারবেন? ফিরলেও কি আগের মতো ফিট থাকবেন? আর আনচেলোত্তি কি তাঁকে জায়গা দিতে দলের গঠন বদলাবেন? প্রশ্নগুলো যতটা সহজ মনে হয়, উত্তরগুলো ততটাই কঠিন। নেইমার ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা (৭৯ গোল)। নিজের প্রজন্মে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা। ফিট থাকলে একাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। অনেকে অবশ্য মনে করেন, চোটই তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ, যে কারণে প্রতিভার পুরো বিকাশটা ঘটেনি। তবু সুস্থ নেইমারকে পেতে চায় যেকোনো

দল, যেকোনো কোচ। তবে যখন প্রতিযোগিতা বিশ্বকাপের, আনচেলোত্তির ভাবনায়ও জায়গা পায় অনেক হিসাব-নিকাশ। নেইমার অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলতে চান। সতীর্থদের সঙ্গে আবার মাঠে নামার ইচ্ছাও প্রবল তাঁর। তবে আনচেলোত্তি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, নেইমারের ফিটনেস তাঁকে ভাবায়। নভেম্বরে সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলেও জায়গা হয়নি তাঁর। কোচের যুক্তি-নেইমার এখনো ম্যাচ খেলার মতো ফিট নন। কিন্তু ফিট হয়েও দলে ফিরলে তাঁর আগের মতো স্বাধীনতা হয়তো আর পাবেন না। আনচেলোত্তি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, নেইমারকে তিনি দলে চান, তবে নতুন ভূমিকায়। তাঁর মতে, এখন উইংয়ের বদলে মাঝমাঠে খেললেই নেইমারের জন্য সুবিধা হবে। তাতে গোল করার সুযোগ বাড়বে, আবার শারীরিক চাপও কমবে। আনচেলোত্তি বলেছেন, ''সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন শুনেছি নেইমারকে নিয়েই। এটা স্বাভাবিক, কারণ নেইমার ব্রাজিল ফুটবলের এক কিংবদন্তি। সবাই চায়, সে যেন পুরো ফিটনেস ফিরে পাক-বোর্ড, কোচিং স্টাফ, আমরা সবাই। তবে আজকের ফুটবলে শুধু প্রতিভা যথেষ্ট নয়। এখন শারীরিক সক্ষমতা, গতি, তীব্রতা সবকিছুরই দাবি আছে। আমি বিশ্বাস করি, নেইমার আবারও তার সেরা ফর্মে ফিরবে।'' নেইমারের নতুন ভূমিকা নিয়ে আনচেলোত্তির ভাবনাটা আরও স্পষ্ট, ''আমার মনে হয়, এখন ওর খেলা উচিত ডান-বাঁ প্রান্তে নয়, বরং কেন্দ্রে। কারণ, আধুনিক ফুটবলে উইঙ্গারদের শুধু আক্রমণ নয়, রক্ষণেও সাহায্য করতে হয়। মাঝখানে খেললে সেই চাপটা অনেক কমে যায়। আর গোলপোস্টের কাছাকাছি থাকলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সামনে গোল করার সুযোগও বেড়ে যায়। তাই 'ফলস নাইন' হতে পারে নেইমারের জন্য আদর্শ পজিশন।'

অন্ধকারে আইএসএল, দেশে ফিরে গেলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের বিদেশীরা

সংবাদ সংস্থা, কোচি, ১১ নভেম্বরঃ ডামাডোল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে এবারের ফুটবল মরসুম। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল ঘিরে প্রথম থেকেই ব্যাপক অনিশ্চয়তা থাকায় ডুরান্ড কাপে অংশ নেয়নি প্রথম সারির একাধিক ফুটবল ক্লাব। তবে ফেডারেশনের তরফে আশ্বাস পাওয়ায় এবারের এই সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপে দল নামানোর সিদ্ধান্ত নেয় প্রথম ডিভিশনের ক্লাব। যাদের মধ্যে অন্যতম কেরালা ব্লাস্টার্স। উল্লেখ্য, এবারের এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। প্রথম থেকেই একের পর এক দলের বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ডেভিড কাতলার ছেলেরা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পেট্রে ক্র্যাটকির কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয় টুর্নামেন্ট থেকে। সেই নিয়ে এখনও যথেষ্ট হতাশ কেরালা ব্লাস্টার্সের সমর্থকরা। এই ধাক্কা কাটিয়ে পরবর্তী টুর্নামেন্টে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয় আইএসএল। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত বিডে অংশগ্রহণ করেননি কোনও সংস্থা। যা নিঃসন্দেহে ব্যাপক চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সকলকে। এই পরিস্থিতি

কঠিন সিদ্ধান্ত নিল কেরালা ব্লাস্টার্স। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, নিজেদের সিনিয়র দলের অনুশীলন সহ সমস্ত রকমের কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। যারফলে বর্তমানে নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছেন বিদেশী ফুটবলার সহ সকল সাপোর্টিং স্টাফেরা। সেই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছেন সমর্থকরা। ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আইএসএলের অনিশ্চয়তার কথা। লগ্নিকারী সংস্থার নাম এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় যথেষ্ট চিন্তায় সকলে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেই এমন পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুশীলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এবার সেই পথেই হাঁটল কেরালা।

'মেসির চেয়ে রোনাল্ডোর ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশি'

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ১১ নভেম্বরঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের আর বেশি দেরি নেই। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো নিশ্চিত নয়। কিন্তু বাতাসের গতিপ্রকৃতি বলছে, ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ তাঁরা এখনো খেলে ফেলেননি। ৩৮ বছর বয়সী মেসি গত মাসেও যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে বলেছেন, ''আমি সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) থাকতে চাই।'' ৪০ বছর বয়সী রোনাল্ডোও এর আগে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছার কথা বলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, মেসির আর্জেন্টিনা ও রোনাল্ডোর পর্তুগালের মধ্যে কোন দলের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশি? ওয়েসলি স্নেইডারকে ঠিক এ প্রশ্নই করা হয়েছিল। নেদারল্যান্ডসের হয়ে ২০১০ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা প্রাক্তন এ মিডফিল্ডারকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন? স্নেইডার অনেকের বিচারেই তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। আয়াক্স, রিয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান ও

গালাতাসারাইয়ের মতো ক্লাবে খেলেছেন। তুরস্ক, ইতালি, নেদারল্যান্ডস ও স্পেনে জিতেছেন শীর্ষ লিগ। চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতেন ইন্টার মিলানের হয়ে। 'ডেড বল' বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তাঁকে স্মরণ করেন অনেকেই। সেই স্নেইডার ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ে মেসির আর্জেন্টিনার চেয়ে এগিয়ে রাখলেন রোনাল্ডোর পর্তুগালকে। কেন? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ৪১ বছর বয়সী প্রাক্তন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। বক্তব্যের পুরোটা শুনুন তাঁর মুখেই, ''এটা বলা খুব কঠিন। পর্তুগালের দলটা খুব শক্তিশালী। আমার কাছে তারা অন্যতম ফেবারিট। সে কারণে আমি বলব লিওনেল মেসির তুলনায় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ বেশি।'' কাতারে ২০২২ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। মেসিদের সেবারের বিশ্বকাপ জয়ে খানিকটা ভাগ্যের পরশও দেখেন ২০০৪ সালে 'ডাট ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' ও ২০১০ বিশ্বকাপে রুপোর বলজয়ী স্নেইডার, ''কাতারে দারুণ বিশ্বকাপ কাটিয়েছে আর্জেন্টিনা। তারা একটু ভাগ্যবানও ছিল। সব মিলিয়ে আমার মতে পর্তুগাল শ্রেয়োতর দল।'' ২০১৯ সালের আগস্টে ফুটবল ছাড়েন স্নেইডার। তার আগে কাতারের ক্লাব আল ঘারাফাতেও খেলেছেন কিছুদিন। স্নেইডারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এখন খেলা চালিয়ে গেলে তিনি মেসির মতো এমএলএস নাকি রোনাল্ডোর মতো সৌদি প্রো লিগের দলে যোগ দিতেন? উত্তরটা স্নেইডারের জন্য বেশ সহজ। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশে ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা আগেই নেওয়া আছে স্নেইডারের। আর তাঁর সন্তানের বসবাস যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে। স্নেইডার বলেন, ''আমি দুটি জায়গাতেই যেতাম। নতুন অভিজ্ঞতা আমার ভালো লাগে। কিন্তু কাতারের অভিজ্ঞতা তো নেওয়া আছে, তাই সৌদি আরবের চেয়ে এমএলএসকে বেছে নেওয়াই আমার জন্য সহজ হতো কারণ, আমার ছেলের বসবাস লস অ্যাঞ্জেলেসে। আমি লস অ্যাঞ্জেলেসের কোনো দলে যোগ দিতাম। লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির ইতিহাসসমৃদ্ধ। তবে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি নতুন এবং ভালো করছে। ছেলেকে দেখতে আমি প্রায়ই লস অ্যাঞ্জেলেসে যাই। তাই যেকোনো একটি বেছে না নেওয়াই ভালো।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com